রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

শনিবার, ডিসেম্বর ৩১, ২০২২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২২ ডিসেম্বর ২০২২/৭ পৌষ ১৪২৯

এস.আর.ও নং ৩৭৮-আইন/২০২২।—Rules of Business, 1996 এর Schedule I (Allocation of Business among the different Ministries and Divisions) এর আইটেম ২৯খ এর ক্রমিক ৫ ও ৮ অনুসারে সরকার, State Acquisition and Tenancy Act, 1950 (Act No. XXVIII of 1951) এর অনুমোদিত বাংলা পাঠ সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করিল:

রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০

(১৯৫১ সনের ২৮নং আইন)

[১৬ই মে, ১৯৫১]

বাংলাদেশে ভূমিতে খাজনা-গ্রহীতাগণের স্বার্থ এবং অন্যান্য কতিপয় স্বার্থ রাষ্ট্র কর্তৃক অধিগ্রহণ এবং এইরূপ অধিগ্রহণের পর রাষ্ট্রের অধীন ধারণকৃত প্রজাস্বত্ব এবং এতৎসংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়ে বিধান প্রণয়নকল্পে প্রণীত আইন।[১]***

যেহেতু বাংলাদেশে ভূমিতে খাজনা-গ্রহীতাগণের স্বার্থ এবং অন্যান্য কতিপয় স্বার্থ রাষ্ট্র কর্তৃক অধিগ্রহণ এবং এইরূপ অধিগ্রহণের পর রাষ্ট্রের অধীন ধারণকৃত প্রজাস্বত্ব এবং এতৎসংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়ে বিধান প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দারা নিম্নরূপ আইন প্রণয়ন করা হইল:—

[১] সমগ্র আইন ব্যাপী "বাংলাদেশ" শব্দটি বাংলাদেশ (বিদ্যমান আইনের অভিযোজন) আদেশ, ১৯৭২ (১৯৭২ সনের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ৪৮) এর ৫ নং অনুচ্ছেদ বলে"পূর্ব পাকিস্তান" শব্দদ্বয়ের স্থলে প্রতিস্থাপিত।

মূল্য : টাকা ১২০.০০

প্রথম ভাগ

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিক

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও ব্যাপ্তি।—(১) এই আইন [২][***] রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা সমগ্র বাংলাদেশে প্রযোজ্য হইবে।

২। সংজ্ঞা।- বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(১) "উপকর" অর্থ আসাম লোকাল রেটস রেগুলেশন, ১৮৭৯ এর অধীন ধার্যকৃত স্থানীয় করসমূহ;

(২) "দাতব্য উদ্দেশ্য" অর্থে দরিদ্রদের ত্রাণ, শিক্ষা, চিকিৎসা ত্রাণ ও সাধারণ জনহিতকর অন্যান্য কার্যক্রমের উন্নয়ন অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৩) "কালেক্টর" অর্থ কোনো জেলার কালেক্টর এবং এই আইনের অধীন কালেক্টরের সকল বা যেকোনো দায়িত্ব পালনের জন্য সরকার কর্তৃক নিযুক্ত একজন ডেপুটি কমিশনার বা এইরূপ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ;

(৪) "কমিশনার" অর্থ ধারা ৪৮ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন নিযুক্ত রাষ্ট্রীয় ক্রয় কমিশনার;

(৫) "কোম্পানি" অর্থে কোম্পানি আইন, ১৯১৩ (১৯১৩ সনের ৮ নং আইন) এর অনুরূপ অর্থ বুঝাইবে;

(৬) "সম্পূর্ণ খাই-খালাসি বন্ধক" অর্থ কোনো প্রজা কর্তৃক ঋণ হিসাবে গৃহীত অর্থ বা শস্য ফেরত প্রদান করিবার নিশ্চয়তাস্বরূপ কোনো ভূমির দখলাধিকার এই শর্তে হস্তান্তর করা যাহা বন্ধকের মেয়াদে উক্ত ভূমি হইতে প্রাপ্ত মুনাফার মাধ্যমে, সকল সুদসহ, ঋণটি পরিশোধ হইয়াছে মর্মে গণ্য হইবে;

(৭) "একত্রীকরণ", জোতের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত, অর্থ জোতসমূহে পৃথক-পৃথক প্লটের মোট সংখ্যা হ্রাস করিয়া বিভিন্ন জোতে অবস্থিত সকল অথবা যে কোনো পৃথক-পৃথক এলাকার ভূমি একত্রে সন্নিবেশ করিবার নিমিত্ত পুনঃবণ্টন কার্যক্রম;

(৮) "সমবায় সমিতি" অর্থ সমবায় সমিতি আইন, ১৯১২ (১৯১২ সনের ২ নং আইন) বা বঙ্গীয় সমবায় সমিতি আইন, ১৯৪০ (১৯৪০ সনের ২১ নং আইন) এর অধীন নিবন্ধিত বা নিবন্ধিত মর্মে গণ্য কোনো সমিতি;

---

[২] "পূর্ব পাকিস্তান" শব্দদ্বয় বাংলাদেশ (বিদ্যমান আইনের অভিযোজন) আদেশ, ১৯৭২ (১৯৭২ সনের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ৪৮) এর ৬ নং অনুচ্ছেদ বলে বিলুপ্ত।

(৯) "রায়তি কৃষক" বা "অধীন রায়তি কৃষক" অর্থ এইরূপ রায়ত বা, ক্ষেত্রমত, অধীন রায়ত যিনি স্বয়ং অথবা তাহার পরিবারের সদস্য বা কর্মচারী বা বর্গাদার বা ভাড়াটে শ্রমিক বা সহ-অংশীদারগণের মাধ্যমে চাষাবাদ করিবার জন্য ভূমি অধিকারে রাখেন;

[১](৯ক) "পরিত্যক্ত চা-বাগান" অর্থ একক ব্যবস্থাপনার অধীন রাখা ভূমির যেকোনো অংশ বা অংশসমূহ যাহা চা চাষ বা চা উৎপাদনের নিমিত্ত দখল, বন্দোবস্ত অথবা ইজারা দেওয়া হইয়াছিল বা যাহার মধ্যে চা গাছের ঝোপ ছিল বা আছে এবং যাহা সরকার কর্তৃক নোটিশের মাধ্যমে পরিত্যক্ত চা- বাগান হিসাবে ঘোষিত হইয়াছে এবং উক্ত ভূমির উপর নির্মিত ইমারতও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো ভূমির কোনো অংশ বা অংশসমূহকে পরিত্যক্ত চা-বাগান হিসাবে ঘোষণা প্রদানকালে সরকার নিম্নবর্ণিত বিষয় বিবেচনা করিতে পারিবে, যথা :―

(অ) উক্ত জমির ১৫ শতাংশেরও কম পরিমাণ এলাকায় আবাদ করা হইয়াছে কি না যাহাতে বিগত ৫ বৎসরে কোনো উল্লেখযোগ্য অনুপাতে আবাদ করা হয় নাই; এবং

(আ) পূর্ববর্তী ৭ বৎসরের অধিক যে সকল জমিতে চা আবাদ করা হইয়াছে, বিগত ৩ বৎসরে তাহার একর প্রতি উৎপাদন একই সময়ে সারাদেশে চা আবাদকারী অন্য সকল এলাকার একর প্রতি গড় উৎপাদনের শতকরা ২৫ ভাগের কম কি না- এই বিষয়ে চা বোর্ডের মতামত;

[২](৯খ) "ভূমি রেকর্ড ও জরিপ পরিচালক" অর্থে ভূমি রেকর্ড ও জরিপের অতিরিক্ত পরিচালক অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(১০) "দায়দায়িত্ব", কোনো এস্টেট, রায়তিস্বত্ব, জোত, প্রজাস্বত্ব বা ভূমি সম্পর্কিত, অর্থ যাহার দ্বারা উক্ত এস্টেট, রায়তিস্বত্ব, জোত, প্রজাস্বত্ব বা ভূমির উপরে দখলদার কর্তৃক সৃষ্ট কোনো বন্ধক, দায়, পূর্বস্বত্ব, উপপ্রজাস্বত্ব, বর্তস্বত্ব বা অন্যান্য অধিকার বা উহাতে নিহিত তাহার নিজস্ব স্বার্থের সীমাবদ্ধতা;

---

১ পূর্ববঙ্গ রাষ্ট্রীয় অধীগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব (তৃতীয় সংশোধনী) অধ্যাদেশ, ১৯৬১ (১৯৬১ সনের পূর্ব পাকিস্তান অধ্যাদেশ নং ১৫) এর ধারা ৩ বলে দফা (৯ক) সন্নিবেশিত এবং বিদ্যমান দফা (৯ক(, (-খ) হিসাবে পুনঃসংখ্যায়িত।

২ দফা (৯খ) পূর্ব বঙ্গ রাষ্ট্রীয় অধীগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব (সংশোধনী) অধ্যাদেশ, ১৯৫৬ (১৯৫৬ সনের পূর্ব বঙ্গ অধ্যাদেশ নং ৩) এর ধারা ৩ বলে সন্নিবেশিত।

(১১) "এস্টেট" অর্থে আপাতত বলবৎ আইন অনুসারে কোনো জেলার কালেক্টর কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ও রক্ষিত রাজস্বভুক্ত ভূমি ও রাজস্বমুক্ত ভূমির সাধারণ রেজিস্টারসমূহের যে কোনোটিতে একটি দাগের অন্তর্ভুক্ত ভূমি, এবং সরকারি খাসমহলসমূহ ও কোনো রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত হয় নাই এইরূপ রাজস্বমুক্ত ভূমি অন্তর্ভুক্ত হইবে; এবং সিলেট জেলার নিম্নরূপ ভূমিও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথা:-

(অ) যে ভূমি দায়মুক্ত করিবার জন্য তাৎক্ষণিকভাবে বা পরবর্তীতে ভূমি রাজস্ব প্রদান করিতে হইবে যাহার জন্য একটি পৃথক চুক্তি সম্পাদন করা হইয়াছে;

(আ) যে ভূমির জন্য একটি পৃথক অঙ্কের ভূমি রাজস্ব প্রদান করিতে হইবে বা নির্ধারণ করা হইয়াছে, অথচ সেই অর্থের জন্য সরকারের সহিত কোনো চুক্তি সম্পাদিত হয় নাই;

(ই) এইরূপ ভূমি যাহা আপাতত ডেপুটি কমিশনারের রাজস্বমুক্ত এস্টেটের রেজিস্টারে কোনো দাগের অন্তর্ভুক্ত, এবং রাজস্বমুক্ত জমি যাহা উক্তরূপ রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত হয় নাই;

(ঈ) এইরূপ ভূমি যাহা সম্পূর্ণরূপে সরকারি সম্পত্তি হিসাবে আসাম ল্যান্ড অ্যান্ড রেভিনিউ রেগুলেশন, ১৮৮৬ (১৯৮৬ সনের ১০ নং আসাম রেগুলেশন) এর চতুর্থ অধ্যায় অনুযায়ী প্রস্তুতকৃত রাজস্বভুক্ত বা রাজস্বমুক্ত এস্টেটের সাধারণ রেজিস্টারে পৃথকভাবে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে;

(১২) "হাট" বা "বাজার" অর্থ কোনো স্থান যেখানে জনগণ সপ্তাহের প্রত্যেক দিন বা বিশেষ দিনে সাধারণত কৃষিজ বা ফলজ পণ্য, গবাদিপশু, হাঁস-মুরগি, পশুর চামড়া, মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, দুগ্ধজাত সামগ্রী বা অন্যান্য খাদ্য বা পানীয় দ্রব্য বা দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় অন্যান্য দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য সমবেত হয় এবং উক্ত স্থানে অবস্থিত উক্ত সকল পণ্য বা উৎপাদিত পণ্যসামগ্রীর দোকানপাটও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(১৩) "জোত (holding)" অর্থ ভূমির এক বা একাধিক খণ্ড অথবা উহার একটি অবিভক্ত অংশ যাহা কোনো রায়ত বা অধীন রায়ত কর্তৃক অধিকৃত এবং যাহা কোনো পৃথক প্রজাস্বত্বের বিষয়বস্তু;

(১৪) "বসতবাড়ি" অর্থ বাসগৃহ এবং উহার আওতাভুক্ত ভূমি, সংলগ্ন বা সংযুক্ত আঙ্গিনা, বাগান, পুকুর, প্রার্থনাস্থল, ব্যক্তিগত গোরস্থান বা শ্মশানঘাট এবং বাসগৃহে বসবাসের জন্য অথবা কৃষি বা উদ্যানের সহিত সম্পর্কিত বাসগৃহ অথবা, পতিত হউক বা না হউক, সুনির্দিষ্ট সীমানা চিহ্নিত ভূমি;

(১৫) কোনো ব্যক্তির “খাসজমি” বা “খাস দখলীয় জমি” অর্থ চিরস্থায়ী নহে এইরূপ ইজারাভুক্ত জমি, উক্ত জমিতে দণ্ডায়মান ইমারত ও প্রয়োজনীয় সংলগ্ন স্থানও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(১৬) “ভূমি” অর্থ আবাদি, অনাবাদি অথবা বৎসরের যেকোনো সময় জলমগ্ন থাকে এইরূপ ভূমি, এবং ভূমি, বাড়ি বা ইমারত হইতে উদ্ভূত সুবিধাদি, এবং মাটির সহিত সংযুক্ত বস্তু অথবা মাটির সহিত সংযুক্ত যেকোনো বস্তুর সহিত স্থায়ীভাবে সংযুক্ত যেকোনো বস্তুও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

[১][(১৬ক) প্রচলিত কোনো আইন, চুক্তি অথবা আদালতের রায়, ডিক্রি বা আদেশে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, দফা (১৬)তে বর্ণিত ভূমির সংজ্ঞার মধ্যে সকল প্রকার উন্মুক্ত বা বদ্ধ মৎস্য খামার অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে বা অন্তর্ভুক্ত হইবে মর্মে গণ্য হইবে;]

(১৭) “অকৃষি প্রজা” অর্থ এইরূপ প্রজা যিনি কৃষি বা ফলচাষের সহিত সম্পর্কিত নহে এইরূপ ভূমির অধিকারী থাকেন, কিন্তু যিনি চিরস্থায়ী ইজারা ব্যতীত, অন্য কোনো প্রকার ইজারাসূত্রে ভূমি ও উহার উপর নির্মিত ইমারত ও প্রয়োজনীয় সংলগ্ন স্থান অধিকারে রাখেন এইরূপ ব্যক্তি ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন না;

(১৮) “প্রজ্ঞাপন” অর্থ সরকারি গেজেটে প্রকাশিত প্রজ্ঞাপন;

[২][(১৮ক) “ফলবাগান” অর্থ মানুষের প্রচেষ্টায় সৃষ্ট ফল গাছের বাগান এবং নারিকেল, সুপারি ও আনারসের বাগান ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;]

(১৯) “নির্ধারিত” অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত;

(২০) “স্বত্বাধিকারী” অর্থ এইরূপ কোনো ব্যক্তি যিনি ট্রাস্ট অথবা তাহার নিজের কল্যাণে কোনো সম্পত্তি বা সম্পত্তির অংশ-বিশেষের মালিকানায় থাকেন;

(২১) “নিবন্ধিত” অর্থ দলিল নিবন্ধনের জন্য বলবৎ কোনো আইনের অধীন নিবন্ধিত;

(২২) “খাজনা” অর্থ প্রজা কর্তৃক ভূমি ব্যবহার বা দখলে রাখিবার জন্য আইনানুগভাবে ভূ-স্বামীকে পরিশোধ বা অর্পণযোগ্য কোনো নগদ অর্থ বা অন্য কোনো কিছু;

১ দফা (১৬ক) পূর্বঙ্গ রাষ্ট্রীয় অধীগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব (দ্বিতীয় সংশোধনী) অধ্যাদেশ, ১৯৬০ (১৯৬০ সনের পূর্ব পাকিস্তান অধ্যাদেশ নং ১২) এর ধারা ৩ বলে সন্নিবেশিত।

২ দফা (১৮ক) পূর্ব বঙ্গ রাষ্ট্রীয় অধীগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব (সংশোধনী) অধ্যাদেশ, ১৯৫৮ (১৯৫৮ সনের পূর্ব বঙ্গ অধ্যাদেশ নং ৪৯) এর ধারা ৩ বলে সন্নিবেশিত।

(২৩) "খাজনা-গ্রহীতা" অর্থ কোনো স্বত্বাধিকারী বা রায়তিস্বত্বের অধিকারী, এবং কোনো রায়ত, অধীন রায়ত বা অকৃষি প্রজা যাহার ভূমি ইজারা প্রদান করা হইয়াছে এবং সেবা কার্য প্রদান করিবার বিনিময়ে কোনো ব্যক্তিকে নিষ্কর ভূমি প্রদানকারী উর্ধ্বতন স্বত্বাধিকারী ও ইহার অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু চিরস্থায়ী ব্যতীত অন্য কোনো প্রকারে যে ব্যক্তি তাহার এইরূপ অকৃষি জমি দণ্ডায়মান ইমারত ও তৎসংলগ্ন প্রয়োজনীয় জায়গাসহ স্থায়ীভাবে ইজারা প্রদান করিয়াছেন, তিনি ইহার অন্তর্ভুক্ত নহেন;

(২৪) "রাজস্ব কর্মকর্তা" অর্থ এই আইন অনুযায়ী বা এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি অনুসারে কোনো রাজস্ব কর্মকর্তার সকল বা যেকোনো কার্য সম্পাদন করিবার উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত কোনো কর্মকর্তা;

(২৫) "স্বাক্ষরিত" অর্থে "চিহ্নিত" অন্তর্ভুক্ত হইবে, যেক্ষেত্রে চিহ্নটি প্রদানকারী ব্যক্তি স্বীয় নাম লিখিতে অক্ষম; ইহা উল্লিখিত ব্যক্তির নামসহ "সিল"কেও অন্তর্ভুক্ত করিবে;

(২৬) "উত্তরাধিকার" অর্থে উইলবিহীন ও উইলকৃত উভয়বিধ উত্তরাধিকার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(২৭) "প্রজা" অর্থ এইরূপ ব্যক্তি যিনি অপরের ভূমি ভোগদখল করেন এবং বিশেষ চুক্তির কারণে উক্ত ভূমির জন্য উক্ত ব্যক্তিকে খাজনা প্রদান করিতে বাধ্য থাকেন:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো ব্যক্তি যদি সাধারণভাবে প্রচলিত "আধি", "বর্গা" বা "ভাগ" পদ্ধতিতে অপরের জমি এই শর্তে চাষাবাদ করেন যে উক্ত ব্যক্তিকে উৎপাদিত ফসলের একটি অংশ প্রদান করিবেন, তাহা হইলে তিনি প্রজা নহেন, যদিনা-

(অ) উক্ত ব্যক্তিকে তাহার ভূ-স্বামী তৎকর্তৃক সম্পাদিত অথবা তাহার অনুকূলে সম্পাদিত এবং তৎকর্তৃক গৃহীত কোনো দলিলের মাধ্যমে তাহার কোনো প্রজা হিসাবে প্রত্যক্ষভাবে স্বীকৃতি প্রদান করেন; অথবা

(আ) দেওয়ানি আদালত কর্তৃক উক্ত ব্যক্তিকে প্রজা হিসাবে ঘোষণা করা হয় বা হইয়াছে;

(২৮) "মধ্যস্বত্ব" অর্থ মধ্যস্বত্বের অধিকারী বা অধীন মধ্যস্বত্বাধিকারীর অধিকার;

(২৯) "গ্রাম" অর্থ জেলা হিসাবে সংজ্ঞায়িত, জরিপকৃত এবং রেকর্ডভুক্ত এবং সরকার কর্তৃক বা সরকারের কর্তৃত্বাধীনে পরিচালিত জরিপে সুনির্দিষ্ট এবং পৃথক গ্রাম হিসাবে সীমানা চিহ্নিত ও জরিপকৃত এবং রেকর্ডভুক্ত এলাকা, এবং, যেখানে এইরূপ কোনো জরিপ করা হয় নাই, সেখানে রাজস্ব বোর্ডের অনুমোদনক্রমে কালেক্টর সাধারণ বা বিশেষ আদেশ জারির মাধ্যমে একটি গ্রাম ঘোষণা করিতে পারেন;

(৩০) “বৎসর” বা “কৃষি বৎসর” অর্থ পহেলা বৈশাখে শুরু হওয়া বাংলা সন; এবং

(৩১) এই আইনের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ ভাগে যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তিসমূহ ব্যবহৃত হইয়াছে, কিন্তু সংজ্ঞায়িত হয় নাই, এবং বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন, ১৮৮৫ বা সিলেট প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৩৬ এ ব্যবহৃত হইয়াছে, সেই সকল শব্দ ও অভিব্যক্তি উক্ত আইনসমূহ যে সকল এলাকায় প্রযোজ্য সেই এলাকাসমূহে একই অর্থে ব্যবহৃত হইবে।

[১][**২ক। অব্যাহতি।**—সরকার, জনস্বার্থে, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, এই আইনের বিধান অনুযায়ী কোনো স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অধিকার রহিয়াছে এইরূপ কোনো ভূমি বা ভূমিসমূহকে অধিগ্রহণ হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে।]

দ্বিতীয় ভাগ

দ্বিতীয় অধ্যায়

কতিপয় খাজনা-গ্রহীতার স্বার্থ অধিগ্রহণের নিমিত্ত বিশেষ বিধান

৩। কতিপয় খাজনা-গ্রহীতার স্বার্থ অধিগ্রহণ এবং উহার ফলাফল।—(১) এই আইন কার্যকর হইবার পর যেকোনো সময় সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত তারিখ (অতঃপর প্রজ্ঞাপিত তারিখ হিসাবে উল্লিখিত) হইতে সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা আইনসঙ্গত মর্মে বিবেচিত হইবে—

(অ) প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত কোনো জেলায় বা জেলার অংশে বা স্থানীয় এলাকায় অবস্থিত খাজনা-গ্রহীতার এস্টেট, তালুক,মধ্যস্বত্ব, জোত বা প্রজাস্বত্বে নিহিত সকল স্বার্থ, এবং

(আ) কোর্ট অব ওয়ার্ডস অ্যাক্ট, ১৮৭৯ এর অধীন কোর্ট অব ওয়ার্ডসের ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত খাজনা গ্রহীতার এস্টেট, তালুক, মধ্যস্বত্ব, জোত বা, ক্ষেত্রমত, প্রজাস্বত্ব,

এবং উক্ত এস্টেট, তালুক, মধ্যস্বত্ব, জোত বা, ক্ষেত্রমত, প্রজাস্বত্বের ভূ-নিম্নস্থ ও খনিজ সম্পদে নিহিত সকল স্বার্থ ও অধিকার।

(২) এই আইনের ধারা ২০ এর উপ-ধারা (২), (৩), (৪), (৫) ও (৬) এর বিধানাবলি সাপেক্ষে এস্টেট, তালুক, মধ্যস্বত্ব, জোত বা প্রজাস্বত্বে বিদ্যমান খাজনা-গ্রহীতার স্বার্থ সম্পর্কিত উপ-ধারা (১) অনুযায়ী প্রজ্ঞাপন জারির সঙ্গে সঙ্গে বা পরে যেকোনো সময়ে, সরকারি গেজেটে প্রকাশিত প্রজ্ঞাপনে নির্ধারিত তারিখ হইতে (অতঃপর প্রজ্ঞাপিত তারিখ হিসাবে উল্লিখিত) উল্লিখিত ধারা অনুযায়ী যে সকল জমি খাজনা-গ্রহীতা খাস দখলে রাখিতে পারেন না এইরূপ সকল বা যেকোনো জমি এবং এই উপ-ধারা অনুযায়ী তাহার খাস দখলীয় জমির যতটুকু অধিগ্রহণ করা হইয়াছে কিন্তু উপ-ধারা (৪) এর দফা (ক) অনুযায়ী সরকারের নিকট সমর্পিত হয় নাই, উহা দায়মুক্ত অবস্থায় চূড়ান্তরূপে সরকারের নিকট ন্যস্ত হইবে।

১ ধারা ২ক পূর্বঙ্গ রাষ্ট্রীয় অধীগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব (সংশোধনী) অধ্যাদেশ, ১৯৫৮ (১৯৫৮ সনের পূর্ব পাকিস্তান অধ্যাদেশ নং ৪৯) এর ধারা ৪ বলে দফা (৯ক) সন্নিবেশিত এবং বিদ্যমান দফা (৯ক(, (-খ) হিসাবে পুনঃসংখ্যায়িত।

[১][(২ক) এই ধারা অনুযায়ী জারিকৃত প্রজ্ঞাপনে খাজনা-গ্রহীতাগণের নাম, অথবা যে এলাকায় তাহাদের অধিকার রহিয়াছে উহা বা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোনো পদ্ধতিতে সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত বা বর্ণিত থাকিবে।]

(৩) উপ-ধারা (১) বা (২) এ উল্লিখিত প্রজ্ঞাপন নির্ধারিত ফরমে এবং নির্ধারিত তথ্য সংবলিত হইবে।

(৪) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত তারিখে এবং তারিখ হইতে—

(ক) খাস দখলীয় সকল সম্পত্তিসহ প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত এস্টেট, তালুক, মধ্যস্বত্ব, জোত বা প্রজাস্বত্বে নিহিত সকল অধিকার, উক্ত সকল এস্টেট, তালুক, মধ্যস্বত্ব, জোত বা প্রজাস্বত্বের ভূগর্ভস্থ সকল খনিজ অধিকার, অথবা উক্ত সকল এস্টেট, তালুক, মধ্যস্বত্ব, জোত বা প্রজাস্বত্বে খাজনা আদায়ের নিমিত্ত অফিস বা কাচারি হিসাবে ব্যবহৃত ইমারত অথবা ইমারতের অংশে বিদ্যমান খাজনা-গ্রহীতার স্বার্থ দায়মুক্তভাবে সরকারের নিকট চূড়ান্তরূপে ন্যস্ত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এই দফায় উল্লিখিত কোনো কিছুই সংশ্লিষ্ট খাজনা-গ্রহীতার বসতবাড়িতে অবস্থিত কোনো ইমারতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না;

(খ) উপ-ধারা (১) অনুযায়ী স্বার্থ অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে প্রজ্ঞাপিত তারিখে যে সকল বকেয়া খাজনা, কর ও উহার সুদ, যদি থাকে, বৈধভাবে খাজনা-গ্রহীতার নিকট কালেক্টরের পাওনা রহিয়াছে উহা আদায়যোগ্য হইবে এবং আদায়ের অন্যান্য পদ্ধতিকে ক্ষুণ্ন না করিয়া, ধারা ৫৮ অনুযায়ী যখন কালেক্টরের আদেশে তাহাকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইবে, তখন ক্ষতিপূরণের অর্থ হইতে বকেয়া খাজনা, কর এবং উহার সুদ বাবদ প্রাপ্য অর্থ কর্তন করিয়া রাখা হইবে;

(গ) উপ-ধারা (১) অনুযায়ী স্বার্থ অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে প্রজ্ঞাপিত তারিখে যে সকল বকেয়া খাজনা, কর এবং উহার সুদ, যদি থাকে, যাহা খাজনা-গ্রহীতার প্রাপ্য রহিয়াছে উহা উক্ত তারিখে তামাদি হইয়া না গিয়া থাকিলে সরকার কর্তৃক আদায়যোগ্য বলিয়া গণ্য হইবে এবং আদায়ের অন্যান্য পদ্ধতিকে ক্ষুণ্ন না করিয়া ধারা ৫৮ অনুযায়ী কালেক্টরের আদেশে যে ব্যক্তির উক্ত অর্থ পাওনা রহিয়াছে তাহাকে যখন ক্ষতিপূরণ (যদি পাওনা থাকে), প্রদান করা হইবে, তখন ক্ষতিপূরণের অর্থ হইতে বকেয়া খাজনা, কর এবং উহার সুদ বাবদ প্রাপ্য অর্থ কর্তন করিয়া রাখা হইবে;

১ উপ-ধারা (২ক) পূর্ব রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব (সংশোধনী) অধ্যাদেশ, ১৯৫৮ (১৯৫৮ সনের পূর্ব পাকিস্তান অধ্যাদেশ নং ৪৯) এর ধারা ৪ বলে সন্নিবেশিত।

(ঘ) উপ-ধারা (১) অনুযায়ী স্বার্থ অধিগ্রহণের লক্ষ্যে প্রজ্ঞাপিত তারিখে বেঙ্গল ইমব্যাংকমেন্ট অ্যাক্ট, ১৮৮২ বা ইস্ট বেঙ্গল ইমব্যাংকমেন্ট অ্যান্ড ড্রেইনেজ অ্যাক্ট, ১৯৫২ অনুযায়ী নির্ধারিত তারিখে খাজনা-গ্রহীতার নিকট যদি কোনো অর্থ বকেয়া থাকে অথবা ভবিষ্যতের কিস্তি পাওনা থাকে, তাহা হইলে আদায়ের অন্যান্য পদ্ধতিকে ক্ষুণ্ন না করিয়া ধারা ৫৮ অনুযায়ী যখন কালেক্টরের আদেশে তাহাকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইবে, তখন ক্ষতিপূরণের অর্থ হইতে উক্ত বকেয়া অর্থ এবং ভবিষ্যতের কিস্তির অর্থ কর্তন করিয়া রাখা হইবে;

[১][(ঘঘ) উপ-ধারা (১) অনুযায়ী স্বার্থ অধিগ্রহণের লক্ষ্যে প্রজ্ঞাপিত তারিখে বঙ্গীয় কৃষি আয়কর আইন, ১৯৪৪ অনুযায়ী যদি খাজনা-গ্রহীতার নিকট কোনো বকেয়া কৃষি-আয়কর সরকারের পাওনা থাকে, তাহা হইলে আদায়ের অন্যান্য পদ্ধতিকে ক্ষুণ্ন না করিয়া, ধারা ৫৮ অনুযায়ী যখন কালেক্টরের আদেশে তাহাকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইবে, তখন ক্ষতিপূরণের অর্থ হইতে উক্ত বকেয়া অর্থ কর্তন করিয়া রাখা হইবে;]

(ঙ) যে সকল প্রজা উপ-ধারা (১) অনুযায়ী প্রজ্ঞাপিত তারিখে উল্লিখিত এস্টেট, তালুক, মধ্যস্বত্ব, জোত বা প্রজাস্বত্বের ভূমি খাজনা-গ্রহীতার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে রক্ষণাবেক্ষণ করিত তাহারা প্রত্যক্ষভাবে সরকারের প্রজা মর্মে গণ্য হইবেন এবং খাজনা প্রদানযোগ্য ভূমি অধিকারে অথবা দখলে রাখিবার নিমিত্ত প্রচলিত হারে সরকারকে খাজনা প্রদান করিবে এবং অন্য কোনো ব্যক্তিকে নহে:

তবে শর্ত থাকে যে, যেক্ষেত্রে পূর্ব বঙ্গ রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব (সংশোধনী) অধ্যাদেশ, ১৯৫৭ কার্যকর হইবার পূর্বে ধারা ৪৩ এর উপ-ধারা (২) অনুযায়ী এস্টেট, তালুক, মধ্যস্বত্ব, জোত বা প্রজাস্বত্বে নিহিত খাজনা-গ্রহীতার স্বার্থের ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণী চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া কোনো প্রজ্ঞাপন জারি করা হয় নাই, সেইক্ষেত্রে এই সকল এস্টেট, তালুক, মধ্যস্বত্ব, জোত বা প্রজাস্বত্বের অধিকারী খাজনা-গ্রহীতার সরাসরি অধীন প্রজা, নিষ্কর ভূমি ব্যতীত, উক্ত সকল ভূমি অধিকারে রাখিবার জন্য ধারা ১৯ এর উপ-ধারা (৩) অনুযায়ী চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত ও ধারা ৫৩ অনুযায়ী সংশোধনকৃত খতিয়ানে নির্ধারিত হারে খাজনা প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন;

(চ) উপ-ধারা (২) অনুযায়ী যে সকল খাসজমি অধিগ্রহণ করা হয় নাই সেই সকল জমি খাজনা-গ্রহীতাগণ সরকারের প্রত্যক্ষ প্রজা হিসাবে দখলে রাখিবার অধিকারী হইবেন এবং ধারা ৫ অনুযায়ী নির্ধারিত খাজনা সরকারকে প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন;

২ দফা (ঘঘ) পূর্ব বঙ্গ রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব (দ্বিতীয় সংশোধনী) অধ্যাদেশ, ১৯৫৯ (১৯৫৯ সনের পূর্ব পাকিস্তান অধ্যাদেশ নং ৪৯) এর ধারা ৪ বলে সন্নিবেশিত।

[১][(চচ) সিলেট জেলা ব্যতীত অন্যান্য জেলার ক্ষেত্রে ধারা ১৯ এর উপ-ধারা (৩) অনুযায়ী খতিয়ান চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত বা, ক্ষেত্রমত, ধারা ৫ অনুযায়ী খাজনা নির্ধারিত না হওয়া পর্যন্ত, দফা (ঙ) এর শর্তাংশে ও দফা (চ) এ বর্ণিত প্রজাগণ [২][চতুর্থ অধ্যায়ের অধীন প্রণীত বিধি অনুযায়ী প্রাথমিক খাজনার বিবরণীতে প্রদর্শিত হারে সরকারকে খাজনা প্রদান করিবেন, এবং সিলেট জেলার ক্ষেত্রে দফা (ঙ) এর শর্তাংশে উল্লিখিত প্রজাগণ সিলেট প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৩৬ বা আসাম ল্যান্ড অ্যান্ড রেভিনিউ রেগুলেশন, ১৮৮৬ বা পূর্ব বঙ্গ রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০ অনুযায়ী সত্যায়িত খসড়া খতিয়ানের উপর ভিত্তি করিয়া প্রণীত সাময়িক খাজনার বিপরীতে প্রদর্শিত হারে সরকারকে খাজনা প্রদান করিবেন এবং (চ) দফায় বর্ণিত প্রজাগণকে ধারা ৫ ও তদানুযায়ী প্রণীত বিধি অনুসারে নির্ধারিত হারে সরকারকে খাজনা প্রদান করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, যেক্ষেত্রে ধারা ১৯ এর উপ-ধারা (৩) অনুযায়ী চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত খতিয়ানে হ্রাসকৃত হারে বা বর্ধিত হারে উক্ত খাজনা প্রদর্শিত হয় বা ধারা ৫ অনুযায়ী হ্রাসকৃত হারে বা বর্ধিত হারে নির্ধারিত হয় বা ধারা ৫৩ অনুযায়ী উক্ত খাজনার পরিমাণ হ্রাস বা বৃদ্ধি পায়, সেইক্ষেত্রে উক্ত প্রজা প্রজ্ঞাপিত তারিখ হইতে পূর্বে প্রদত্ত খাজনার পরিমাণ কম হইলে নির্ধারিত খাজনার বকেয়া অংশ প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন এবং অধিক হইলে অতিরিক্ত খাজনা ভবিষ্যতে প্রদত্ত খাজনার সহিত সমন্বয় করিবার অধিকারী হইবেন;]

(ছ) [৩][দফা (ঙ), (চ) ও (চচ)] অনুযায়ী প্রদানযোগ্য বকেয়া খাজনা [৩][আদায়ের অন্যান্য পদ্ধতিকে ক্ষুণ্ন না করিয়া] বেঙ্গল পাবলিক ডিমান্ডস রিকোভারি অ্যাক্ট, ১৯১৩ অনুযায়ী আদায়যোগ্য হইবে;

(জ) দফা (ঙ) অনুযায়ী যে মধ্যস্বত্ব সম্পূর্ণরূপে ও সরাসরি সরকারের অধীন স্থানান্তরিত হইয়াছে উহা বঙ্গীয় ভূমি রাজস্ব বিক্রয় আইন, ১৮৬৮ এর ধারা ১-এ সংজ্ঞায়িত মধ্যস্বত্ব বলিয়া গণ্য হইবে।

[১][(৪ক) আপাতত বলবৎ অন্যান্য আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সিলেট জেলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য উপ-ধারা (৪) এর দফা (ঙ), (চ) এবং (চচ) অনুযায়ী প্রদেয় বকেয়া খাজনা আদায় করিবার ক্ষেত্রে তামাদি হইবার সময়সীমা খাজনা গ্রহণের অধিকার অধিগ্রহণের তারিখ হইতে ২৪ মাস বাদ দিয়া গণনা করিতে হইবে।]

---

১ শর্তাংশসহ দফা (চচ) পূর্ব বঙ্গ রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব (দ্বিতীয় সংশোধনী) অধ্যাদেশ, ১৯৫৮ (১৯৫৮ সনের পূর্ব পাকিস্তান অধ্যাদেশ নং ৪৪) এর ধারা ৫ বলে সন্নিবেশিত।

২ "চতুর্থ অধ্যায়ের অধীন" শব্দ, সংখ্যা এবং কোলনের পরিবর্তে স্কোয়্যারের মধ্যে শব্দ, সংখ্যা, বন্ধনি, কমা, সেমিকোলন পূর্ব বঙ্গ রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব (দ্বিতীয় সংশোধনী) অধ্যাদেশ, ১৯৫৯ (১৯৫৯ সনে পূর্ব পাকিস্তান অধ্যাদেশ নং ৪) এর ধারা ৩ বলে প্রতিস্থাপিত।

(৫) বিদায়ী খাজনা-গ্রহীতাগণ, যাহাদের স্বার্থ এই ধারা অনুযায়ী অধিগ্রহণ করা হইয়াছে, এই আইনে উল্লিখিত ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তির অধিকারী হইবেন।

[২][**৩ক। প্রজ্ঞাপন জারির পূর্বে বিবরণী দাখিলের নোটিশ।**—ধারা ৩ অনুযায়ী কোনো এস্টেট, তালুক, মধ্যস্বত্ব, জোত বা প্রজাস্বত্ব অথবা খাস দখলীয় ভূমিতে বিদ্যমান খাজনা-গ্রহীতার স্বার্থ অধিগ্রহণের উদ্দেশ্যে রাজস্ব কর্মকর্তা উক্ত ধারার উপ-ধারা (১) বা উপ-ধারা (২) অনুযায়ী উক্ত অধিকার অথবা ভূমি সম্পর্কিত প্রজ্ঞাপন জারি করিবার পূর্বে যেকোনো সময়ে নির্ধারিত উপায়ে খাজনা-গ্রহীতার উপর নোটিশ জারির মাধ্যমে নোটিশ জারির ষাট দিনের কম নহে এইরূপ নির্ধারিত সময়ে ও নির্ধারিত ফরমে নোটিশের নির্দেশ মোতাবেক নিম্নরূপ সকল বা যেকোনো তথ্য সংবলিত একটি বিবরণী দাখিল করিবার জন্য আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন:-

(অ) খাজনা-গ্রহীতা কর্তৃক অধিকৃত এস্টেট, তালুক, মধ্যস্বত্ব, জোত ও প্রজাস্বত্বের মোট পরিমাণ এবং বর্ণনা ও বার্ষিক রাজস্ব খাজনা ও করসমূহ যাহা তিনি তাহার ভূমির তাৎক্ষণিক ঊর্ধ্বতন ভূমি মালিককে বা, ক্ষেত্রমত, সরকারকে প্রদান করিতেন উহার মোট পরিমাণ ও বিবরণ;

(আ) যে গ্রাম, থানা এবং জেলায় এস্টেট, তালুক, মধ্যস্বত্ব, জোত বা প্রজাস্বত্বের ভূমি অবস্থিত উহার নাম ও ইহার সহিত তাৎক্ষণিক পূর্ববর্তী অনধিক পাঁচ বৎসর সময়ের জন্য ব্যবহৃত খাজনা আদায়পত্রের তালিকা;

(ই) খাজনা-গ্রহীতার খাস দখলীয় সকল ভূমি যে গ্রাম এবং যে থানায় অবস্থিত তাহার নামসহ ভূমির পরিমাণ, বর্ণনা ও শ্রেণিবিন্যাস;

(ঈ) উক্ত এস্টেট, তালুক, মধ্যস্বত্ব, জোত ও প্রজাস্বত্বের অন্যান্য সহ-অংশীদারগণ যাহারা যৌথভাবে খাজনা আদায় করিতেন তাহাদের নাম এবং নির্ধারিত অংশসমূহের বিবরণ; এবং

(উ) এইরূপ অন্যান্য তথ্য যাহা রাজস্ব কর্মকর্তা প্রয়োজন মনে করেন।]

৪। বিবরণী দাখিলের নোটিশ প্রদান ও নির্দেশ পালন না করিবার দণ্ড।—(১) ধারা ৩ এর উপ-ধারা (১) অনুযায়ী প্রজ্ঞাপন প্রকাশনার পর, যথাশীঘ্র সম্ভব, রাজস্ব কর্মকর্তা নির্ধারিত পন্থায় খাজনা-গ্রহীতা যাহার সম্পত্তি কোর্ট অব ওয়ার্ডস অ্যাক্ট, ১৮৭৯ অনুযায়ী কোর্ট অব ওয়ার্ডস এর পরিচালনাধীন রহিয়াছে তিনি ব্যতীত প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত প্রত্যেক খাজনা-গ্রহীতাকে, নোটিশ জারির মাধ্যমে, দাখিল করিবার জন্য নির্দেশ দান করিতে পারেন,—

[১]"দফা (ঙ), (চ) এবং (চচ)" শব্দ, বন্ধনি, কমা এবং অক্ষরসমূহ ১৯৫৮ সনের পূর্ব পাকিস্তান অধ্যাদেশ নং ৪৪ এর ধারা ৫(৩) বলে "দফা (ঙ) এবং (চ)" শব্দ, বন্ধনি এবং অক্ষরসমূহের স্থলে প্রতিস্থাপিত।

(ক) নির্ধারিত ফরমে একটি বিবরণী যাহাতে প্রদর্শিত হইবে—

(অ) উক্ত প্রজ্ঞাপন দ্বারা যে সকল এস্টেট, তালুক, মধ্যস্বত্ব, জোত বা প্রজাস্বত্বে তাহার স্বার্থ অধিগ্রহণ করা হইয়াছে উহার মোট পরিমাণ ও বর্ণনা এবং উহার বার্ষিক খাজনা ও কর, যাহা তিনি ভূমির উর্ধ্বতন ভূস্বামী অথবা, ক্ষেত্রমত, সরকারকে প্রদান করিতেন, উহার বর্ণনা,

(আ) যে গ্রাম, থানা ও জেলায় এস্টেট, তালুক, মধ্যস্বত্ব, জোত বা প্রজাস্বত্বের ভূমি অবস্থিত উহার নাম এবং প্রত্যেক গ্রামের খাজনা ও কর বাবদ মোট বার্ষিক পাওনার পরিমাণ ও পাওনার সমর্থনে আদায়পত্রের তালিকা,

(ই) তাহার খাস দখলীয় ভূমির পরিমাণ এবং বর্ণনা, এবং

(ঈ) উক্ত এস্টেট, তালুক, মধ্যস্বত্ব জোত বা প্রজাস্বত্বের খাজনা-গ্রহীতার সহিত যৌথভাবে খাজনা আদায়কারী সহ-অংশীদারগণের নাম ও তাহাদের নির্ধারিত অংশসমূহ, এবং

(খ) রাজস্ব কর্মকর্তার প্রয়োজন অনুযায়ী অন্যান্য তথ্য, কাগজপত্র বা দলিলপত্র,

এবং নোটিশে উল্লিখিত কর্মকর্তার নিকট নোটিশ জারির ষাট দিনের কম নহে এইরূপ সময়ের মধ্যে উক্ত এস্টেট, তালুক, মধ্যস্বত্ব, জোত বা প্রজাস্বত্ব সংক্রান্ত সেরেস্তার সকল কাগজপত্র হস্তান্তর করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, ধারা ৩ক অনুযায়ী নোটিশের পরিপ্রেক্ষিতে যে সকল বিবরণ দাখিল করা হইয়াছে রাজস্ব কর্মকর্তা যদি উহা সঠিকভাবে প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে খাজনা-গ্রহীতাকে আর বিবরণী দাখিল করিতে হইবে না।

(২) উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত কাগজপত্র গ্রহণকারী কর্মকর্তা হস্তান্তরিত কাগজপত্রের জন্য রশিদ প্রদান করিবেন।

(৩) যৌথভাবে আদায়কারী সকল সহ-অংশীদার যৌথভাবে অধিকৃত এস্টেট, তালুক, মধ্যস্বত্ব, জোত বা প্রজাস্বত্ব সংক্রান্ত এই ধারার উপ-ধারা (১) অথবা ধারা ৩ক অনুযায়ী নোটিশে প্রদত্ত নির্দেশসমূহ পালন করিবার জন্য যৌথভাবে ও আলাদাভাবে দায়ী থাকিবেন।

(৪) কোনো ব্যক্তি যাহাকে এই ধারার উপ-ধারা (১) অথবা ধারা ৩ক অনুযায়ী নোটিশ প্রদান করা হইয়াছে, তিনি যদি নোটিশে উল্লিখিত সময় বা রাজস্ব কর্মকর্তা কর্তৃক তাহার স্বেচ্ছামূলক ক্ষমতাবলে মঞ্জুরীকৃত অতিরিক্ত সময়ের মধ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে উক্ত নোটিশে উল্লিখিত এস্টেট, তালুক, মধ্যস্বত্ব, জোত বা প্রজাস্বত্ব সংক্রান্ত সকল বা যে কোনো নির্দেশ পালনে ব্যর্থ হইয়া থাকেন, ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল তথ্য পরিবেশন করেন বা কোনো তথ্য, কাগজপত্র বা দলিল গোপন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে—

(ক) উক্ত খেলাপি ব্যক্তিকে শুনানির সুযোগ প্রদান করিয়া রাজস্ব কর্মকর্তা কর্তৃক ধার্যকৃত জরিমানার দায়ে দায়ী হইবেন, যাহা—

(অ) রাজস্ব প্রদানের আওতাভুক্ত এস্টেটের বা খাজনা প্রদানের আওতাভুক্ত তালুক, মধ্যস্বত্ব, জোত বা প্রজাস্বত্বের ক্ষেত্রে অবস্থাভেদে এস্টেটের বার্ষিক রাজস্ব অথবা তালুক, মধ্যস্বত্ব, জোত বা প্রজাস্বত্বের বার্ষিক খাজনার পাঁচ গুণ পর্যন্ত হইতে পারে, এবং

(আ) রাজস্বমুক্ত এস্টেটের বা খাজনামুক্ত তালুক, মধ্যস্বত্ব, জোত বা প্রজাস্বত্বের ক্ষেত্রে রাজস্ব কর্মকর্তা তাহার স্বেচ্ছামূলক ক্ষমতাবলে দুই হাজার পাঁচশত টাকার অধিক নহে এইরূপ যেকোনো পরিমাণ পর্যন্ত অর্থ ধার্য করিতে পারিবেন; এবং

(খ) এতদ্ব্যতীত, রাজস্ব কর্মকর্তা কর্তৃক নির্দেশিত হইলে তিনি ধারা ৬ অনুযায়ী অন্তর্বর্তীকালীন প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত হইতে পারেন।

(৫) (ক) উপ-ধারা (১) অনুযায়ী যাহার উপর নোটিশ জারি করা হইয়াছে উক্ত খাজনা-গ্রহীতা নোটিশে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে বা রাজস্ব কর্মকর্তা কর্তৃক তাহার স্বেচ্ছামূলক ক্ষমতাবলে মঞ্জুরীকৃত অতিরিক্ত সময়ের মধ্যে যদি নোটিশে উল্লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী তাহার এস্টেট, তালুক, মধ্যস্বত্ব, জোত বা প্রজাস্বত্ব সংক্রান্ত সেরেস্তার কাগজপত্র হস্তান্তর করিতে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে রাজস্ব কর্মকর্তা বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোনো ব্যক্তি প্রয়োজন মনে করিলে যেকোনো ভূমিতে বা ইমারতে, যেখানে উক্ত সকল কাগজপত্র পাওয়া যাইবে বলিয়া রাজস্ব কর্মকর্তার বিশ্বাস করিবার কারণ রহিয়াছে, সেখানে প্রবেশ করিতে পারিবেন এবং উক্ত এস্টেট, তালুক, মধ্যস্বত্ব জোত বা প্রজাস্বত্ব ব্যবস্থাপনা করিবার জন্য যে সকল কাগজপত্র প্রয়োজন বলিয়া তিনি বিবেচনা করিবেন সেই সকল কাগজপত্র জব্দ করিতে এবং দখলে গ্রহণ করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, রাজস্ব কর্মকর্তা অথবা অনুরূপ অন্য কোনো ব্যক্তি ভবন সংলগ্ন সংযুক্ত প্রাঙ্গণ অথবা বাগানে, উক্ত প্রাঙ্গণ বা বাগানের বাসিন্দা অথবা দখলদারের সম্মতি ব্যতীত, বা যদি উক্ত সম্মতি দান করিতে অস্বীকার করা হয়, তাহা হইলে উক্ত বাসিন্দা অথবা দখলদারকে তাহার উদ্দেশ্য সংবলিত দুই ঘন্টার লিখিত নোটিশ প্রদান ব্যতীত, প্রবেশ করিবেন না:

আরও শর্ত থাকে যে, এই উপ-ধারা অনুযায়ী যে সকল কাগজপত্র রাজস্ব কর্মকর্তা অথবা অন্য কোনো ব্যক্তি কর্তৃক দখল গ্রহণ করা হইবে তাহার একটি তালিকা রাজস্ব কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট খাজনা-গ্রহীতাকে প্রদান করিবেন।

(খ) উপ-ধারা (৪) এর বিধানকে ক্ষুণ্ন না করিয়া, এই উপ-ধারার বিধানসমূহ প্রযোজ্য হইবে।

(৬) খাজনা-গ্রহীতা যে এস্টেট, তালুক, মধ্যস্বত্ব, জোত বা প্রজাস্বত্ব সংক্রান্ত সেরেস্তার কাগজপত্র উপ-ধারা (১) অনুযায়ী সরকারের কোনো কর্মকর্তার নিকট হস্তান্তর করিয়াছেন, তিনি বা উক্ত এস্টেট, তালুক,মধ্যস্বত্ব, জোত বা প্রজাস্বত্বের সহিত অধিকার সংশ্লিষ্ট যেকোনো ব্যক্তি নির্ধারিত পদ্ধতিতে উক্ত কাগজপত্র পরিদর্শন করিবার অধিকারী হইবেন ও নির্ধারিত ফিস প্রদান করিয়া উক্ত কাগজপত্রের অনুলিপি প্রাপ্তির অধিকারী হইবেন।

৫। খাজনা-গ্রহীতার খাসজমির খাজনা নির্ধারণ।—ধারা ৩ এর উপ-ধারা (১) অনুযায়ী প্রজ্ঞাপন জারি হইবার পর, রাজস্ব কর্মকর্তা, যথাশীঘ্র সম্ভব, ধারা ২৩, ২৪, ২৫, ২৫ক, ২৬, ২৭ এবং ২৮ এ বর্ণিত বিধান অনুযায়ী প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত ও প্রজ্ঞাপনের সহিত সম্পর্কিত এস্টেট, তালুক, মধ্যস্বত্ব, জোত বা প্রজাস্বত্বসমূহে অবস্থিত সকল খাজনা-গ্রহীতার খাস দখলীয় প্রত্যেক ভূমি খণ্ডের খাজনা নির্ধারণ করিবেন।

৬। অন্তর্বর্তীকালীন অর্থ প্রদান।—(১) ধারা ৩ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো এস্টেট, তালুক, মধ্যস্বত্ব, জোত বা প্রজাস্বত্বে কোনো খাজনা-গ্রহীতার স্বার্থ অধিগ্রহণ করা হইলে তিনি প্রজ্ঞাপনের তারিখ হইতে নির্ধারিত সময় ও নির্ধারিত পদ্ধতিতে তাহার উক্তরূপ স্বার্থের জন্য তাহার এস্টেট, তালুক, মধ্যস্বত্ব, জোত বা প্রজাস্বত্বসমূহ যাহাই হউক, উহা হইতে খাজনা ও কর বাবদ বার্ষিক যে মোট আয় হইত, অন্তর্বর্তীকালে তিনি উহার এক তৃতীয়াংশ পাইবেন।

(২) কোনো খাজনা-গ্রহীতা যাহার খাসজমি ধারা ৩ এর উপ-ধারা (২) অনুযায়ী অধিগ্রহণ করা হইয়াছে, তিনি প্রজ্ঞাপিত তারিখ হইতে নির্ধারিত সময় ও পদ্ধতিতে ধারা ৩৯ এর উপ-ধারা (১) এ প্রাপ্য ক্ষতিপূরণের পাঁচ শতাংশ হারে অর্থ বার্ষিক অন্তর্বর্তীকালীন পাওনা হিসাবে প্রাপ্তির অধিকারী হইবেন এবং উক্তরূপ ভূমির ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে এই ধারার উপ-ধারা (২) (৩) ও (৪) এর বিধানসমূহ প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাপেক্ষে প্রযোজ্য হইবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এর উদ্দেশ্যে কোনো এস্টেট, তালুক, মধ্যস্বত্ব, জোত বা প্রজাস্বত্বের কোনো বৎসরের প্রকৃত আয় নিরূপণ করিবার সময় উক্ত এস্টেট, তালুক, মধ্যস্বত্ব, জোত বা প্রজাস্বত্ব হইতে সরকার ধারা ৩ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন অধিগ্রহণের পরিপ্রেক্ষিতে খাজনা ও কর বাবদ মোট যে পরিমাণ টাকা আদায় করিয়াছেন উহা হইতে নিম্নরূপ অর্থসমূহ বাদ দেওয়া হইবে-

(ক) প্রজ্ঞাপিত তারিখের অব্যবহিত পূর্বে সরকার বা ঊর্ধ্বতন ভূ-স্বামীকে উক্ত সকল স্বত্বের জন্য বার্ষিক রাজস্ব বা খাজনা এবং কর হিসাবে যে পরিমাণ অর্থ প্রদান করিবার নিমিত্ত নির্ধারণ করা হইত বা হয় সেই পরিমাণ অর্থ;

(খ) ধারা ৩ এর বিধানসমূহ প্রযোজ্য না হইলে বঙ্গীয় কৃষি আয়কর আইন, ১৯৪৪ বা আয়কর আইন, ১৯২২ অনুযায়ী উক্ত আদায়ের উপর যে পরিমাণ খাজনা ধার্য করা হইত, তাহার গড় হারের সমপরিমাণ অর্থ;

(গ) বিদায়ী খাজনা-গ্রহীতা যদি আইনানুগভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করিতে বাধ্য থাকিতেন, তাহা হইলে উক্ত এস্টেট, তালুক, মধ্যস্বত্ব, জোত বা প্রজাস্বত্বের সেচ অথবা সুরক্ষামূলক কাজের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হইত, সেই পরিমাণ অর্থ; এবং

(ঘ) কালেকশন চার্জ বাবদ মোট আদায়ের শতকরা অনধিক বিশ ভাগ পরিমাণ অর্থ।

ব্যাখ্যা।—এই উপ-ধারায় "গড় হার" বলিতে বঙ্গীয় কৃষি আয়কর আইন, ১৯৪৪ বা আয়কর আইন, ১৯২২ এর বিধান অনুযায়ী প্রজ্ঞাপিত তারিখের পূর্বে শেষ বারের মত নির্ধারিত খাজনার গড় হারকে বুঝাইবে।

(৪) উপ-ধারা (৩) অনুযায়ী কর্তনের পরিমাণ নির্ধারণে রাজস্ব কর্মকর্তা সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে প্রণীত বিধি দ্বারা পরিচালিত হইবেন।

[১][(৪ক) উপ-ধারা (১), (৩) এবং (৪) এ ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকার নির্ধারিত সময়ে ও পদ্ধতিতে উক্তরূপ যেকোনো খাজনা-গ্রহীতাকে যে বৎসরের বাবদ উপ-ধারা (১) অনুযায়ী অন্তর্বর্তীকালীন অর্থ পাওনা ছিল কিন্তু উক্ত উপ-ধারা অনুযায়ী উহা প্রদান করা হয় নাই, উক্ত উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত অন্তর্বর্তীকালীন অর্থ প্রদানের পরিবর্তে ধারা ৪২ এর অধীন চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণীতে, ধারা ৫৪ এর অধীন সংশোধন সাপেক্ষে, ধারা ৩৫ বা ৩৬ এর অধীন নির্ধারিত উক্তরূপ স্বত্বের প্রকৃত আয়ের এক ষষ্ঠাংশ হারে নগদ অর্থ প্রদান করিতে পারিবেন।]

(৫) এই ধারার কোনো কিছুই ওয়াকফ, ওয়াকফ-আল আওলাদ, দেবোত্তর বা অন্য কোনো ট্রাস্টের অধীন কোনো এস্টেট, তালুক,মধ্যস্বত্ব, জোত, প্রজাস্বত্ব বা ভূমির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

[২][**৬ক। ট্রাস্ট সম্পত্তির ক্ষেত্রে অন্তর্বর্তীকালীন অর্থ প্রদান।**—(১) যে খাজনা-গ্রহীতার ওয়াকফ, ওয়াকফ-আল আওলাদ, দেবোত্তর বা অন্য কোনো ট্রাস্টের অধীন এস্টেট, তালুক, মধ্যস্বত্ব, জোত বা প্রজাস্বত্বে বিদ্যমান স্বার্থ ধারা ৩ এর উপ-ধারা (১) অনুযায়ী অধিগ্রহণ করা হইয়াছে তিনি প্রজ্ঞাপিত তারিখ হইতে নির্ধারিত সময়ে ও পদ্ধতিতে উক্ত সম্পত্তি সম্পর্কিত বার্ষিক অন্তর্বর্তীকালীন আর্থিক সুবিধা হিসাবে নিম্নবর্ণিত নগদ অর্থ প্রাপ্তির অধিকারী হইবেন-

(ক) এস্টেট, তালুক, মধ্যস্বত্ব, জোত বা প্রজাস্বত্বের প্রকৃত আয়ের যতটুকু ব্যক্তিগত আর্থিক সুবিধা সংরক্ষণ ব্যতীত, দাতব্য এবং ধর্মীয় উদ্দেশ্যে উৎসর্গ এবং প্রয়োগ করা হইয়াছে উহার সমপরিমাণ বার্ষিক বৃত্তি;

(খ) দফা (ক) অনুযায়ী বার্ষিক বৃত্তি বাদ দেওয়ার পর উক্ত এস্টেট, তালুক, মধ্যস্বত্ব, জোত বা প্রজাস্বত্বের প্রকৃত আয়ের যে অংশ অবশিষ্ট থাকে, সেই প্রকৃত আয়ের অংশ বাবদ ধারা ৩৭ এর উপ-ধারা (১) অনুযায়ী যতটুকু ক্ষতিপূরণ পাওয়া যাইবে উহার তিন শতাংশ হারে নির্ধারিত অর্থ।

(২) ধারা ৩৭ এর উপ-ধারা (৩) অনুযায়ী যে পদ্ধতিতে স্থায়ী বার্ষিক বৃত্তি নির্ধারিত হয় সেই একই পদ্ধতিতে উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) এ উল্লিখিত বার্ষিক বৃত্তির পরিমাণ নির্ধারিত হইবে এবং উক্ত অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রে ধারা ৫৮ এর উপ-ধারা (৪) এবং ধারা ৫৯ এর উপ-ধারা (৪) এর বিধান প্রযোজ্য হইবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এর দফা (খ) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ধারা ৬ এর উপ-ধারা (৩) ও (৪) এ উল্লিখিত পদ্ধতিতে প্রকৃত আয় নির্ধারণ করা হইবে।

১ ধারা ৪ক পূর্ব বঙ্গ রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব (দ্বিতীয় সংশোধনী) অধ্যাদেশ, ১৯৬১ (১৯৬১ সনের পূর্ব পাকিস্তান অধ্যাদেশ নং ১৪) এর ধারা ৩ বলে সন্নিবেশিত।

১। ধারা ৬ক পূর্ব বঙ্গ রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব (দ্বিতীয় সংশোধনী) আইন, ১৯৫২ (১৯৫২ সনের পূর্ব বঙ্গ আইন নং ৬) এর ধারা ৯ বলে সন্নিবেশিত।

(৪) যে খাজনা-গ্রহীতার ওয়াকফ, ওয়াকফ-আল আওলাদ, দেবোত্তর বা অন্য কোনো ট্রাস্টের অধীন খাসজমি ধারা ৩ এর উপ-ধারা (২) অনুযায়ী অধিগ্রহণ করা হইয়াছে, তিনি প্রজ্ঞাপিত তারিখ হইতে নির্ধারিত সময়ে ও নির্ধারিত পদ্ধতিতে উক্ত সম্পত্তি সম্পর্কিত বার্ষিক অন্তর্বর্তীকালীন সুবিধা হিসাবে নিম্নরূপ নগদ অর্থ প্রাপ্তির অধিকারী হইবেন:-

(ক) ভূমির প্রকৃত আয়ের যতটুকু ব্যক্তিগত আর্থিক সুবিধা সংরক্ষণ ব্যতীত দাতব্য এবং ধর্মীয় উদ্দেশ্যে উৎসর্গ এবং প্রয়োগ করা হইয়াছে ততটুকুর সমপরিমাণ বার্ষিক বৃত্তি; এবং

(খ) উক্ত ভূমির প্রকৃত আয়ের অবশিষ্ট অংশ বাবদ, যদি থাকে, ধারা ৩৯ এর উপ-ধারা (১) অনুযায়ী প্রদত্ত ক্ষতিপূরণের তিন শতাংশ হারে নির্ধারিত অর্থ এবং উক্ত অর্থ নির্ধারণের ক্ষেত্রে উক্ত ধারার উপ-ধারা (২), (৩) ও (৪) এর বিধানসমূহ প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাপেক্ষে প্রযোজ্য হইবে।

(৫) ধারা ৩৯ এর উপ-ধারা ১ (ক) অনুযায়ী যে পদ্ধতিতে স্থায়ী বার্ষিক বৃত্তি নির্ধারিত হয় সেই একই পদ্ধতিতে উপ-ধারা (৪) এর দফা (ক) এ উল্লিখিত বার্ষিক বৃত্তির পরিমাণ নির্ধারিত হইবে এবং উক্ত অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রে ধারা ৫৮ এর উপ-ধারা (৪) এবং ধারা ৫৯ এর উপ-ধারা (৪) এর বিধানসমূহ প্রযোজ্য হইবে।

৭। **আপিল।**—যদি কোনো ব্যক্তি ধারা ৪ এর উপ-ধারা (৪) অথবা ধারা ৫ এ প্রদত্ত রাজস্ব কর্মকর্তার কোনো আদেশ দ্বারা অথবা ধারা ৬ অথবা ৬ক অনুযায়ী রাজস্ব কর্মকর্তা কর্তৃক অন্তর্বর্তীকালীন নির্ধারিত অর্থ প্রদানের আদেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ হন, তাহা হইলে তিনি নির্ধারিত সময়ে ও পদ্ধতিতে নির্ধারিত ঊর্ধ্বতন রাজস্ব কর্তৃপক্ষের নিকট লিখিত আপিল পেশ করিতে পারিবেন এবং উক্ত কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত ও কেবল উক্ত সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে বর্ণিত এবং উক্ত ধারা ও উপ-ধারাসমূহের অধীন প্রদত্ত রাজস্ব কর্মকর্তার আদেশ চূড়ান্ত মর্মে গণ্য হইবে।

৮। **এই অধ্যায়ের অধীন আরোপিত জরিমানা পরিশোধ ও আদায়।**—এই অধ্যায়ের অধীন কোনো ব্যক্তিকে জরিমানা করা হইলে রাজস্ব কর্মকর্তা যে তারিখে জরিমানা করিয়া আদেশ প্রদান করেন সেই তারিখ হইতে ষাট দিনের মধ্যে বা যেক্ষেত্রে উক্তরূপ আদেশের বিরুদ্ধে ধারা ৭ অনুযায়ী কোনো আপিল দায়ের করা হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত আপিল নিষ্পত্তির তারিখ হইতে ষাট দিনের মধ্যে নির্ধারিত পদ্ধতিতে উহা পরিশোধ করিবেন এবং উক্তরূপভাবে উক্ত জরিমানার অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হইলে, উহা বেঙ্গাল পাবলিক ডিমান্ডস রিকোভারি অ্যাক্ট, ১৯১৩ এর অধীন সরকারি পাওনা হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।

৯। **[বিলুপ্ত]।**—[ইস্ট বেঙ্গাল স্টেট অ্যাকুইজিশন অ্যান্ড টেনেন্সি (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৬৪ (১৯৬৪ সনের ইস্ট পাকিস্তান অ্যাক্ট নং ১৭) এর ধারা ৩ দ্বারা ধারা ৯, ৯ক, ৯খ, ৯গ ও ৯ঘ বিলুপ্ত করা হয়।]

১০। **অন্তর্বর্তীকালীন অর্থ পরিশোধের ক্ষেত্রে ক্রোক হইতে অব্যাহতি।**—দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮ ও বেঙ্গাল পাবলিক ডিমান্ডস রিকোভারি অ্যাক্ট, ১৯১৩ এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ধারা ৬ এর উপ-ধারা (১) ও (২) বা ধারা ৬ক এর উপ-ধারা (১) বা (৪) অনুযায়ী বিদায়ী খাজনা গ্রহীতার নিকট

প্রদেয় অর্থ দেওয়ানি আদালতের কোনো ডিক্রি বা আদেশ অথবা বেঙ্গাল পাবলিক ডিমান্ডস রিকোভারি অ্যাক্ট, ১৯১৩ অনুযায়ী স্বাক্ষরিত সার্টিফিকেট জারি করিবার নিমিত্ত ক্রোক করা যাইবে না, যদিনা উক্ত ডিক্রি বা সার্টিফিকেট কোনো এস্টেট, তালুক, মধ্যস্বত্ব, জোত, প্রজাস্বত্ব বা ভূমির বকেয়া রাজস্ব, খাজনা অথবা কর আদায়ের নিমিত্ত দেওয়া হইয়া থাকে।

[১]**[১০ক। ওয়াকফ, ওয়াকফ-আল আওলাদ, দেবোত্তর অথবা অন্যান্য ধর্মীয় ট্রাস্টের অধীন কতিপয় খাজনা গ্রহণের অধিকার সম্পর্কিত বিশেষ বিধান।**—(১) ধারা ৩ এর উপ-ধারা (৪) এর দফা (ঙ) এবং (চচ) বা ধারা ৬ক এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই ধারার বিধানসমূহ সেই সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে যে সকল ক্ষেত্রে ওয়াকফ, ওয়াকফ-আল আওলাদ, দেবোত্তর অথবা অন্যান্য ধর্মীয় ট্রাস্টের অধীন খাজনা-গ্রহীতার স্বার্থ ধারা ৩ এর উপ-ধারা (১) বা (২) অনুযায়ী অধিগ্রহণ করা হইয়াছে, কিন্তু পূর্ব বঙ্গ রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব (সংশোধনী) অধ্যাদেশ, ১৯৬০ কার্যকর হইবার তারিখ পর্যন্ত উক্ত স্বত্বের অধীন ভূমি অধিকারে রাখিবার নিমিত্ত প্রজাগণের নিকট হইতে খাজনা অথবা কর আদায়ের মাধ্যমে বা অন্য কোনো পদ্ধতিতে সরকার উক্ত সকল সম্পত্তির উপর দখলের অধিকার প্রয়োগ করে নাই।

(২) উক্ত স্বার্থ অধিগ্রহণের তারিখ হইতে মোতাওয়াল্লি, সেবায়েত বা, ক্ষেত্রমত, ট্রাস্টি, উক্ত তারিখের অব্যবহিত পূর্বে অধিকৃত সম্পত্তি কৃষি সনের শেষ দিন, যে দিন ধারা ৪৩ এর উপ-ধারা (২) অনুযায়ী উক্ত স্বার্থ সম্পর্কিত ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণী চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া প্রজ্ঞাপন জারি হইয়াছে, সেই দিন পর্যন্ত বা উক্ত সম্পত্তিতে সরকার দখলের অধিকার প্রয়োগ না করা পর্যন্ত, যাহা পরে ঘটিবে, সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে পরিচালনা করিবেন বা পরিচালনা করিয়াছেন মর্মে গণ্য হইবে।

(৩) উক্ত মোতাওয়াল্লি, সেবায়েত অথবা ট্রাস্ট্রি সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে উপ-ধারা (৪) এ উল্লিখিত বিধান সাপেক্ষে ও উল্লিখিত হারে উক্ত সম্পত্তি সংশ্লিষ্ট প্রজা কর্তৃক প্রদত্ত সকল খাজনা এবং কর ও খাসজমির ফসলের ভাগ উক্ত স্বার্থ অধিগ্রহণের তারিখ হইতে কৃষি বৎসরের শেষ দিন পর্যন্ত বা উপ-ধারা (২) এ বর্ণিত দখলের অধিকার প্রয়োগ না করা পর্যন্ত, যাহা পরে ঘটিবে, আদায়ের অধিকারী হইবেন এবং তিনি ধারা ৬ক অনুযায়ী উক্ত সম্পত্তি সংশ্লিষ্ট অন্তর্বর্তীকালীন অর্থ প্রদান এবং তাহার মজুরির পরিবর্তে আদায়কৃত ফসলের বিক্রয়লব্ধ অর্থ এবং অন্যান্য আয় অধিকারে রাখিবেন এবং নিম্নরূপ অর্থের সমপরিমাণ অর্থ নির্ধারিত পদ্ধতিতে বার্ষিক হারে সরকারকে প্রদান করিবেন, যথা:-

(ক) যে পরিমাণ অর্থ উক্তরূপ অধিগ্রহণের অব্যবহিত পূর্বে বার্ষিক রাজস্ব বা খাজনা ও কর বাবদ সরকারকে অথবা, ক্ষেত্রমত, উর্ধ্বতন জমিদারকে প্রদানের নিমিত্ত কালেক্টর কর্তৃক নির্ধারিত হয় বা হইত, এবং

(খ) যে পরিমাণ অর্থ উক্ত স্বার্থ অধিগ্রহণ না করা হইলে বঙ্গীয় কৃষি আয়কর আইন, ১৯৪৪ অনুযায়ী উক্তরূপ স্বার্থ হইতে অর্জিত আয়ের উপর কর নির্ধারণযোগ্য হইত:

১ ধারা ১০ক পূর্ব বঙ্গ রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ত্ব (সংশোধনী) অধ্যাদেশ, ১৯৬০ (১৯৬০ সনের পূর্ব পাকিস্তান অধ্যাদেশ নং ১৪) এর ধারা ২ বলে সন্নিবেশিত।

তবে শর্ত থাকে যে,

(অ) কোনো মোতাওয়াল্লি, সেবায়েত অথবা ট্রাস্টি অস্থায়ী ইজারা ব্যতিরেকে অন্য কোনো পদ্ধতিতে খাস জমিতে নিহিত কোনো স্বার্থ হস্তান্তর বা দায় সৃষ্টি অথবা চার্জ সৃষ্টি করিবার অধিকারী হইবেন না; তবে উক্ত অস্থায়ী ইজারা যে বৎসর সৃষ্টি করা হইয়াছে সেই বৎসরের শেষ তারিখে এক বৎসরের অতিরিক্ত সময়ের জন্য একসঙ্গে প্রদান করা হইবে না; এবং কালেক্টরের পূর্বানুমতি ব্যতীত কালেক্টর কর্তৃক এইক্ষেত্রে নির্ধারিত শর্ত পালন ব্যতীত কোনো গাছ কাটা যাইবে না অথবা কোনো ইমারত ধ্বংস করা যাইবে না; এবং উক্তরূপ শর্তের পরিপন্থি কোনো হস্তান্তর বা দায় বা চার্জ সৃষ্টি করা হইলে অথবা কোনো ইজারা দেওয়া হইলে উহা বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে এবং শর্তের পরিপন্থিভাবে যে গাছ কাটা হইয়াছে বা যে ইমারত ধ্বংস করা হইয়াছে উহার সম্পূর্ণ মূল্য উক্ত মোতাওয়াল্লি, সেবায়েত অথবা ট্রাস্টির নিকট হইতে বকেয়া খাজনা অথবা ভূমি রাজস্ব হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে;

(আ) কালেক্টর কর্তৃক নির্ধারিত যে পরিমাণ অর্থ স্বার্থ অধিগ্রহণের অব্যবহিত পূর্বে সরাসরি মোতাওয়াল্লি, সেবায়েত অথবা ট্রাস্টির অধীন বঙ্গীয় কর আইন, ১৮৮০ অনুযায়ী সড়ক ও গণপূর্ত কর অথবা আসাম লোকাল রেটস রেগুলেশন, ১৮৭৯ অনুযায়ী স্থানীয় কর প্রজাগণের দ্বারা বার্ষিক হারে প্রদানযোগ্য ছিল, সেই পরিমাণ অর্থ দফা (ক) এ বর্ণিত অর্থ হইতে বাদ যাইবে এবং তাহা বাংলা ১৩৬৭ সনের ১লা বৈশাখ হইতে কার্যকর হইবে; এবং

(ই) যেক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোনো মোতাওয়াল্লি, সেবায়েত অথবা ট্রাস্টি উক্ত স্বার্থ অধিগ্রহণের অব্যবহিত পূর্বে কোনো মধ্যস্বত্ব, জোত অথবা প্রজাস্বত্বের কারণে সরকারের নিকট হইতে অথবা এইরূপ খাজনা প্রাপকের নিকট হইতে প্রাপ্তির অধিকারী হন, যাহার উক্ত মধ্যস্বত্ব, জোত অথবা প্রজাস্বত্বে নিহিত স্বার্থ এই আইনের বিধানানুসারে সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইয়াছে এবং দখলে রাখা হইয়াছে, সেইক্ষেত্রে উক্ত মোতাওয়াল্লি, সেবায়েত অথবা ট্রাস্টি এই ধারা মোতাবেক সরকারের নিকট তাহার বার্ষিক আয়ের সহিত সেই পরিমাণ অর্থের সমপরিমাণ অর্থ সমন্বয় করিবার অধিকারী হইবেন কালেক্টর কর্তৃক নির্ধারিত যে পরিমাণ অর্থ অধিগ্রহণের অব্যবহিত পূর্বে উক্ত মধ্যস্বত্ব, জোত বা প্রজাস্বত্বের কারণে বার্ষিক খাজনা এবং কর হিসাবে তাহার প্রাপ্য ছিল; কিন্তু বঙ্গীয় কর আইন, ১৮৮০ মোতাবেক পথ ও গণপূর্ত কর অথবা আসাম স্থানীয় কর রেগুলেশন, ১৮৭৯ মোতাবেক স্থানীয় কর বাংলা ১৩৬৭ সালের ১লা বৈশাখ হইতে আয় সমন্বয়ের জন্য

গ্রহণযোগ্য হইবে না এবং সমন্বয়ের নিমিত্ত যদি বার্ষিক মোট অর্থের পরিমাণ এই ধারায় উল্লিখিত মোট বার্ষিক আয় অপেক্ষা অধিক হয়, তাহা হইলে অতিরিক্ত অর্থ কোনো আইন অথবা চুক্তি অনুযায়ী তাহার নিকট অন্য কোনো সরকারি পাওনা থাকিলে উহা কর্তনের পর অবশিষ্ট অর্থ সরকারের নিকট হইতে প্রাপ্তির অধিকারী হইবেন।

ব্যাখ্যা।—বঙ্গীয় কৃষি আয়কর আইন, ১৯৪৪ এর বিধানাবলি অনুযায়ী অধিগ্রহণের তারিখের পূর্বে শেষবার যে কর নির্ধারণ করা হইয়াছিল উহার গড় হারে দফা (খ) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, অর্থের পরিমাণ নির্ধারণ করা যাইবে।

(৪) অধিগ্রহণের অব্যবহিত পূর্বে খাজনা প্রদান সাপেক্ষে ভূমির অধিকারী উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত প্রজাগণ ধারা ৫৩ অনুযায়ী সংশোধন সাপেক্ষে ধারা ১৯ এর উপ-ধারা (৩) অনুযায়ী চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত খতিয়ানে নির্ধারিত হারে উক্ত ভূমির খাজনা পরিশোধের জন্য দায়ী হইবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত প্রজাগণ চূড়ান্তভাবে খতিয়ান প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত চতুর্থ অধ্যায় অনুযায়ী প্রণীত বিধিমালা অনুযায়ী প্রাথমিক খাজনার বিবরণীতে উল্লিখিত হারে উক্ত ভূমির খাজনা প্রদান করিবেন এবং যেক্ষেত্রে উক্ত প্রাথমিক খাজনা-বিবরণী প্রস্তত করা হয় নাই, সেইক্ষেত্রে উক্ত প্রাথমিক খাজনা-বিবরণী প্রস্তুত না হওয়া পর্যন্ত অধিগ্রহণের অব্যবহিত পূর্বে যে হারে প্রচলিত ছিল সেই হারে খাজনা প্রদান করিবেন:

আরও শর্ত থাকে যে, যেক্ষেত্রে ধারা ১৯ এর উপ-ধারা (৩) অনুযায়ী চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত খতিয়ানে হ্রাসকৃত হারে বা বর্ধিত হারে উক্ত খাজনা প্রদর্শিত হয় বা ধারা ৫৩ অনুযায়ী উক্ত খাজনার পরিমাণ হ্রাস বা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত প্রজার পূর্বে প্রদত্ত খাজনার পরিমাণ কম হইলে নির্ধারিত খাজনার বাকি অংশ প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন এবং অধিক হইলে অতিরিক্ত খাজনা ভবিষ্যতে প্রদেয় খাজনার সহিত ভূতাপেক্ষ কার্যকারিতায় সমন্বয় সাধন করিবার অধিকারী হইবেন।

(৫) এই ধারা অনুযায়ী প্রজার নিকট হইতে মোতাওয়াল্লি, সেবায়েত বা ট্রাস্টি কর্তৃক আদায়যোগ্য বকেয়া খাজনা ও কর সরকারি পাওনা হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে এবং উক্ত মোতাওয়াল্লি, সেবায়েত বা ট্রাস্টি বেঙ্গল পাবলিক ডিমান্ডস রিকোভারি অ্যাক্ট, ১৯১৩ অনুযায়ী উক্ত বকেয়া আদায়ের নিমিত্ত নির্ধারিত পদ্ধতিতে সার্টিফিকেট কর্মকর্তার নিকট আবেদন করিতে পারিবেন।

(৬) উপ-ধারা (৪) অনুযায়ী কোনো প্রজা অতিরিক্ত খাজনা প্রদান করিলে উক্ত খাজনা মোতাওয়াল্লি, সেবায়েত বা ট্রাস্টির পরিচালানাধীন সময়ে পরবর্তীকালে তৎকর্তৃক প্রদানযোগ্য খাজনা হইতে উক্ত উপ-ধারা অনুযায়ী সমন্বয় করিবার পর অবশিষ্ট অর্থ উক্ত মোতাওয়াল্লি, সেবায়েত বা ট্রাস্টি সরকারকে পরিশোধ করিবেন।

(৭) উপ-ধারা (৩) বা উপ-ধারা (৬) অনুযায়ী মোতাওয়াল্লি, সেবায়েত বা ট্রাস্টি কর্তৃক সরকারকে প্রদেয় সকল অর্থ সরকারি পাওনা হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।

(৮) উপ-ধারা (৫) অনুযায়ী কোনো সার্টিফিকেট কর্মকর্তা কর্তৃক আদায়কৃত বকেয়া খাজনা ও উপকর হইতে উপ-ধারা (৩) বা উপ-ধারা (৬) অনুযায়ী সরকারের পাওনা কর্তনের পর সংশ্লিষ্ট মোতাওয়াল্লি, সেবায়েত বা ট্রাস্টিকে প্রদান করা হইবে।

(৯) এই আইনের অন্য কোনো স্থানে বা আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উপ-ধারা (৪) অনুযায়ী প্রজা কর্তৃক প্রদত্ত বকেয়া খাজনা এবং উপকর আদায়ের তামাদির মেয়াদ গণনা করিবার ক্ষেত্রে, উক্ত বকেয়া পাওনা সংশ্লিষ্ট খাজনা গ্রহণের অধিকার অধিগ্রহণের তারিখ হইতে চব্বিশ মাস মেয়াদ বাদ যাইবে।

(১০) প্রত্যেক মোতাওয়াল্লি, সেবায়েত বা ট্রাস্টি নির্ধারিত ফরমে ও সময়ে এই ধারা অনুযায়ী পূর্ববর্তী বৎসরে তৎকর্তৃক আদায়কৃত খাজনা এবং উপকর এবং উক্ত আদায় হইতে তৎকর্তৃক ব্যয়কৃত অর্থের হিসাব সংবলিত একটি বিবরণী কালেক্টরের নিকট দাখিল করিবেন।

(১১) কোনো আদালত কোনো ব্যক্তি কর্তৃক এই ধারায় বর্ণিত সম্পত্তি সম্পর্কিত সুবিধার নিমিত্ত দাবি বা উক্তরূপ সুবিধার অধিকারী মর্মে ঘোষণার উদ্দেশ্যে দায়েরকৃত কোনো মামলা অথবা আবেদন গ্রহণ করিবে না, যদিনা উক্ত ব্যক্তি কালেক্টরের নিকট আবেদন করেন এবং কালেক্টর এই মর্মে চূড়ান্ত আদেশ প্রদান করেন যে, উক্ত ব্যক্তি উক্ত সুবিধার অধিকারী নহেন:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত আবেদন দাখিলের তারিখ হইতে তিন মাসের মধ্যে যদি কালেক্টর কর্তৃক চূড়ান্ত আদেশ প্রদান না করা হয়, তাহা হইলে উক্ত সময় অতিবাহিত হইবার পর মোতাওয়াল্লি, সেবায়েত বা ট্রাস্টি দেওয়ানি আদালতে মামলা দায়েরের অধিকারী হইবেন।

তৃতীয় ভাগ

তৃতীয় অধ্যায়

সেবার বিনিময়ে ভূমি ভোগ সংক্রান্ত বিশেষ বিধান

১১। দখলাধিকার অর্জন।—(১) আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে বা চুক্তিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যদি কোনো ব্যক্তি তাহার সেবার বিনিময়ে কৃষি বা বাগান অথবা বসতবাটির প্রয়োজনে অন্য ব্যক্তির অধীন ভূমি বিনা খাজনায় অধিকারে রাখেন যাহারা স্থানীয়ভাবে নানকর, চাকরান অথবা অনুরূপভাবে পরিচিত, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি এই আইন কার্যকর হইবার তারিখে অথবা তারিখ হইতে যাহার অধীন ভূমি অধিকারে রাখেন তাহাকে, যথাযথ ও ন্যায়সঙ্গত খাজনা প্রদান সাপেক্ষে, উক্ত ভূমিতে দখলি স্বার্থ অর্জন করিবেন এবং বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন, ১৮৮৫ বা, ক্ষেত্রমত, সিলেট প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৩৬ এর বিধান যতটা দখলি রায়তের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়, ততটা তাহার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত যথাযথ ও ন্যায়সঙ্গত খাজনা অর্থে এইরূপ খাজনাকে বোঝাইবে যাহা দখলদার রায়ত কর্তৃক প্রদত্ত অনুরূপ প্রকৃতি ও সুবিধা সংবলিত একই গ্রাম অথবা পার্শ্ববর্তী গ্রামের ভূমির জন্য উক্তরূপ প্রজা ও তাহার ভূস্বামীর মধ্যে চুক্তির মাধ্যমে স্বীকৃত খাজনা বা চুক্তির অবর্তমানে প্রজা বা ভূস্বামীর আবেদনক্রমে কালেক্টর কর্তৃক নির্ধারিত প্রচলিত খাজনার হারের অধিক হইবে না।

১২। কতিপয় ক্ষেত্রে প্রজার বসতবাড়ি অপসারণ।—(১) ধারা ১১ এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যেক্ষেত্রে উক্ত প্রজার বসতবাড়ি ভূমির মালিকের বসতবাড়ির মধ্যে অবস্থিত থাকে, সেইক্ষেত্রে তিনি বা ভূমির মালিক এই আইন কার্যকর হইবার ছয় মাসের মধ্যে উক্ত ভূমির দখল সম্পর্কিত মামলা গ্রহণ করিবার এখতিয়ারসম্পন্ন দেওয়ানি আদালতে উক্ত প্রজার বসতবাড়ি উচ্ছেদ করিবার আদেশের জন্য আবেদন করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) অনুযায়ী আবেদন করা হইলে আদালত পক্ষগণকে শুনানির সুযোগ প্রদান করিয়া যেরূপ যথাযথ মনে করিবেন সেইরূপ সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া এবং অনুসন্ধান করিয়া যদি সন্তুষ্ট হন যে, উক্ত প্রজার বসতবাড়ি ভূমি মালিকের বসতবাড়ির মধ্যে অবস্থিত, তাহা হইলে তিনি প্রার্থিত আদেশ প্রদান করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, যদি আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, ধারা ১১ অনুযায়ী বা অন্য কোনো উপায়ে আবেদনে বর্ণিত বসতবাড়ি ব্যতীত উক্ত প্রজার দখলে দখলদার রায়ত হিসাবে চাষাবাদের নিমিত্ত পাঁচ বিঘার কম জমি রহিয়াছে, তাহা হইলে আদালত স্বীয় বিবেচনায় ভূমির স্বত্বাধিকারী কর্তৃক উক্ত প্রজার নূতন স্থানে বসতবাড়ি স্থানান্তরের খরচ, অনুরূপ বসতবাড়ি পুনঃনির্মাণের খরচ, উক্তরূপ নির্মাণের জন্য ভূমির মূল্য এবং আদালত কর্তৃক যথাযথ বিবেচিত অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচ নিরূপণ করিয়া প্রজাকে প্রদেয় ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণ করিবেন; এবং যতক্ষণ পর্যন্ত ভূমির স্বত্বাধিকারী প্রজাকে ক্ষতিপূরণ প্রদানের উদ্দেশ্যে নির্ধারিত অর্থ আদালতে জমা দেন বা প্রজা লিখিতভাবে আদালতে স্বীকার না করেন যে, আদালতের বাহিরে উক্ত পরিমাণ অর্থ ভূমির মালিকের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আদালত উচ্ছেদের আদেশ প্রদান করিবেন না।

(৩) উপ-ধারা (২) অনুযায়ী প্রদত্ত আদেশ উক্ত প্রজার বিরুদ্ধে উচ্ছেদের ডিক্রি হিসাবে গণ্য হইবে; এবং উক্তরূপ আদেশের বিরুদ্ধে কোনো আপিল চলিবে না।

১৩। কতিপয় ক্ষেত্রে কৃষি জমি পুনরুদ্ধার।—(১) যদি কোনো ব্যক্তিকে ১৯৪৮ সনের ৭ই এপ্রিলের পর দেওয়ানি আদালতের ডিক্রি বা আদেশ অথবা কালেক্টরের আদেশ বা কালেক্টর কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত রাজস্ব কর্মকর্তার আদেশ ব্যতীত অন্য কোনোভাবে ধারা ১১ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত সেবার বিনিময়ে নিষ্করভাবে ভোগ দখলকৃত কৃষি বা বাগানের জমি হইতে উচ্ছেদ করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি এই আইন কার্যকর হইবার ছয় মাসের মধ্যে উক্ত ভূমি পুনরুদ্ধারের জন্য কালেক্টরের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) অনুসারে আবেদন করা হইলে, কালেক্টর পক্ষগণকে শুনানির সুযোগ প্রদান এবং যেরূপ যথাযথ মনে করিবেন সেইরূপ সাক্ষ্য গ্রহণ ও অনুসন্ধান করিয়া যদি সন্তুষ্ট হন যে, উল্লিখিত তারিখের পরে ভোগ দখলকৃত ভূমি হইতে আবেদনকারীকে উচ্ছেদ করা হইয়াছে, তাহা হইলে কালেক্টর আবেদনকারীর অনুকূলে উক্ত ভূমি পুনরুদ্ধারের জন্য আদেশ প্রদান করিবেন, যাহা তাহার বিবেচনা মতে পরবর্তী কৃষি বৎসরের প্রথম দিনের পরে নহে এইরূপ কোনো তারিখ হইতে কার্যকর হইবে।

(৩) যে ব্যক্তির দখলে উক্ত ভূমি রহিয়াছে তিনি যদি আবেদনকারীর নিকট দখল কার্যকর হইবার তারিখে দখল হস্তান্তর না করেন, তাহা হইলে কালেক্টর আবেদনকারীর আবেদনক্রমে উক্ত ব্যক্তিকে উচ্ছেদ করিয়া উক্ত ভূমিতে আবেদনকারীকে দখল প্রদান করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত ব্যক্তি যদি ভূমি-মালিক ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তি হন, তাহা হইলে তিনি ভূমি-মালিকের নিকট হইতে কালেক্টর কর্তৃক নির্ধারিত যুক্তিসংগত ক্ষতিপূরণ পাইবেন।

(৪) যেক্ষেত্রে এই ধারার অধীন কৃষি বা বাগানের জমি কোনো ব্যক্তিকে পুনরুদ্ধার করিয়া দেওয়া হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত জমির ক্ষেত্রে ধারা ১১ এর বিধানসমূহ প্রযোজ্য হইবে।

১৪। আপিল।—ধারা ১১ এর উপ-ধারা (২) বা ধারা ১৩ এর উপ-ধারা (২) এর অধীন প্রদত্ত কালেক্টরের আদেশে সংক্ষুব্ধ কোনো ব্যক্তি উক্ত আদেশের তারিখ হইতে ৩০ দিনের মধ্যে উক্ত এলাকার এখতিয়ারসম্পন্ন জেলা জজের নিকট আপিল দায়ের করিতে পারিবেন; এবং উক্ত আপিলে উক্ত এলাকার এখতিয়ারসম্পন্ন জেলা জজের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে।

১৫। বিবিধ।—ধারা ১১ এর উপ-ধারা (২), ধারা ১২ এর উপ-ধারা (১) বা ধারা ১৩ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো আবেদন নির্ধারিত ফরমে ও নির্ধারিত বিবরণসহ করিতে হইবে, এবং উহার সহিত নির্ধারিত প্রসেস ফি জমা প্রদান করিতে হইবে।

১৬। কতিপয় ভূমির সংরক্ষণ।—এই অধ্যায়ের কোনো কিছুই কোনো চা-বাগান বা অন্য কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠানের সীমানার মধ্যে অবস্থিত ভূমির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

চতুর্থ ভাগ

চতুর্থ অধ্যায়

খতিয়ান প্রস্তুতকরণ

১৭। খতিয়ান প্রস্তুতকরণ।—(১) সরকার এই আইন অনুযায়ী কোনো জেলায়, জেলার অংশে বা স্থানীয় এলাকায় অবস্থিত খাজনা-গ্রহীতাগণের স্বার্থ এবং এই আইন অনুযায়ী উক্ত স্থানের ভূমিতে নিহিত অধিগ্রহণযোগ্য অন্যান্য স্বার্থ অধিগ্রহণের উদ্দেশ্যে এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ের অধীন ইতোমধ্যে অধিগ্রহণকৃত স্বার্থসহ এই সকল স্বার্থের নিমিত্ত ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের উদ্দেশ্যে এই মর্মে আদেশ প্রদান করিতে পারিবে যে—

(ক) উক্ত জেলা, জেলার অংশ অথবা স্থানীয় এলাকার জন্য খতিয়ান প্রস্তুত করিতে হইবে; অথবা

(খ) উক্ত জেলা, জেলার অংশ অথবা স্থানীয় এলাকার জন্য বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন, ১৮৮৫ এর দশম অধ্যায় অনুযায়ী সর্বশেষ প্রণীত ও চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত খতিয়ান এই অধ্যায়ের বিধানসমূহ এবং সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে প্রণীত বিধিমালা অনুযায়ী রাজস্ব কর্মকর্তা কর্তৃক সংশোধন করিতে হইবে।

(২) যদি বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন, ১৮৮৫ এর ধারা ১০১ বা সিলেট প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৩৬ এর ধারা ১১৭ অনুযায়ী কোনো জেলা, জেলার অংশ বা স্থানীয় এলাকার জন্য খতিয়ান প্রস্তুতের উদ্দেশ্যে আদেশ প্রদান করা হইয়া থাকে, কিন্তু খতিয়ান প্রস্তুতের কাজ সম্পন্ন না হয় বা উক্ত জেলা, জেলার অংশ অথবা এলাকার জন্য খতিয়ান প্রস্তুত অথবা সংশোধনের উদ্দেশ্যে উপ-ধারা (১) অনুযায়ী আদেশ প্রদানের সময় উক্ত খতিয়ান চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত না হয়, তাহা হইলে উক্ত আইন অনুযায়ী খতিয়ান প্রস্তুতের সকল কার্যক্রম স্থগিত হইবে এবং উক্ত খতিয়ান এই অধ্যায়ের বিধানসমূহ এবং সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে প্রণীত বিধিমালা অনুযায়ী প্রস্তুত করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, খতিয়ান প্রস্তুতের ক্ষেত্রে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন, ১৮৮৫ এর ১০ম অধ্যায় বা সিলেট প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৩৬ এর নবম অধ্যায় অনুযায়ী শুরু হওয়া কার্যক্রম এবং উক্ত খতিয়ানে খসড়া প্রকাশিত হইবার পূর্বে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন, ১৮৮৫ এর ধারা ১০৩ বা, ক্ষেত্রমত, সিলেট প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৩৬ এর ধারা ১১৯ অনুযায়ী, গৃহীত কার্যক্রম এই অধ্যায় অনুযায়ী খতিয়ান প্রস্তুতের উদ্দেশ্যে শুরু বা গৃহীত হইয়াছে মর্মে গণ্য হইবে।

(৩) উপ-ধারা (১) অনুযায়ী কোনো আদেশের সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হইবে যে, আদেশটি যথাযথভাবে করা হইয়াছে।

১৮। যে সকল বিবরণ খতিয়ানে রেকর্ড করিতে হইবে।—যখন ধারা ১৭ অনুযায়ী কোনো আদেশ প্রদান করা হয়, তখন উক্ত আদেশ অনুযায়ী প্রস্তুতকৃত বা সংশোধিত খতিয়ানে রাজস্ব কর্মকর্তা নির্ধারিত বিবরণসমূহ রেকর্ডভুক্ত করিবেন।

১৯। খতিয়ানের খসড়া ও চূড়ান্ত প্রকাশ।—(১) যেক্ষেত্রে ধারা ১৮ এ বর্ণিত বিবরণসমূহ অংঙ্গীভূত বা অন্তর্ভুক্ত করিবার নিমিত্ত একটি খতিয়ান প্রণয়ন করা হয় অথবা সংশোধন করা হয়, সেইক্ষেত্রে রাজস্ব কর্মকর্তা নির্ধারিত সময়ের জন্য নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রস্তুতকৃত এবং সংশোধিত খসড়া খতিয়ান প্রকাশ করিবেন ও প্রকাশের সময় যাহা কিছু অন্তর্ভুক্ত করা যাইত অথবা বাদ দেওয়া হইয়াছে সেই সম্পর্কে আপত্তি গ্রহণ ও বিবেচনা করিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) অনুযায়ী দায়েরকৃত আপত্তির প্রেক্ষিতে রাজস্ব কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত কোনো আদেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি সহকারী সেটলমেন্ট কর্মকর্তার নিম্নতম পদে নহেন এইরূপ নির্ধারিত রাজস্ব কর্তৃপক্ষের নিকট নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও সময়ের মধ্যে আপিল করিতে পারিবেন।

(৩) যেক্ষেত্রে এইরূপ সকল আপত্তি এবং আপিল সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে প্রণীত বিধিমালা অনুযায়ী বিবেচিত ও নিষ্পত্তি হইয়াছে, সেইক্ষেত্রে রাজস্ব কর্মকর্তা চূড়ান্তভাবে খতিয়ান প্রস্তুত করিবেন এবং নির্ধারিত পদ্ধতিতে উক্ত খতিয়ান চূড়ান্তভাবে প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন; এবং উক্ত প্রকাশ এই অধ্যায় অনুযায়ী খতিয়ান যথাযথভাবে প্রস্তুত ও সংশোধনের জন্য চূড়ান্ত সাক্ষ্য মর্মে গণ্য হইবে।

(৪) যেক্ষেত্রে উপ-ধারা (৩) অনুযায়ী একটি খতিয়ান চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত হয়, সেইক্ষেত্রে রাজস্ব কর্মকর্তা এতদুদ্দেশ্যে রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উহার চূড়ান্ত প্রকাশনা ও তারিখ উল্লেখ করিয়া একটি সার্টিফিকেট প্রদান করিবেন এবং উহাতে তারিখ ও পদবিসহ স্বাক্ষর করিবেন।

২০। খাজনা-গ্রহীতা, রায়তি কৃষক, অধীন রায়তি কৃষক ও অকৃষি প্রজা কর্তৃক দখলে রাখা ভূমি।—(১) পঞ্চম অধ্যায় অনুযায়ী খাজনা-গ্রহীতার স্বার্থ অধিগ্রহণের প্রেক্ষিতে কোনো খাজনা-গ্রহীতা, রায়তি কৃষক, অধীন রায়তি কৃষক ও অকৃষি প্রজা উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত খাসজমি ব্যতীত, অন্য কোনো এলাকায় খাসজমি দখলে রাখিবার অধিকারী হইবেন না।

(২) কোনো খাজনা-গ্রহীতা, রায়তি কৃষক, অধীন রায়তি কৃষক বা অকৃষি প্রজা সরকারের অধীন প্রজা হিসাবে দখলে রাখিবার অধিকারী হইবেন—

(ক) কোনো এস্টেট, তালুক, মধ্যস্বত্বে খাজনা আদায়ের অফিস অথবা কাচারি হিসাবে প্রাথমিকভাবে ব্যবহৃত ও সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণের জন্য গৃহীত বসত-বাড়ির বাহিরে অবস্থিত কোনো ইমারত বা ইমারতের অংশ ব্যতীত বসত-বাড়ি বা বসত-বাড়ি সংলগ্ন ভূমি;

(খ) পরিত্যক্ত চা-বাগান ব্যতীত নিম্নল্লিখিত বিভিন্ন শ্রেণির খাস দখলীয় ভূমি, যথা:-

(অ) কৃষি, বাগান অথবা পুকুরের জন্য ব্যবহৃত ভূমি,

(আ) চাষযোগ্য ভূমি বা সংস্কার করিবার পর চাষযোগ্য হয় এইরূপ ভূমি, এবং

(ই) পতিত অকৃষি ভূমি:

তবে শর্ত থাকে যে, দফা (ক) ও (খ) এ উল্লিখিত খাজনা-গ্রহীতা , রায়তি কৃষক, অধীন রায়তি কৃষক বা অকৃষি প্রজা কর্তৃক অধিকৃত ভূমির মোট পরিমাণ তিনশত পঁচাত্তর বিঘা বা তাহার পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের মাথা পিছু দশ বিঘা যাহা অধিক হইবে, ইহার অতিরিক্ত হইবে না।

[১][(২ক) আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে অথবা কোনো দলিলে বা আদালতের রায়, ডিক্রি বা আদেশে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উপ-ধারা (২) এর দফা (ক) ও (খ) এ উল্লিখিত শ্রেণিভুক্ত ভূমি নিম্নরূপ ভূমিকে অন্তর্ভুক্ত করিবে না বা অন্তর্ভুক্ত করিবে না মর্মে গণ্য হইবে-

(অ) হাট অথবা বাজারে অবস্থিত ভূমি অথবা ইমারত, বা

(আ) সম্পূর্ণভাবে খননকৃত পুকুর ব্যতীত মৎস্য খামার, বা

(ই) বনাচ্ছাদিত ভূমি, বা

(ঈ) প্রকৃতপক্ষে ফেরিঘাট হিসাবে ব্যবহৃত ভূমি।]

(৩) ধারা ২ এর উপ-ধারা (৪) এর দফা (খ) অনুযায়ী কোনো খাজনা-গ্রহীতা, রায়তি কৃষক, অধীন রায়তি কৃষক, অকৃষি প্রজা যে সকল ভূমি দখলে রাখার অধিকারী সেই সকল ভূমির বণ্টন উক্ত খাজনা-গ্রহীতা, রায়তি কৃষক, অধীন রায়তি কৃষক বা অকৃষি প্রজার ইচ্ছা অনুযায়ী রাজস্ব কর্মকর্তা বণ্টন করিবেন বা যেক্ষেত্রে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোনো ইচ্ছা প্রকাশ করা হয় নাই, সেইক্ষেত্রে এতদুদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক প্রণীত বিধি অনুযায়ী বণ্টন করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, এই ইচ্ছা প্রয়োগের ক্ষেত্রে উক্ত খাজনা-গ্রহীতা, রায়তি কৃষক, অধীন রায়তি কৃষক বা অকৃষি প্রজা তাহার পরিবারের অন্যান্য সদস্যগণের মাথাপিছু দশ বিঘা পরিমাণ বা উহার কম বা দশ বিঘার অতিরিক্ত হইলে কমপক্ষে দশ বিঘা পরিমাণ ভূমি অধিকারে রাখিতে পারিবেন এবং উক্ত পরিবারে ভূমি বণ্টনের ক্ষেত্রে রাজস্ব কর্মকর্তা যে ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে ভূমি দখলে রাখেন তাহার নাম রেকর্ডভুক্ত করিবেন:

১ পূর্ব বঙ্গ রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব (দ্বিতীয় সংশোধনী) অধ্যাদেশ, ১৯৬০ (১৯৬০ সনের পূর্ব পাকিস্তান অধ্যাদেশ নং ১২) এর ধারা ৬ বলে উপ-ধারা (২ক) ব্যাখ্যার স্থলে প্রতিস্থাপিত।

আরও শর্ত থাকে যে, যেক্ষেত্রে কোনো খাজনা-গ্রহীতা, রায়তি কৃষক, অধীন রায়তি কৃষক বা অকৃষি প্রজা কোনো ভূমি কৃষি উন্নয়ন ফাইন্যান্স কর্পোরেশন আইন, ১৯৫২ অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত কৃষি উন্নয়ন ফাইন্যান্স কর্পোরেশনের নিকট বা কৃষি ব্যাংক আইন, ১৯৫৭ অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান কৃষি ব্যাংকের নিকট বন্ধক রাখিয়াছে সেইক্ষেত্রে এই ধারা অনুযায়ী ইচ্ছা প্রয়োগের ক্ষেত্রে উপ-ধারা (২) অনুযায়ী যে সকল শ্রেণির ভূমি এবং যে পরিমাণ ভূমি তিনি অধিকারে রাখিতে পারিবেন উহার মধ্যে উক্ত বন্ধককৃত ভূমি অন্তর্ভুক্ত করিতে বাধ্য থাকিবেন এবং যেক্ষেত্রে উক্ত খাজনা-গ্রহীতা, রায়তি কৃষক, অধীন রায়তি কৃষক বা অকৃষি প্রজা এই ধারা অনুযায়ী ইতঃপূর্বে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন কিন্তু অতিরিক্ত খাসজমি সম্পর্কিত ক্ষতিপূরণ নির্ধারণী বিবরণ চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত হয় নাই, সেইক্ষেত্রে এই শর্তের বিধানসমূহ অনুযায়ী তাহার ইচ্ছা সংশোধন করিতে হইবে।

(৪) উপ-ধারা (২) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো খাজনা-গ্রহীতা, রায়তি কৃষক, অধীন রায়তি কৃষক বা খাজনা-গ্রহীতাগণ বা রায়তি কৃষকগণ বা অধীন রায়তি কৃষকগণের দল যাহারা সমবায়ের ভিত্তিতে অথবা শক্তি চালিত যান্ত্রিক পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে বৃহদায়তন খামার অথবা বৃহদায়তন দুগ্ধ খামার পরিচালনা করিতেছেন তাহারা এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত রাজস্ব কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত সার্টিফিকেট সাপেক্ষে, এই উপ-ধারায় নির্ধারিত ভূমির অতিরিক্ত সেই পরিমাণ ভূমি দখলে এবং অধিকারে রাখিতে পারিবেন যে পরিমাণ ভূমি রাজস্ব কতৃর্পক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত সার্টিফিকেটে উল্লেখ থাকিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার কর্তৃক নির্ধারিত বিশেষ বিশেষ সময়ে, উক্ত সার্টিফিকেট রাজস্ব কতৃর্পক্ষের রিভিশনের আওতায় থাকিবে।

[৪][(৪ক) উপ-ধারা (২) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ চা বা কফি চাষ ও উৎপাদনের উদ্দেশ্যে অথবা রাবার চাষের উদ্দেশ্যে ভূমি অধিকারে রাখিলে বা কোনো কোম্পানি চিনি উৎপাদনের উদ্দেশ্যে আখ চাষের জন্য জমি অধিকারে রাখিলে এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত রাজস্ব কতৃর্পক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত সার্টিফিকেট সাপেক্ষে এই উপ-ধারায় নির্ধারিত পরিমাণ ভূমির অতিরিক্ত সেই পরিমাণ ভূমি দখলে এবং অধিকারে রাখিতে পারিবেন যে পরিমাণ ভূমি রাজস্ব কতৃর্পক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত সার্টিফিকেটে উল্লেখ থাকিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এতদুদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত বিশেষ বিশেষ সময়ে উক্ত সার্টিফিকেট রাজস্ব কর্তৃপক্ষের রিভিশনের আওতায় থাকিবে:

আরও শর্ত থাকে যে, এই উপ-ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, একটি পরিত্যক্ত চা-বাগানকে চা-চাষ এবং উৎপাদনের জন্য অধিকৃত ভূমি হিসাবে গণ্য করা যাইবে না।]

৪ উপ-ধারা (৪ক) পূর্ব বঙ্গ রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব (দ্বিতীয় সংশোধনী) অধ্যাদেশ, ১৯৫৯ (১৯৫৯ সনের পূর্ব পাকিস্তান অধ্যাদেশ নং ৩৯) এর ধারা ৪ বলে সন্নিবেশিত।

[৫][(৪খ) উপ-ধারা (৪) ও (৪ক) বা ধারা ৩৯, ৪৩ এবং ৪৪ বা আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উপ-ধারা (৪) ও (৪ক) অনুযায়ী সার্টিফিকেটের অধীন ভূমি উক্ত তারিখে সরকারের নিকট চূড়ান্তভাবে ন্যস্ত হইবে যখন উক্ত সার্টিফিকেটধারী ব্যক্তির উক্ত ভূমি দীর্ঘস্থায়ী মেয়াদে ইজারা গ্রহণের জন্য আবেদনের পরিপেক্ষিতে সরকার তাহার পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে, যেখানে সার্টিফিকেটধারী ব্যক্তি উক্ত ভূমি আনুষ্ঠানিকভাবে অধিগ্রহণের জন্য ধারা ৩৯ অনুযায়ী প্রাপ্য ক্ষতিপূরণের দাবি ত্যাগ করিয়াছে এবং উক্ত সার্টিফিকেটের সমাপ্তি ঘটাইয়া কোনো প্রিমিয়াম দাবি না করিয়া ইজারায় উল্লিখিত সরকার কর্তৃক নির্ধারিত শর্ত সাপেক্ষে উক্ত ভূমি ধারা ৮১ এর উপ-ধারা (১) এর দ্বিতীয় শর্তাংশ অনুযায়ী ইজারা দেওয়া যাইবে।]

(৫) (অ) এই ধারার উপ-ধারা (১), (২) এবং (৩) এর কোনো কিছুই নিম্নরূপ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না, যথা:-

(ক) পূর্ববঙ্গ রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব (তৃতীয় সংশোধনী) অধ্যাদেশ, ১৯৬১ (১৯৬১ সনের পূর্ব পাকিস্তান অধ্যাদেশ নং ১৫) এর ধারা ৪ দ্বারা বিলুপ্ত,

(খ) বৃহদায়তন শিল্পের জন্য ব্যবহৃত ইমারত বা স্থাপনা ও প্রয়োজনীয় সংলগ্ন এলাকার ভূমিসহ উক্ত শিল্পের কাঁচামাল উৎপাদনের জন্য ভূমি, বা

(গ) দেবোত্তর, ওয়াকফ, ওয়াকফ-আল-আওলাদ বা অন্য কোনো ট্রাস্টের অধীন ভূমির যতটুকু অংশ সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গীকৃত থাকে ততটুকু ভূমি এবং যাহার আয় কোনো ব্যক্তি বিশেষের আর্থিক সুবিধার জন্য সংরক্ষণ না করিয়া সম্পূর্ণরূপে ধর্মীয় এবং দাতব্য উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়;

(আ) যেক্ষেত্রে দেবোত্তর, ওয়াকফ, ওয়াকফ-আল-আওলাদ বা অন্য কোনো ট্রাস্টের অধীন ভূমি হইতে আগত আয়ের এক অংশ ধর্মীয় ও দাতব্য উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয় এবং এক অংশ কোনো ব্যক্তি বিশেষের আর্থিক সুবিধার জন্য সংরক্ষণ করা হয়, সেইক্ষেত্রে ভূমির কেবল সেই অংশ দফা (অ) এর উপ-দফা (গ) এর আওতাভুক্ত হইবে যাহা এতদুদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত হয়।

ব্যাখ্যা।—এই ধারার উপ-ধারা (২) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে,—

(ক) কোনো খাজনা-গ্রহীতা, রায়তি কৃষক, অধীন রায়তি কৃষক বা অকৃষি প্রজা অর্থে একই পরিবারভুক্ত খাজনা-গ্রহীতা, রায়তি কৃষক, অধীন রায়তি কৃষকের দলকেও অন্তর্ভুক্ত করিবে; এবং

(খ) কোনো খাজনা-গ্রহীতা, রায়তি কৃষক, অধীন রায়তি কৃষক বা অকৃষি প্রজা সম্পর্কিত পরিবার উক্ত খাজনা-গ্রহীতা, রায়তি কৃষক, অধীন রায়তি কৃষক বা অকৃষি প্রজা ও একান্নে বসবাসকারী এবং উক্ত খাজনা-গ্রহীতা, রায়তি কৃষক, অধীন রায়তি কৃষক বা অকৃষি প্রজার উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিগণকে লইয়া গঠিত হয় ধরিয়া লওয়া হয়, কিন্তু তাহা একান্নে বসবাসকারী কোনো কর্মচারী অথবা ভাড়াটিয়া শ্রমিককে অন্তর্ভুক্ত করিবে না।

---

৫ উপ-ধারা (৪খ) ১৯৭১ সনের পূর্ব পাকিস্তান অধ্যাদেশ নং ১ বলে সংযুক্ত।

(৬) হাট অথবা বাজার বসে এইরূপ ভূমি বা বনাঞ্চল, মৎস্য খামার অথবা ফেরির জন্য ব্যবহৃত ভূমির ক্ষেত্রে উপ-ধারা (৫) এর দফা (ক) এর উপ-দফা (ই) এবং উক্ত উপ-ধারার দফা (খ) এর বিধানসমূহ প্রযোজ্য হইবে না অথবা কখনও প্রযোজ্য হইবে না বলিয়া গণ্য হইবে।

২১। দখলীয় ভূমির খাজনা প্রদান।—কোনো খাজনা গ্রহীতা, রায়তি কৃষক, অধীন রায়তি কৃষক বা অকৃষি প্রজা ধারা ২০ অনুযায়ী যে সকল ভূমি দখলে রাখেন উহার জন্য তাহাকে এই আইনের বিধান অনুযায়ী ন্যায্য ও ন্যায়সঙ্গত খাজনা পরিশোধ করিতে হইবে।

২২। সকল ভূমির জন্য এই অধ্যায়ে নির্ধারিত ন্যায্য ও ন্যায়সঙ্গত খাজনা আদায়যোগ্য হইবে।—(১) আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে অথবা বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন, ১৮৮৫ এর দশম অধ্যায়ের অধীন সর্বশেষ প্রস্তুত ও চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত খতিয়ানের কোনো বিবরণে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই অধ্যায়ের অধীন কোনো জেলার বা জেলার অংশের বা স্থানীয় এলাকার সকল ভূমি, যাহা সম্বন্ধে খতিয়ান প্রস্তুত ও সংশোধন করা হইয়াছে, উহার জন্য এই অধ্যায়ের বিধান অনুসারে নির্ধারিত যথাযথ ও ন্যায়সঙ্গত খাজনা আদায়যোগ্য হইবে এবং উক্তরূপে প্রস্তুত বা সংশোধিত খতিয়ানে উক্তরূপ খাজনা অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, যদি ধারা ৫ অনুযায়ী কোনো ভূমির খাজনা ইতঃপূর্বে নির্ধারিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই অধ্যায়ের অধীন খাজনা নির্ধারণ করিবার প্রয়োজন হইবে না এবং উক্তরূপ নির্ধারিত খাজনা এই অধ্যায়ের বিধান অনুযায়ী যথাযথ ও ন্যায়সঙ্গতভাবে নির্ধারণ করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) যেক্ষেত্রে এই অধ্যায়ের বিধানসমূহ অনুযায়ী যথাযথ ও ন্যায়সঙ্গত খাজনা নির্ধারিত হইয়াছে কিন্তু এই আইনের অন্য কোনো বিধান অনুযায়ী কার্যকর হয় নাই, সেইক্ষেত্রে যে এলাকায় উক্ত ভূমি অবস্থিত সেই এলাকার ক্ষতিপূরণ নির্ধারণী তালিকা ঘোষণা করিয়া ধারা ৪৩ এর উপ-ধারা (২) অনুযায়ী প্রজ্ঞাপন প্রকাশের পরবর্তী কৃষি বৎসরের প্রথম দিন হইতে উহা কার্যকর হইবে।

২৩। খাস জমির যথাযথ ও ন্যায়সঙ্গত খাজনা নির্ধারণ।—এই অধ্যায় অনুযায়ী খতিয়ান প্রস্তুত ও সংশোধনের ক্ষেত্রে রাজস্ব কর্মকর্তা, দ্বিতীয় অধ্যায় অনুযায়ী যে স্বত্বাধিকারী অথবা মধ্যস্বত্বের অধিকারীর স্বার্থ অধিগ্রহণ করা হইয়াছে তাহাকেসহ কোনো স্বত্বাধিকারী অথবা মধ্যস্বত্বের অধিকারীর উক্ত খাস দখলীয় এলাকার খতিয়ানভুক্ত প্রত্যেক খণ্ড জমির খাজনা নির্ধারণ করিবেন—

(ক) যদি উক্তরূপ ভূমি কৃষি জমি হয়, তাহা হইলে একই গ্রামে অথবা পার্শ্ববর্তী গ্রামে অবস্থিত অনুরূপ প্রকৃতি ও সুবিধা সংবলিত ভূমির জন্য দখলদার রায়তগণ কর্তৃক সাধারণভাবে প্রদত্ত খাজনার হার বিবেচনা করিয়া রাজস্ব কর্মকর্তা যথাযথ ও ন্যায়সঙ্গত খাজনার হার নির্ধারণ করিবেন, এবং

(খ) যদি উক্তরূপ ভূমি অকৃষি জমি হয়, তাহা হইলে রাজস্ব কর্মকর্তা, উক্তরূপ স্বত্বাধিকারী অথবা মধ্যস্বত্বের অধিকারী ধারা ২০ অনুযায়ী উক্ত খণ্ড ভূমি দখলে রাখিবার অধিকারী হউক বা না হউক, নিম্নরূপ বিষয়সমূহ বিবেচনা করিয়া যথাযথ ও ন্যায়সঙ্গত খাজনার হার নির্ধারণ করিবেন, যথা:-

(অ) সংলগ্ন এলাকার অনুরূপ প্রকৃতি ও সুবিধা সংবলিত অকৃষি জমির জন্য সরকারকে বা অন্য কোনো ভূ-স্বামীকে সাধারণভাবে প্রদত্ত খাজনা,

(আ) ধারা ১৭ অনুযায়ী প্রজ্ঞাপন প্রকাশের অব্যবহিত পূর্বে উক্ত জমির বাজার মূল্য, এবং

(ই) প্রদেয় খাজনা, যদি উহার হার নির্ধারিত বাজার মূল্য অপেক্ষা শতকরা এক ভাগের অধিক নির্ধারিত হয়:

তবে শর্ত থাকে যে, যেক্ষেত্রে কোনো এস্টেট, তালুক বা মধ্যস্বত্বের ক্ষেত্রে বিগত ১৫ (পনেরো) বৎসরের মধ্যে ভূমি রাজস্ব নির্ধারণ করা হইয়াছে, সেইক্ষেত্রে অনুরূপ নির্ধারণ যথাযথ ও ন্যায়সঙ্গত হিসাবে গৃহীত খাজনার হারকে এই ধারার অর্থে যথাযথ ও ন্যায়সঙ্গত খাজনা হিসাবে গ্রহণ করা যাইবে।

ব্যাখা।—এই ধারার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, 'ভূমি' অর্থে ভূমির উপর দন্ডায়মান ইমারত অথবা স্থাপনা অন্তর্ভুক্ত হইবে না।

২৪। রায়ত ও অধীন রায়তগণের যথাযথ ও ন্যায়সঙ্গত খাজনা নির্ধারণ।—(১) এই অধ্যায়ের অধীন খতিয়ান প্রস্তুত ও সংশোধনের ক্ষেত্রে রাজস্ব কর্মকর্তা খতিয়ান প্রস্তুত বা সংশোধনের সময়ে এলাকায় অবস্থিত খতিয়ানের অন্তর্ভুক্ত কোনো রায়ত বা অধীন রায়ত কর্তৃক অধিকৃত ভূমির জন্য প্রদেয় খাজনা উপ-ধারা (২), (৩) ও (৪) এর বিধানসমূহ সাপেক্ষে যথাযথ ও ন্যায়সঙ্গত বলিয়া অনুমান করিবেন।

(২) যেক্ষেত্রে রায়ত কর্তৃক উক্ত ভূমির জন্য প্রদেয় খাজনার পরিমাণ রাজস্ব কর্মকর্তার নিকট যথাযথ ও ন্যায়সঙ্গত বলিয়া প্রতীয়মান না হয়, সেইক্ষেত্রে তিনি একই গ্রামে অথবা পার্শ্ববর্তী গ্রামে অবস্থিত অনুরূপ প্রকৃতি ও সুবিধা সংবলিত ভূমির জন্য দখলদার রায়ত কর্তৃক সাধারণভাবে প্রদত্ত খাজনার হার বিবেচনা করিয়া তিনি যে পরিমাণ যথাযথ ও ন্যায়সঙ্গত মনে করেন সেই পরিমাণ হ্রাস করিতে পারিবেন।

(৩) যেক্ষেত্রে অধীন রায়ত কর্তৃক কোনো ভূমির জন্য প্রদেয় খাজনার পরিমাণ রাজস্ব কর্মকর্তার নিকট যথাযথ ও ন্যায়সঙ্গত বলিয়া প্রতীয়মান না হয়, সেইক্ষেত্রে তিনি একই গ্রামে অথবা পার্শ্ববর্তী গ্রামে অবস্থিত অনুরূপ প্রকৃতি ও সুবিধা সম্বলিত ভূমির জন্য দখলদার রায়ত কর্তৃক প্রদানযোগ্য যথাযথ ও ন্যায়সঙ্গত খাজনা অপেক্ষা শতকরা পঞ্চাশ ভাগের অধিক নহে এইরূপ পরিমাণ খাজনা হ্রাস করিতে পারিবেন।

(৪) কোনো রায়ত অথবা অধীন রায়ত যদি উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত কোনো ভূমি সম্পর্কিত খাজনা দ্রব্যের মাধ্যমে অথবা ফসলের অংশের নির্ধারিত মূল্যে বা ফসলের মূল্যের অনুপাতে প্রদান করেন অথবা উক্ত সকল পদ্ধতির মধ্যে একাধিক পদ্ধতিতে প্রদান করেন, তাহা হইলে রাজস্ব কর্মকর্তা বিগত বিশ বৎসরে, যে বৎসর ফসলের মূল্য অস্বাভাবিক ছিল উহা বাদ দিয়া উক্ত ভূমিতে স্বাভাবিকভাবে উৎপাদিত প্রত্যেক প্রকার ফসলের গড়মূল্য গুণ করিয়া নির্ধারিত পদ্ধতিতে হিসাব করিয়া উক্ত খাজনাকে উক্ত ভূমির বার্ষিক উৎপাদিত ফসলের মোট মূল্যের এক দশমাংশের অধিক নহে এইরূপ যথাযথ ও ন্যায়সঙ্গত আর্থিক খাজনায় রূপান্তরিত করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, রাজস্ব কর্মকর্তা উক্ত খাজনাকে যথাযথ ও ন্যায়সঙ্গত আর্থিক খাজনায় রূপান্তরিত করিবার সময় উক্ত রায়ত অথবা অধীন রায়তের উর্ধ্বতন ভূমির মালিককে তৎকর্তৃক প্রদেয় খাজনার পঁচিশ ভাগের কম নহে ও পঞ্চাশ ভাগের অধিক নহে অনুরূপ একটি মুনাফার অংশ প্রদান করিবেন, যখন উক্ত উর্ধ্বতন ভূমির মালিক দ্রব্যের মাধ্যমে বা ফসলের অংশের নির্ধারিত মূল্যে বা ফসলের মূল্যের অনুপাতে বা এই সকল পদ্ধিতির মধ্যে একাধিক পদ্ধতিতে খাজনা প্রদান করেন।

২৫। অকৃষি প্রজার যথাযথ ও ন্যায়সঙ্গত খাজনা নির্ধারণ।—এই অধ্যায় অনুযায়ী খতিয়ান প্রস্তুত এবং সংশোধনের সময় রাজস্ব কর্মকর্তা রায়তি স্বত্বের অধিকারী ব্যতীত সকল অকৃষি প্রজা কর্তৃক অধিকৃত সকল অকৃষি জমির জন্য ধারা ২৩ এর বিধানসমূহের যতটুকু অকৃষি জমির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় ততটুকু যথাযথ ও ন্যায়সঙ্গত খাজনা নির্ধারণ করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, যেক্ষেত্রে উক্তরূপ কোনো প্রজা কোনো স্বত্বাধিকারী অথবা রায়তি স্বত্বের অধিকারী ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তির অধীন কোনো ভূমি অধিকারে রাখেন, সেইক্ষেত্রে রাজস্ব কর্মকর্তা উক্ত ভূমির জন্য উক্ত প্রজা কর্তৃক প্রদত্ত প্রচলিত খাজনাকে যথাযথ এবং ন্যায়সঙ্গত বলিয়া অনুমান করিবেন যদি উহা উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক উক্ত ভূমির জন্য প্রদেয় যথাযথ এবং ন্যায়সঙ্গত খাজনা অপেক্ষা শতকরা পঞ্চাশ ভাগের অধিক না হয়; এবং যদি উহা অধিক হয়, তাহা হইলে রাজস্ব কর্মকর্তা উক্ত প্রজা কর্তৃক অধিকৃত উক্ত ভূমির যথাযথ ও ন্যায়সঙ্গত খাজনা অপেক্ষা শতকরা পঞ্চাশ ভাগের অধিক না হয় এইরূপ পরিমাণ খাজনা ধার্য করিবেন।

[৬][**২৫ক। কতিপয় ক্ষেত্রে খাজনা বৃদ্ধি ও নির্ধারণ।**—(১) যেক্ষেত্রে কোনো তালুক, মধ্যস্বত্ব, জোত অথবা প্রজাস্বত্বের খাজনা উক্তরূপ তালুক, মধ্যস্বত্ব, জোত অথবা প্রজাস্বত্বের স্বত্বাধিকারী কর্তৃক ভূমির উর্ধ্বতন স্বত্বাধিকারী অথবা সরকারকে প্রদেয় খাজনা বা রাজস্ব অপেক্ষা কম হয়, সেইক্ষেত্রে রাজস্ব কর্মকর্তা উক্তরূপ তালুক, মধ্যস্বত্ব, জোত অথবা প্রজাস্বত্বের খাজনার পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে পারিবেন যাহা উক্তরূপ তালুক, মধ্যস্বত্ব, জোত অথবা প্রজাস্বত্বের স্বত্বাধিকারী কর্তৃক প্রদানযোগ্য খাজনা বা রাজস্ব অপেক্ষা কম হইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, যেক্ষেত্রে কোনো তালুক, মধ্যস্বত্ব, জোত অথবা প্রজাস্বত্ব মূল এস্টেট, তালুক, মধ্যস্বত্ব, জোত অথবা প্রজাস্বত্বের অংশ লইয়া গঠিত হয়, সেইক্ষেত্রে এই ধারা অনুযায়ী খাজনা বৃদ্ধির পরিমাণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে রাজস্ব কর্মকর্তা কোনো ভূমির জন্য ভূমির মালিককে প্রদেয় খাজনা এবং মূল এস্টেট, তালুক, মধ্যস্বত্ব, জোত অথবা প্রজাস্বত্বের অবশিষ্ট অংশের অন্তর্ভুক্ত উক্ত ভূমি মালিকের খাস দখলীয় ভূমির খাজনার মূল্য বিবেচনা করিবেন।

(২) যেক্ষেত্রে মধ্যস্বত্বের অধিকারী, রায়ত, অধীন রায়ত অথবা অকৃষি প্রজা কর্তৃক অধিকৃত ভূমির খাজনা ধার্যের জন্য দায়ী হয়, কিন্তু এতদ্বিষয়ে কোনো খাজনা ধার্য করা হয় নাই, সেইক্ষেত্রে রাজস্ব কর্মকর্তা মধ্যস্বত্বের অধিকারী কর্তৃক প্রদেয় খাজনা বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন, ১৮৮৫ এর ধারা ৭ অনুসারে এবং উক্তরূপ রায়ত ও অধীন রায়ত কর্তৃক প্রদেয় খাজনা ধারা ২৬ এর বিধান অনুসারে নির্ধারণ করিবেন।

---

৬ ধারা ২৫ক পূর্ব বঙ্গ রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব (সংশোধনী) অধ্যাদেশ, ১৯৫৮ (১৯৫৮ সনের পূর্ব পাকিস্তান অধ্যাদেশ নং ৪৪) এর ধারা ১২ বলে সন্নিবেশিত।

২৬। **নিষ্কর জমির খাজনা ধার্যকরণ।**—(১) যেক্ষেত্রে কোনো রায়ত অথবা দর-রায়তের কোনো ভূমি খাজনামুক্ত হয়, সেইক্ষেত্রে একই গ্রামে অথবা পার্শ্ববর্তী গ্রামে অবস্থিত অনুরূপ প্রকৃতি ও সুবিধা সংবলিত ভূমির দখলদার রায়তগণ সাধারণত যে খাজনা প্রদান করিয়া থাকেন সেই হার বিবেচনা করিয়া রাজস্ব কর্মকর্তা যথাযথ ও ন্যায়সঙ্গত খাজনা নির্ধারণ করিবেন।

(২) যেক্ষেত্রে কোনো রায়তের কোনো অকৃষি জমি খাজনামুক্ত হয়, সেইক্ষেত্রে উক্তরূপ ভূমির খাজনা অকৃষি জমির ক্ষেত্রে ধারা ২৩ এর বিধান যতটুকু প্রযোজ্য ইহা সেইরূপে উক্ত ধারার বিধান অনুযায়ী নির্ধারিত হইবে।

২৭। **বিশেষ ক্ষেত্রে পৃথক জোত অথবা প্রজাস্বত্ব সৃষ্টি।**—যেক্ষেত্রে কোনো স্বত্বাধিকারী অথবা মধ্যস্বত্বের অধিকারী কোনো খাজনা-গ্রহীতা, কোনো জোত অথবা প্রজাস্বত্বের কোনো অংশ তাহার খাস দখলে রাখেন, সেইক্ষেত্রে উক্ত অংশ একটি পৃথক জোত অথবা প্রজাস্বত্ব রূপে গণ্য হইবে এবং উহার জন্য পৃথকভাবে খাজনা ধার্য করা হইবে এবং উক্তরূপ খাজনা ধার্য করিবার ক্ষেত্রে রাজস্ব কর্মকর্তা উক্ত শ্রেণির জোত বা প্রজাস্বত্বের যথাযথ এবং ন্যায়সঙ্গত খাজনা নির্ধারণ করিবার নিমিত্ত মূল জোত বা প্রজাস্বত্বের খাজনা, নূতন জোত বা প্রজাস্বত্বের আনুপাতিক এলাকা ও মূল্য এবং এই অধ্যায়ের বিধানসমূহ বিবেচনা করিবেন।

২৮। **সেবামূলক প্রজাস্বত্বের খাজনা নির্ধারণ।**—এই অধ্যায় অনুযায়ী খতিয়ান প্রস্তুত বা সংশোধনের ক্ষেত্রে উক্ত খতিয়ানের সংশ্লিষ্ট এলাকায় যদি কোনো ব্যক্তি সেবার বিনিময়ে কোনো ভূমি খাজনা ব্যতিরেকে অধিকারে রাখিবার বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিতে পারেন, তাহা হইলে রাজস্ব কর্মকর্তা উক্ত ভূমির খাজনা একই গ্রামে অথবা পার্শ্ববর্তী গ্রামে অবস্থিত অনুরূপ প্রকৃতি ও সুবিধা সংবলিত ভূমির জন্য দখলদার রায়ত কর্তৃক প্রদত্ত খাজনার হার বিবেচনায় রাখিয়া যে হার যথাযথ ও ন্যায়সঙ্গত মনে করিবেন সেই হারে ধার্য করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, এই ধারার কোনো কিছুই চা এস্টেটের এলাকার বা অন্য কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠানের এলাকার ভূমির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

২৯। **এই অধ্যায়ের অধীন খাজনা নির্ধারণের ফলাফল।**—(১) এই অধ্যায়ের অধীন নির্ধারিত এবং ধারা ১৯ অনুযায়ী চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত খতিয়ান বা খতিয়ানে অন্তর্ভুক্ত সকল খাজনা ধারা ৫৩ এর বিধান সাপেক্ষে শুদ্ধভাবে নির্ধারণ করা হইয়াছে এবং এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে যথাযথ ও ন্যায়সঙ্গত হইয়াছে বলিয়া গণ্য করা হইবে।

(২) এই অধ্যায়ের বিধান অনুযায়ী কোনো খাজনা নির্ধারণ সম্পর্কে অথবা উক্ত খাজনা নির্ধারণ হইতে বাদ দেওয়া সম্পর্কে দেওয়ানি আদালতে কোনো মামলা দায়ের করা যাইবে না।

৩০। **দেওয়ানি আদালতের এখতিয়ারের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা।**—(১) কোনো এলাকা সম্পর্কে খতিয়ান প্রস্তুত এবং সংশোধন করিবার নিমিত্ত ধারা ১৭ অনুযায়ী কোনো আদেশ প্রদান করিবার পর কোনো দেওয়ানি আদালত খাজনা পরিবর্তন অথবা কোনো প্রজার মর্যাদা নিরূপণ অথবা উক্ত এলাকার জোত অথবা প্রজাস্বত্বের অনুষঙ্গ সম্পর্কিত কোনো মামলা অথবা আবেদন গ্রহণ করিবে না; এবং উক্ত এলাকা সম্পর্কিত এইরূপ কোনো মামলা বা আবেদন যদি কোনো দেওয়ানি আদালতে আদেশ প্রদানের তারিখে বিচারাধীন থাকে, তাহা হইলে উহা আর চলিবে না এবং বাতিল হইবে।

ব্যাখ্যা।—এই উপ-ধারায় 'মামলা' বলিতে আপিলও অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(২) এই অধ্যায়ের অধীন কোনো খতিয়ান প্রস্তুত, বা সংশোধনের জন্য প্রদত্ত আদেশ সম্পর্কে বা উক্তরূপ কোনো খতিয়ান বা উহার অংশ-বিশেষ প্রস্তুত, প্রকাশ, স্বাক্ষর অথবা সত্যায়ন সম্পর্কে দেওয়ানি আদালতে মামলা দায়ের করা যাইবে না।

(৩) কোনো ভূমি সম্পর্কে দেওয়ানি আদালতের বা হাইকোর্টের কোনো মামলা, আপিল বা কার্যধারা বা উক্তরূপ মামলা, আপিল বা কার্যধারায় প্রদত্ত কোনো আদেশ এই আইনের বিধানসমূহ অনুযায়ী খতিয়ান অথবা ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণী প্রণয়ন অথবা সংশোধন করিবার ক্ষেত্রে কোনোরূপ প্রতিবন্ধকতা হিসাবে কার্যকর হইবে না।

৩১। বর্তমান খতিয়ানের ভিত্তিতে ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণী প্রস্তুত।—(১) ধারা ১৭ এর কার্যক্রমের পরিবর্তে সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন, ১৮৮৫ এর দশম অধ্যায় অথবা সিলেট প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৩৬ এর নবম অধ্যায় অনুযায়ী সর্বশেষ প্রস্তুতকৃত এবং চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত খতিয়ানের উপর ভিত্তি করিয়া কোনো সংশোধন ব্যতীত অথবা প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত বিবরণ সংশোধন বা রেকর্ডভুক্ত করিবার পর কোনো নির্দিষ্ট জেলা অথবা জেলার অংশ বা স্থানীয় এলাকা সম্পর্কে পঞ্চম অধ্যায় অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণী প্রস্তুত করিবার জন্য আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) যেক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো আদেশ প্রদান করা হয়, সেইক্ষেত্রে রাজস্ব কর্মকর্তা এতদুদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক প্রণীত বিধি অনুযায়ী বিবরণসমূহ, যদি থাকে, সংশোধন অথবা রেকর্ডভুক্ত করিবেন এবং ধারা ২৩, ২৪, ২৫, ২৫ক, ২৬, ২৭ এবং ২৮ এ বর্ণিত বিধান অনুসারে যথাযথ ও ন্যায়সঙ্গত খাজনা নির্ধারণ করিবেন, এবং অতঃপর অনুরূপ সংশোধিত ও রেকর্ডভুক্ত তথ্যাদি এবং অনুরূপ নির্ধারিত যথাযথ ও ন্যায়সঙ্গত খাজনা, যদি থাকে, খতিয়ানে অন্তর্ভুক্ত করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) অনুযায়ী শুদ্ধকৃত খতিয়ান এই অধ্যায়ের অধীন যথাযথভাবে সংশোধিত এবং চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য করা হইবে।

(৪) যেক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) অনুযায়ী কোনো এলাকা সম্পর্কে কোনো আদেশ প্রদান করা হয়, সেইক্ষেত্রে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন, ১৮৮৫ এর ধারা ১০৫, ১০৫ক এবং ১০৬ অথবা, ক্ষেত্রমত, সিলেট প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৩৬ এর ধারা ১২১, ১২২ এবং ১২৩ উক্ত এলাকার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না এবং উক্ত আদেশ প্রদানের তারিখে উক্ত ধারাসমূহের অধীন বিচারাধীন কোনো আবেদন, মামলা বা কার্যক্রম আর চলিবে না এবং বাতিল হইবে।

পঞ্চম অধ্যায়

ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ এবং খাজনা-গ্রহীতার স্বার্থ অধিগ্রহণ ও অন্যান্য কতিপয় স্বার্থ

৩২। ব্যাখ্যা।—এই অধ্যায়ে খাজনা-গ্রহীতা, স্বত্বাধিকারী বা মধ্যস্বত্বের অধিকারী অর্থে দ্বিতীয় অধ্যায়ের অধীন খাজনা-গ্রহীতা, স্বত্বাধিকারী বা, ক্ষেত্রমত, মধ্যস্বত্বের অধিকারী, যাহার স্বার্থ অধিগ্রহণ করা হইয়াছে, অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৩৩। **ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণী প্রস্তুত করিবার আদেশ।**—চতুর্থ অধ্যায় অনুসারে যেকোনো জেলা, জেলার অংশ-বিশেষ অথবা স্থানীয় এলাকা সম্পর্কিত খতিয়ান প্রস্তুত, সংশোধন ও চূড়ান্তভাবে প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে রাজস্ব কর্মকর্তা, নির্ধারিত ফরমে ও পদ্ধতিতে, ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণী প্রস্তুত করিবেন যাহার মধ্যে উক্ত জেলা, জেলার অংশ-বিশেষ অথবা স্থানীয় এলাকার সকল খাজনা-গ্রহীতাগণের মোট সম্পদ ও প্রকৃত আয় এবং এই অধ্যায় বা দ্বিতীয় অধ্যায়ের অধীন যাহাদের স্বার্থ অধিগ্রহণ করা হইয়াছে সেই ব্যক্তিগণকে এই আইনের বিধানাবলি অনুযায়ী প্রদেয় ক্ষতিপূরণসহ নির্ধারিত অন্যান্য বিবরণ উল্লেখ থাকিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, যে সম্পত্তি সম্পর্কে পঞ্চম ক অধ্যায় অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণী প্রস্তুত করা হইয়াছে এই অধ্যায় বা দ্বিতীয় অধ্যায়ের অধীন অধিগ্রহণকৃত এইরূপ সম্পত্তির ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণী প্রস্তুত করিবার প্রয়োজন হইবে না।

৩৪। **ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ ও পরিশোধের ক্ষেত্রে স্বত্বাধিকারী, মধ্যস্বত্বের অধিকারী এবং অন্যান্য খাজনা-গ্রহীতাগণের জন্য পৃথক ব্যবস্থা।**—এইরূপ ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণী প্রস্তুতের ক্ষেত্রে বিবরণীর সহিত সম্পর্কিত এলাকায় অবস্থিত কোনো এস্টেট, মধ্যস্বত্ব, জোত বা প্রজাস্বত্ব অথবা কোনো এস্টেট, মধ্যস্বত্ব, জোত বা প্রজাস্বত্বের অংশ-বিশেষে খাজনা আদায়কারী প্রত্যেক স্বত্বাধিকারী, মধ্যস্বত্বের অধিকারী বা অন্যান্য খাজনা-গ্রহীতা, তিনি পৃথকভাবে বা অন্যান্যদের সহিত সমন্বিতভাবে খাজনা আদায় করুন না কেন, এই অধ্যায় অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ ও প্রদানের ক্ষেত্রে পৃথকভাবে বিবেচিত হইবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, মিতক্ষরা আইন অনুযায়ী পরিচালিত অবিভক্ত হিন্দু পরিবারের ক্ষেত্রে, উক্ত পরিবারের অন্তর্ভুক্ত সকল খাজনা-গ্রহীতাগণ উক্ত উদ্দেশ্যে যৌথভাবে বিবেচিত হইবেন।

আরও শর্ত থাকে যে, যেক্ষেত্রে একাধিক স্বত্বাধিকারী, মধ্যস্বত্বের অধিকারী অথবা অন্যান্য খাজনা-গ্রহীতাগণ যৌথভাবে খাজনা আদায়ের অধিকার রাখেন, এবং উক্তরূপ আদায়ের প্রকৃত আয় অনধিক পাঁচশত টাকা, সেইক্ষেত্রে উক্ত স্বত্বাধিকারী, মধ্যস্বত্বের অধিকারী, অথবা অন্যান্য খাজনা-গ্রহীতাগণ এই অধ্যায় অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে যৌথভাবে বিবেচিত হইতে পারেন।

৩৫। **খাজনা-গ্রহীতার মোট পরিসম্পদ এবং প্রকৃত আয় গণনা।**—(১) এই অধ্যায় অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণী প্রস্তুতের উদ্দেশ্যে—

(ক) খাজনা-গ্রহীতার মোট পরিসম্পদ বলিতে তাহার অব্যবহিত অধীন প্রজা কর্তৃক উক্ত খাজনা-গ্রহীতাকে প্রদত্ত মোট খাজনা ও উপকরের সমষ্টিকে ধরিতে হইবে-

(অ) দ্বিতীয় অধ্যায় অনুযায়ী স্বার্থ অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে নোটিশে বর্ণিত তারিখের অব্যবহিত পূর্বের কৃষি বৎসরের জন্য, এবং

(আ) অন্যান্য ক্ষেত্রে চতুর্থ অধ্যায় অনুযায়ী চূড়ান্তভাবে খতিয়ান প্রকাশের অব্যবহিত পূর্বের কৃষি বৎসরের জন্য, এবং

যেক্ষেত্রে উক্ত খাজনা-গ্রহীতা এস্টেটের স্বত্বাধিকারী অথবা মধ্যস্বত্বের অধিকারী হন, এবং ধারা ২০ অনুযায়ী তাহার খাস দখলিয় জমির জন্য চতুর্থ অধ্যায় অনুযায়ী যথাযথ ও ন্যায়সঙ্গত সর্বমোট খাজনা নির্ধারিত হয়:

তবে শর্ত থাকে যে, ধারা ২৪, ২৫, ২৫ক, ২৭ এবং ২৮ এ বর্ণিত মধ্যস্বত্বের অধিকারী, রায়ত, অধীন রায়ত অথবা অকৃষি প্রজার ক্ষেত্রে উক্ত ভূমির জন্য উক্ত সকল ধারার বিধান অনুযায়ী ধার্যকৃত ও নির্ধারিত এবং চতুর্থ অধ্যায় অনুযায়ী চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত খতিয়ানে অন্তর্ভুক্ত খাজনাকে এই দফা অনুযায়ী উক্ত মধ্যস্বত্বের অধিকারী রায়ত, অধীন রায়ত অথবা অকৃষি প্রজা কর্তৃক তাহার উর্ধ্বতন ভূমি স্বত্বাধিকারীকে উক্ত ভূমির জন্য উক্ত বৎসরের প্রদেয় খাজনা মর্মে গণ্য করা হইবে;

(খ) মোট পরিসম্পদ হইতে নিম্নরূপ অর্থ বাদ দিয়া খাজনা-গ্রহীতার প্রকৃত আয় গণনা করিতে হইবে, যথা:—

(অ) মোট পরিসম্পদের সহিত সম্পর্কযুক্ত ভূমির ক্ষেত্রে, যে পরিমাণ অর্থ খাজনা-গ্রহীতা কর্তৃক সরকার বা উর্ধ্বতন ভূমি স্বত্বাধিকারীকে উক্ত বৎসরের ভূমি-রাজস্ব অথবা খাজনা ও উপকর হিসাবে প্রদেয় বলিয়া নির্ধারণ করা হয় বা হইয়াছে;

(আ) যে পরিমাণ অর্থ উক্ত সম্পত্তির বিপরীতে উক্ত বৎসরের আয়ের জন্য বঙ্গীয় কৃষি আয়কর আইন, ১৯৪৪ অনুযায়ী উক্ত খাজনা-গ্রহীতা কর্তৃক কর হিসাবে প্রদানের জন্য নির্ধারণ করা হয় বা হইয়াছে;

(ই) খাজনা-গ্রহীতা কর্তৃক আয়কর আইন, ১৯২২ অনুযায়ী যে পরিমাণ অর্থ উক্ত পরিসম্পদের অন্তর্ভুক্ত অকৃষি জমির আয় হইতে উক্ত বৎসরের জন্য কর হিসাবে প্রদানের জন্য নির্ধারণ করা হয় বা হইয়াছে;

(ঈ) উক্ত ভূমির সেচ ব্যবস্থা এবং সংস্কারমূলক কার্যাদি পরিচালনা করিবার জন্য খাজনা-গ্রহীতা কর্তৃক ব্যয়কৃত অর্থের বার্ষিক গড় পরিমাণ অর্থ, যদি থাকে; এবং

(ই) মোট সম্পদের শতকরা বিশ ভাগের অধিক নহে এইরূপ পরিমাণ চার্জ আদায়।

(২) রাজস্ব কর্মকর্তা উপ-ধারা (১) এর দফা (খ) এর (অ), (আ), (ই) উপ দফায় বর্ণিত অর্থ হিসাবের ক্ষেত্রে, অথবা উক্ত দফার (ঈ) এবং (উ) উপ-দফায় বর্ণিত ব্যয় এবং চার্জ নির্ধারণ করিবার ক্ষেত্রে, সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে প্রণীত বিধিমালা দ্বারা পরিচালিত হইবেন।

৩৬। **কর্তৃপক্ষের অবাধ্য স্বত্বাধিকারীর প্রকৃত আয়।**—ধারা ৩৫ এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, অবাধ্য স্বত্বাধিকারীর অস্থায়ীভাবে বন্দোবস্তকৃত ব্যক্তিগত ভূ-সম্পত্তির ক্ষেত্রে ধারা ৩৫ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) এর উপ-দফা (অ) অথবা (আ) এ উল্লিখিত কৃষি বৎসরে উক্তরূপ স্বত্বাধিকারীকে প্রদেয় মালিকানাকে ধারা ৩৫ অনুযায়ী হিসাবকৃত উক্তরূপ স্বত্বাধিকারীর প্রকৃত আয় হিসাবে গণ্য করা হইবে।

[৭][৩৬ক। **শেইর (Sair) ক্ষতিপূরণ ভাতা গ্রহণকারীর প্রকৃত আয়।**—ধারা ৩৫ এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, শেইর ক্ষতিপূরণ ভাতা, যাহা বাজারের জমিতে আরোপিত শুল্ক ও কর অবলুপ্তির কারণে ভূমির স্বত্বাধিকারীকে প্রদান করা হইয়াছিল, ধারা ৩৫ অনুযায়ী হিসাবের ক্ষেত্রে বার্ষিক প্রদেয় উক্ত পরিমাণ শেইর ক্ষতিপূরণ ভাতা গ্রহণকারীর প্রকৃত আয় হিসাবে গণ্য হইবে।]

---

৭ ধারা ৩৬ক ১৯৭১ সনের পূর্ব পাকিস্তান অধ্যাদেশ নং ১ দ্বারা সন্নিবেশিত।

৩৭। **খাজনা-গ্রহীতার স্বত্বের জন্য ক্ষতিপূরণের হার।**—ধারা ৩৫ এবং ৩৬ অনুযায়ী প্রকৃত আয় পরিমাপ করিবার পর খাজনা-গ্রহীতার স্বত্ব অধিগ্রহণ বিষয়ে প্রদেয় ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নিম্নরূপভাবে নির্ধারণ করিতে হইবে:

(১) যেক্ষেত্রে খাজনা-গ্রহীতা কোনো এস্টেটের স্বত্বাধিকারী, স্থায়ী মধ্যস্বত্ব বা প্রজাস্বত্বের অধিকারী অথবা কোনো রায়ত বা অধীন রায়ত, সেইক্ষেত্রে উক্ত খাজনা-গ্রহীতার স্বত্ব অধিগ্রহণজনিত ক্ষতিপূরণ তাহার প্রাদেশিক খাজনা গ্রহণ সম্পর্কিত স্বার্থ হইতে উদ্ভূত প্রকৃত আয়ের উপর ভিত্তি করিয়া নিম্নরূপ সারণি অনুযায়ী নির্ধারণ করা হইবে; যথা:—

মোট প্রকৃত আয়ের পরিমাণ	**প্রদানযোগ্য ক্ষতিপূরণের হার**
(ক) যেক্ষেত্রে পরিমাপকৃত প্রকৃত আয় ৫০০ টাকার অধিক নহে।	উক্তরূপ প্রকৃত আয়ের দশ গুণ।
(খ) যেক্ষেত্রে পরিমাপকৃত প্রকৃত আয় ৫০০ টাকার অধিক, কিন্তু ২০০০ টাকার অধিক নহে।	উক্তরূপ প্রকৃত আয়ের আট গুণ অথবা উপরের (ক) আইটেম অনুসারে অতিরিক্ত প্রকৃত আয় দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত (ক) আইটেমের সর্বোচ্চ পরিমাণ, যাহা অধিকতর হয়।
(গ) যেক্ষেত্রে প্রকৃত আয় ২০০০ টাকার অধিক, কিন্তু ৫০০০ টাকার অধিক নহে।	উক্তরূপ প্রকৃত আয়ের সাত গুণ অথবা উপরের (খ) আইটেম অনুসারে অতিরিক্ত প্রকৃত আয় দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত (খ) আইটেমের সর্বোচ্চ পরিমাণ, যাহা অধিকতর হয়।
(ঘ) যেক্ষেত্রে প্রকৃত আয় ৫০০০ টাকার অধিক, কিন্তু ১০,০০০ টাকার অধিক নহে।	উক্তরূপ প্রকৃত আয়ের ছয় গুণ অথবা উপরের (গ) আইটেম অনুসারে অতিরিক্ত প্রকৃত আয় দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত (গ) আইটেমের সর্বোচ্চ পরিমাণ, যাহা অধিকতর হয়।
(ঙ) যেক্ষেত্রে প্রকৃত আয় ১০,০০০ টাকার অধিক, কিন্তু ২৫,০০০ টাকার অধিক নহে।	উক্তরূপ প্রকৃত আয়ের পাঁচ গুণ অথবা উপরের (ঘ) আইটেম অনুসারে অতিরিক্ত প্রকৃত আয় দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত (ঘ) আইটেমের সর্বোচ্চ পরিমাণ, যাহা অধিকতর হয়।
(চ) যেক্ষেত্রে প্রকৃত আয় ২৫,০০০ টাকার অধিক, কিন্তু ৫০,০০০ টাকার অধিক নহে।	উক্তরূপ প্রকৃত আয়ের চার গুণ অথবা উপরের (ঙ) আইটেম অনুসারে অতিরিক্ত প্রকৃত আয় দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত (ঙ) আইটেমের সর্বোচ্চ পরিমাণ, যাহা অধিকতর হয়।
(ছ) যেক্ষেত্রে প্রকৃত আয় ৫০,০০০ টাকার অধিক, কিন্তু ১,০০,০০০ টাকার অধিক নহে।	উক্তরূপ প্রকৃত আয়ের তিন গুণ অথবা উপরের (চ) আইটেম অনুসারে অতিরিক্ত প্রকৃত আয় দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত (চ) আইটেমের সর্বোচ্চ পরিমাণ, যাহা অধিকতর হয়।
(জ) যেক্ষেত্রে প্রকৃত আয় ১,০০,০০০ টাকা অতিক্রম করে।	উক্তরূপ প্রকৃত আয়ের দ্বিগুণ অথবা উপরের (ছ) আইটেম অনুসারে অতিরিক্ত প্রকৃত আয় দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত (ছ) আইটেমের সর্বোচ্চ পরিমাণ, যাহা অধিকতর হয়।

(২) যেক্ষেত্রে খাজনা-গ্রহীতা অস্থায়ী মধ্যস্বত্বের অথবা অস্থায়ী মেয়াদে অন্য কোনো প্রজাস্বত্বের অধিকারী হন, সেইক্ষেত্রে উক্ত খাজনা-গ্রহীতার স্বার্থ অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে উক্ত খাজনা-গ্রহীতার ঊর্ধ্বতন স্বত্বাধিকারীর অধিগ্রহণ করিবার জন্য এই অধ্যায় অনুযায়ী ঊর্ধ্বতন স্বত্বাধিকারীকে প্রদেয় ক্ষতিপূরণ হইতে উক্ত খাজনা-গ্রহীতাকে প্রদেয় ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইবে; এবং রাজস্ব কর্মকর্তা এই আইনের অধীন প্রণীত বিধিমালা সাপেক্ষে, ক্ষতিপূরণের অর্থ অস্থায়ী রায়তি স্বত্ব বা প্রজাস্বত্বের অধিকারী এবং তাহার ঊর্ধ্বতন ভূমি মালিকের মধ্যে বণ্টন করিবেন; এবং উক্ত অংশ ভাগ করিবার সময় রাজস্ব কর্মকর্তা অস্থায়ী রায়তি স্বত্বের মেয়াদের অবশিষ্ট সময় বিবেচনায় রাখিবেন; এবং

(৩) যেক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অথবা আংশিকভাবে ওয়াকফ, ওয়াকফ-আল-আওলাদ, দেবোত্তর অথবা অন্য কোনো ট্রাস্ট অথবা আইনত বাধ্যবাধকতার অধীন কোনো এস্টেট, মধ্যস্বত্ব, জোত অথবা প্রজাস্বত্বের প্রকৃত আয় অথবা প্রকৃত আয়ের কোনো অংশ কোনো ব্যক্তির জন্য আর্থিক সুবিধা সংরক্ষণ ব্যতীত দাতব্য অথবা ধর্মীয় উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ ও কার্যকর করা হইয়াছে, সেইক্ষেত্রে খাজনা-গ্রহীতার উক্তরূপ উৎসর্গকৃত ও প্রযোজ্য প্রকৃত আয় অথবা প্রকৃত আয়ের অংশ-বিশেষের বিপরীতে স্বার্থ অধিগ্রহণের জন্য প্রদেয় ক্ষতিপূরণ দফা (১) অনুযায়ী ধার্য করিবার পরিবর্তে বার্ষিক বৃত্তি হিসাবে নির্ধারিত পদ্ধতিতে ধার্য করা হইবে যাহার পরিমাণ উক্ত প্রকৃত আয় অথবা, ক্ষেত্রমত, আয়ের অংশের সমান হইবে।

৩৮। একাধিক এলাকায় অবস্থিত খাজনা-গ্রহীতার স্বার্থের ক্ষতিপূরণ বিবরণী প্রস্তুত।—যেক্ষেত্রে কোনো খাজনা-গ্রহীতা একাধিক এলাকায় অবস্থিত খাজনা গ্রহণের স্বার্থের অধিকারী হন, সেইক্ষেত্রে উক্ত স্বার্থ অধিগ্রহণে প্রদেয় ক্ষতিপূরণের পরিমাণ এবং উক্ত স্বার্থ সম্পর্কিত ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণী এতদুদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক প্রণীত বিধিমালা অনুযায়ী নির্ধারণ ও প্রস্তুত করা হইবে।

৩৯। খাসজমির জন্য ক্ষতিপূরণের হার।—(১) খাজনা-গ্রহীতা, রায়তি কৃষক, অধীন রায়তি কৃষক অথবা অকৃষি প্রজা ধারা ২০ অনুযায়ী যে সকল ভূমি অধিকারে রাখিতে পারিবে না, সেই খাস দখলীয় ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে নিম্নরূপ বিবরণী অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করা হইবে:—

	ভূমির শ্রেণি	**প্রদানযোগ্য ক্ষতিপূরণের হার**
(ক)	পুকুরসহ চাষাবাদ বা উদ্যানের জন্য ব্যবহৃত ভূমির জন্য	উক্ত ভূমি হইতে প্রাপ্ত বার্ষিক লভ্যাংশের পাঁচ গুণ।
(খ)	যে সকল ভূমির উপর হাট অথবা বাজার বসে সেই সকল ভূমির জন্য	উক্ত হাট অথবা বাজার হইতে প্রাপ্ত বার্ষিক লভ্যাংশের পাঁচ গুণ।
(গ)	আবাদযোগ্য অথবা সংস্কারের পর আবাদযোগ্য ভূমির জন্য-	
	(অ) লাভজনক ভূমি	উক্ত ভূমি হইতে প্রাপ্ত বার্ষিক লভ্যাংশের পাঁচ গুণ, অথবা এতদুদ্দেশ্যে রাজস্ব কর্মকর্তা কর্তৃক নির্ধারিত পার্শ্ববর্তী একই পরিমাপের আবাদযোগ্য ভূমির বার্ষিক রায়তি খাজনার দশ গুণ, যাহা অধিকতর হয়।
	(আ) অলাভজনক ভূমি	একর প্রতি দশ টাকা।

[৮][(ঘ)	মৎস্য খামার বা বনাঞ্চল অথবা ফেরিঘাটের জন্য ব্যবহৃত ভূমির জন্য	উক্ত ভূমি হইতে প্রাপ্ত বার্ষিক লভ্যাংশের পাঁচ গুণ।
(ঘ১)	জঙ্গাল, জলপ্রবাহ অথবা মৎস্য খামার নহে এইরূপ জলাভূমি এবং বালুকাময় চর অথবা অন্যান্য অনাবাদী জমি যেমন রাস্তা, পথ, সাধারণের জন্য গোরস্থান বা শ্মশানঘাট, নদী, খাল ও জলপ্রবাহ যাহা জনসাধারণ তাহাদের স্বাভাবিক অথবা প্রথাগত অধিকার দ্বারা অথবা বর্তস্বত্বের অধিকার দ্বারা ব্যবহার করে।	উক্ত ভূমি হইতে প্রাপ্ত বার্ষিক লভ্যাংশের পাঁচ গুণ।]
(ঙ)	খালি অকৃষি ভূমির জন্য	নির্ধারিত পদ্ধতিতে ধার্যকৃত বার্ষিক ভূমি ইজারা মূল্যের পাঁচ গুণ।
(চ)	ইমারতসহ ভূমির জন্য-	
	(অ) ভূমি....	নির্ধারিত পদ্ধতিতে ধার্যকৃত বার্ষিক ভূমি ইজারা মূল্যের পাঁচগুণ।
	(আ) ইমারত....	নির্ধারিত পদ্ধতিতে ধার্যকৃত অপচয় বাদ দিয়া প্রকৃত নির্মাণ খরচ।

[৯][(১ক) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যে ভূমিতে হাট বা বাজার বসে অথবা যে ভূমিতে বনাঞ্চল অথবা মৎস্য খামার আছে অথবা যাহা খেয়াঘাট হিসাবে ব্যবহৃত হয় উক্তরূপ ওয়াকফ, ওয়াকফ-আল-আওলাদ, দেবোত্তর বা অন্য কোনো ট্রাস্ট্রের অধীন খাসজমি অথবা সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করা হইয়াছে এবং যাহার আয় কোনো ব্যক্তি বিশেষের আর্থিক সুবিধা সংরক্ষণ ব্যতিরেকে কেবল ধর্মীয় অথবা দাতব্য উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হইয়াছে এইরূপ ভূমি অধিগ্রহণের জন্য প্রদেয় ক্ষতিপূরণ উক্ত উপ-ধারায় উল্লিখিত বিবরণী অনুযায়ী নির্ধারণ করিবার পরিবর্তে নির্ধারিত পদ্ধতিতে ধার্যকৃত উক্ত প্রযোজ্য বার্ষিক গড় আয়ের সমপরিমাণ অর্থ বার্ষিক বৃত্তি হিসাবে ধার্য করা হইবে, কিন্তু উক্ত বৃত্তির পরিমাণ এই ধারার বিধান অনুযায়ী নির্ধারিত উক্ত ভূমি হইতে প্রাপ্ত প্রকৃত বার্ষিক লভ্যাংশের অতিরিক্ত হইবে না:

[৮] দফা (ঘ) পূর্ব বঙ্গ রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব (দ্বিতীয় সংশোধনী) অধ্যাদেশ, ১৯৬০ (১৯৬০ সনের পূর্ব পাকিস্তান অধ্যাদেশ নং ১২) এরধারা ৭ বলে প্রতিস্থাপিত।

[৯] উপ-ধারা (১ক) পূর্ব বঙ্গ রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব (দ্বিতীয় সংশোধনী) অধ্যাদেশ, ১৯৬০ (১৯৬০ সনের পূর্ব পাকিস্তান অধ্যাদেশ নং ১২) এর ধারা ৭ বলে সন্নিবেশিত।

তবে শর্ত থাকে যে, যেক্ষেত্রে ওয়াকফ, ওয়াকফ-আল-আওলাদ, দেবোত্তর বা অন্য কোনো ট্রাস্টের অধীন ভূমি হইতে আয়ের একটি অংশ কোনো বিশেষ ধর্মীয় অথবা দাতব্য উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয় এবং অন্য অংশ-বিশেষ কোনো ব্যক্তির আর্থিক সুবিধা লাভের জন্য সংরক্ষণ করা হয়, ভূমির কেবল সেই অংশ, যাহা সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে, এই ধারার আওতাভুক্ত হইবে।]

(২) উপ-ধারা (১) ও (১ক) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, জমির শ্রেণিবিন্যাসের ক্ষেত্রে যেকোনো মতানৈক্য নির্ধারিত রাজস্ব কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে, এবং উক্ত বিষয়ে তাহার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) ও (গ) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, জমি হইতে প্রকৃত বার্ষিক লভ্যাংশ নিম্নরূপ পদ্ধতিতে নির্ধারণ করা হইবে:-

(ক) যে বৎসরের জন্য নির্ধারণ বিবরণী প্রস্তুত করা হইবে উহার অব্যবহিত পূর্বের দশ বৎসরের প্রত্যেক প্রকার ফসলের গড় মূল্যের সহিত নির্ধারিত পদ্ধতিতে জমির স্বাভাবিক বার্ষিক উৎপাদন গুণপূর্বক জমির বার্ষিক উৎপাদনের মোট মূল্য গণনা করা হইবে;

(খ) জমির বার্ষিক উৎপাদনের মোট মূল্য হইতে নিম্নরূপ বিষয়সমূহ বাদ দিয়া প্রকৃত বার্ষিক লভ্যাংশ পরিমাপ করিতে হইবে:-

(অ) আবাদের খরচ হিসাবে নির্ধারিত পদ্ধতিতে ধার্যকৃত অর্থ যাহার পরিমাণ ভূমির বার্ষিক উৎপাদনের মোট মূল্যের শতকরা পঞ্চাশ ভাগের অধিক হইবে না;

(আ) জমির বার্ষিক রাজস্ব বা খাজনা ও উপকর হিসাবে খাজনা-গ্রহীতা, রায়তি কৃষক, অধীন রায়তি কৃষক বা অকৃষি প্রজা কর্তৃক প্রদেয় নির্ধারিত অর্থ; এবং

(ই) বঙ্গীয় কৃষি আয়কর আইন, ১৯৪৪ অনুযায়ী উক্ত জমির আয়ের জন্য কর হিসাবে খাজনা-গ্রহীতা, রায়তি কৃষক, অধীন রায়তি কৃষক অথবা অকৃষি প্রজা কর্তৃক প্রদেয় নির্ধারিত অর্থ; এবং

(ঈ) আয়কর আইন, ১৯২২ অনুযায়ী উক্ত জমির আয়ের জন্য কর হিসাবে খাজনা-গ্রহীতা অথবা অকৃষি প্রজা কর্তৃক প্রদেয় নির্ধারিত অর্থ।

(৪) উপ-ধারা (১) এর দফা (খ) (ঘ) ও (ঘ১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, প্রকৃত বার্ষিক আয় অর্থে এতদুদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক প্রণীত বিধিমালা অনুযায়ী রাজস্ব কর্মকর্তা কর্তৃক নির্ধারিত প্রকৃত বার্ষিক আয়কে বুঝাইবে।

(৫) যেক্ষেত্রে রায়তি কৃষক বা অধীন রায়তি কৃষক অথবা অকৃষি প্রজা কর্তৃক অধিকৃত ভূমি, যাহার জন্য উপ-ধারা (১) অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ প্রদেয়, বন্ধক অবস্থায় রহিয়াছে, সেইক্ষেত্রে উক্ত উপ-ধারা অনুযায়ী প্রদেয় ক্ষতিপূরণ উক্ত রায়তি কৃষক, অধীন রায়তি কৃষক অথবা অকৃষি প্রজা ও তাহার বন্ধক-গ্রহীতার মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে; এবং রাজস্ব কর্মকর্তা এতদুদ্দেশ্যে এই আইনের অধীন প্রণীত বিধিমালা অনুযায়ী উক্ত ক্ষতিপূরণ ভাগ করিয়া দিবেন; এবং উক্ত ভাগ করিবার সময় রাজস্ব কর্মকর্তা খাই-খালাসি বন্ধকের ক্ষেত্রে উক্ত বন্ধকের অসমাপ্ত সময়কে বিবেচনায় রাখিবেন।

৪০। ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণী প্রাথমিকভাবে প্রকাশ।—খাজনা-গ্রহীতার স্বার্থ অধিগ্রহণ এবং এই অধ্যায়ের অধীন অধিগ্রহণযোগ্য বা দ্বিতীয় অধ্যায় অনুযায়ী অধিগ্রহণ করা হইয়াছে এইরূপ খাজনা-গ্রহীতা, রায়তি কৃষক, অধীন রায়তি কৃষক এবং অকৃষি প্রজার খাস জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে ধারা ৩৭, ৩৮ এবং ৩৯ অনুযায়ী প্রদেয় ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারিত হইবার পর ধারা ৩৩ অনুযায়ী রাজস্ব কর্মকর্তা ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণী প্রস্তুত করিবেন; এবং উক্ত বিবরণী প্রস্তুত হইবার পর রাজস্ব কর্মকর্তা উহার খসড়া নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও সময়ের জন্য প্রকাশ করিবেন যাহা ত্রিশ দিনের কম হইবে না এবং উক্ত প্রকাশের সময়ের মধ্যে ইহাতে কোনো কিছু অন্তর্ভুক্ত করা অথবা ইহা হইতে কোনো কিছু বাদ দেওয়া সম্পর্কে আপত্তি গ্রহণ ও বিবেচনা করিবেন এবং সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে প্রণীত বিধিমালা অনুযায়ী উক্ত আপত্তির নিষ্পত্তি করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, এই ধারার অধীন কোনো আপত্তি করা চলিবে না—

(ক) এইরূপ যেকোনো ব্যক্তি কর্তৃক যিনি খসড়া ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণীতে অন্তর্ভুক্ত কোনো ক্ষতিপূরণ দাবি করেন না; অথবা

(খ) উক্ত বিবরণীতে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে এইরূপ কোনো খাজনার পরিমাণ সম্পর্কে যাহা ধারা ৫ অথবা চতুর্থ অধ্যায় অথবা ধারা ৪৬ক এর উপ-ধারা (২) অনুযায়ী নির্ধারিত হইয়াছে।

(২) কোনো জেলায় অথবা জেলার অংশে অথবা স্থানীয় এলাকায় অবস্থিত বিভিন্ন গ্রাম অথবা গ্রামসমূহের জন্য অথবা এক বা একাধিক ব্যক্তি যাহার বা যাহাদের বিভিন্ন এলাকায় থাকা স্বার্থের বিষয়ে চতুর্থ অধ্যায় অনুযায়ী খতিয়ান প্রস্তুত, বা সংশোধন এবং চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে তাহার বা তাহাদের নিমিত্ত উপ-ধারা (১) অনুযায়ী ভিন্ন খসড়া ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণী প্রস্তুত ও প্রকাশ করা যাইবে।

৪১। উর্ধ্বতন রাজস্ব কতৃর্পক্ষের নিকট আপিল।—ধারা ৪০ এর উপ-ধারা (১) অনুযায়ী রাজস্ব কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিটি আদেশের বিরুদ্ধে উক্ত আদেশ প্রদানের তারিখ হইতে দুই মাসের মধ্যে নির্ধারিত উর্ধ্বতন রাজস্ব কর্তৃপক্ষের নিকট আপিল করা যাইবে; এবং উক্ত উর্ধ্বতন রাজস্ব কর্তৃপক্ষ এতদুদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক প্রণীত বিধিমালা অনুযায়ী উক্ত আপিল বিবেচনা ও নিষ্পত্তি করিবেন।

৪২। ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণীর চূড়ান্ত প্রকাশ।—যেক্ষেত্রে উক্তরূপ সকল আপত্তি ও আপিল নিষ্পত্তি করা হইয়াছে, সেইক্ষেত্রে খসড়া ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণীতে রাজস্ব কর্মকর্তা উক্তরূপ পরিবর্তন সাধন করিবেন যাহা ধারা ৪০ এর উপ-ধারা (১) অনুযায়ী আনীত আপত্তি বা ধারা ৪১ অনুযায়ী আপিলের পরিপ্রেক্ষিতে প্রদত্ত আদেশ কার্যকর করিবার জন্য প্রয়োজন হয় এবং উক্ত পরিবর্তিত বিবরণী নির্ধারিত পদ্ধতিতে চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করিবেন এবং উক্ত প্রকাশনা এই অধ্যায়ের অধীন ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণী সঠিকভাবে প্রস্তুত হইয়াছে উহার চূড়ান্ত সাক্ষ্য হিসাবে গণ্য হইবে এবং চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণীর প্রতিটি ভুক্তি, অতঃপর বর্ণিত ব্যতিক্রম সাপেক্ষে, উক্ত ভুক্তিতে বর্ণিত বিষয়ে খাজনা-গ্রহীতার স্বার্থের প্রকৃতি, ভূমির সঠিক পরিমাণ ও স্বত্বের দাবিদারগণের মধ্যে ক্ষতিপূরণ বণ্টনের চূড়ান্ত সাক্ষ্য বলিয়া গণ্য হইবে।

৪৩। ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণীর চূড়ান্ত প্রকাশনা সম্পর্কে সার্টিফিকেট ও অনুমান।―(১) যেক্ষেত্রে ধারা ৪২ অনুযায়ী কোনো ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণী চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত হইয়াছে, সেইক্ষেত্রে কমিশনার কর্তৃক প্রদত্ত সাধারণ অথবা বিশেষ আদেশে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে রাজস্ব কর্মকর্তা উক্ত চূড়ান্ত প্রকাশনা এবং উহার তারিখের ঘটনা বর্ণনাক্রমে একটি সার্টিফিকেট তৈরি করিবেন এবং উহাতে তারিখ উল্লেখপূর্বক তাহার নাম ও পদমর্যাদাসহ স্বাক্ষর করিবেন।

(২) ধারা ৪২ অনুযায়ী কোনো গ্রাম বা গ্রামসমূহ অথবা স্থানীয় এলাকা সম্পর্কে ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণী চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত হইবার পর সরকার, প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উক্ত প্রজ্ঞাপনে তারিখ এবং চূড়ান্ত প্রকাশনার বিষয় বর্ণনা করিয়া, ঘোষণা প্রদান করিবে যে, উক্ত গ্রাম, অথবা গ্রামসমূহ অথবা, ক্ষেত্রমত, স্থানীয় এলাকার জন্য ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণী চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত হইয়াছে; এবং উক্ত প্রজ্ঞাপন উক্ত প্রকাশনা ও তারিখের চূড়ান্ত প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইবে।

৪৪। স্বত্বাধিকারী, মধ্যস্বত্বের অধিকারী ও অন্যান্য খাজনা-গ্রহীতার স্বার্থ ও কতিপয় খাসজমি সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ ও ন্যস্তকরণ এবং উহার ফলাফল।―আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে অথবা এই আইনের দ্বিতীয় অধ্যায় অথবা অন্য কোনো চুক্তিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ধারা ৩ এর উপ-ধারা (৪) এর দফা (ক) (খ) (গ) ও (ঘ), এবং ধারা ৪৬ঙ এর উপ-ধারা (৩) এর বিধানাবলি সাপেক্ষে, ধারা ৪৩ এর উপ-ধারা (২) অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণী চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত হইয়াছে এই মর্মে ঘোষণা করিয়া সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন জারির পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নরূপ ফলাফলের উদ্ভব হইবে, যথা:-

(১) সকল স্বত্বাধিকারীর এস্টেটে নিহিত সকল স্বত্বে, সকল মধ্যস্বত্বের অধিকারীর এবং বিবরণীভুক্ত এলাকায় পত্তনভুক্ত জোত অথবা প্রজাস্বত্বে নিহিত অন্য সকল খাজনা-গ্রহীতার স্বার্থ বা উক্ত এলাকাভুক্ত এস্টেট, মধ্যস্বত্ব, জোত অথবা, ক্ষেত্রমত, প্রজাস্বত্বের অংশ-বিশেষের স্বার্থসহ উক্ত সকল ভূস্বামী, মধ্যস্বত্বের অধিকারী এবং অন্য খাজনা-গ্রহীতার বা উক্ত এলাকাভুক্ত এস্টেট, মধ্যস্বত্ব, জোত বা প্রজাস্বত্ব বা উক্ত এস্টেট মধ্যস্বত্ব, জোত বা প্রজাস্বত্বের অংশ-বিশেষের ভূমি যাহা উক্ত স্বত্বাধিকারী, মধ্যস্বত্বের অধিকারী এবং অন্য খাজনা-গ্রহীতার খাস দখলে থাকে, উহাতে নিহিত অধিকার ও ইতঃপূর্বে দ্বিতীয় অধ্যায় অনুযায়ী অথবা ধারা ৪৬ঙ এর উপ-ধারা (৩) অনুযায়ী অধিগ্রহণ করা হইয়াছে এইরূপ অধিকার ব্যতীত উক্ত এস্টেট, মধ্যস্বত্ব, জোত অথবা প্রজাস্বত্ব বা উক্ত এস্টেট, মধ্যস্বত্ব, জোত অথবা প্রজাস্বত্বের অংশ- বিশেষের জমির মাটির নিচে নিহিত খনিজসম্পদসহ খাজনা-গ্রহীতার সকল স্বার্থসহ জমির অধিকার সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন জারির পরবর্তী কৃষি বৎসরের প্রথম তারিখ হইতে সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইয়াছে মর্মে গণ্য হইবে এবং দফা (২) এ বর্ণিত উক্ত ভূস্বামী, মধ্যস্বত্বের অধিকারী এবং অন্যান্য খাজনা-গ্রহীতার স্বার্থসাপেক্ষে সকল প্রকার দায়মুক্ত অবস্থায় সরকারের উপর সম্পূর্ণভাবে ন্যস্ত হইবে;

(২) প্রত্যেক স্বত্বাধিকারী, মধ্যস্বত্বের অধিকারী এবং অন্য খাজনা-গ্রহীতা যাহার বিবরণীর সহিত সম্পর্কযুক্ত এলাকায় অবস্থিত কোনো এস্টেট, মধ্যস্বত্ব বা জোত বা প্রজাস্বত্বের বা কোনো এস্টেট, মধ্যস্বত্ব অথবা জোত অথবা প্রজাস্বত্বের অংশ-বিশেষে নিহিত স্বার্থ, যেখানে যাহা প্রযোজ্য, এই আইন অনুযায়ী অধিগ্রহণ করা হইয়াছে, তিনি চতুর্থ অধ্যায় অনুযায়ী যে সকল জমি দখলে রাখিবার অধিকারী, উহা সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন জারির পরবর্তী কৃষি বৎসরের প্রথম দিন হইতে এই আইনের বিধান সাপেক্ষে সরকারের অধীন সরাসরি প্রজা হিসাবে দখলে রাখিবার অধিকারী হইবে এবং উক্ত ভূমির জন্য সরকারকে খাজনা প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবে;

(৩) যে সকল ভূমি রায়ত, অধীন রায়ত, অথবা অকৃষি প্রজা চতুর্থ অধ্যায় অনুযায়ী দখলে রাখিবার অধিকারী তাহার অতিরিক্ত বিবরণীর সহিত সম্পর্কযুক্ত এলাকায় অবস্থিত রায়ত, অধীন রায়ত ও অকৃষি প্রজার স্বার্থসহ ইতঃপূর্বে এই আইনের অন্য কোনো বিধান অনুযায়ী অধিগ্রহণ করা হইয়াছে এই রকম স্বার্থ ব্যতীত অধিকৃত অতিরিক্ত সকল জমির মাটির নিচে নিহিত স্বার্থ ও সেখানে নিহিত সকল অধিকার সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন জারির পরবর্তী কৃষি সনের প্রথম দিন হইতে সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইয়াছে মর্মে গণ্য হইবে এবং সকল প্রকার দায়মুক্ত অবস্থায় উহা সরকারের উপর সম্পূর্ণভাবে ন্যস্ত হইবে;

(৪) উক্ত প্রজ্ঞাপন জারির পরবর্তী কৃষি সনের প্রথম তারিখের অব্যবহিত পূর্বে বিবরণীর সহিত সম্পর্কযুক্ত এলাকায় অবস্থিত জমির অধিকারী সকল রায়তি কৃষক, অধীন রায়তি কৃষক এবং অন্য কোনো প্রজা, যদি তাহারা ইতঃপূর্বে এই আইনের অন্য কোনো বিধান অনুযায়ী সরকারের সরাসরি প্রজা না হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহারা উক্ত কৃষি সনের প্রথম তারিখ হইতে কার্যকরী সরকারের অধীন প্রজা হইবে এবং এই আইনের বিধান সাপেক্ষে উক্তরূপ ভূমি যাহা দফা (৩) অনুযায়ী বা এই আইনের অন্য কোনো বিধান অনুযায়ী সরকারের উপর ন্যস্ত হয় নাই, তাহা দখলে রাখিবার অধিকারী হইবেন এবং উক্ত অধিকৃত ভূমির জন্য সরকারকে খাজনা প্রদানে দায়ী থাকিবেন;

(৫) ধারা ৩ এর উপ-ধারা (৪) এর দফা (খ) এ বর্ণিত বকেয়া রাজস্ব, উপকর ও সুদ ব্যতীত অন্য সকল বকেয়া রাজস্ব, উপকর ও সুদ, যদি থাকে, বিবরণীর সহিত সম্পর্কযুক্ত এলাকায় অবস্থিত এস্টেট সম্পর্কে প্রজ্ঞাপন জারির পরবর্তী কৃষি সনের প্রথম দিনে বৈধভাবে প্রাপ্য থাকিলে, উহা উক্ত কৃষি সনের প্রথম দিনের পর বিদায়ী মালিকের নিকট হইতে আদায়যোগ্য বলিয়া মর্মে বিবেচিত হইবে এবং কালেক্টর কর্তৃক উক্তরূপ আদেশ প্রদান করা হইলে আদায়ের অন্যান্য পদ্ধতিকে ক্ষুণ্ন না করিয়া, উক্ত স্বত্বাধিকারীকে প্রদেয় ক্ষতিপূরণের অর্থ হইতে উক্ত বকেয়া উপকর এবং সুদের অর্থ কাটিয়া রাখিবার মাধ্যমে উহা আদায়যোগ্য হইবে;

(৬) বেঙ্গাল ইমব্যাংকমেন্ট অ্যাক্ট, ১৮৮২ বা ইস্ট বেঙ্গাল ইমব্যাংকমেন্ট অ্যান্ড ড্রেইনেজ অ্যাক্ট, ১৯৫২ অনুযায়ী খাজনা-গ্রহীতার নিকট সরকার কর্তৃক আদায়যোগ্য সকল অর্থ যাহা প্রজ্ঞাপন জারির পরবর্তী কৃষি সনের ১লা তারিখে প্রাপ্য থাকে এবং যাহা ধারা ৩ এর উপ-ধারা (৪) এর দফা (ঘ) অনুযায়ী ইতঃপূর্বে অন্তর্ভুক্ত হয় নাই উক্ত অর্থ বেঙ্গাল ইমব্যাংকমেন্ট অ্যাক্ট, ১৮৮২ অথবা ইস্ট বেঙ্গাল ইমব্যাংকমেন্ট এন্ড ড্রেইনেজ অ্যাক্ট, ১৯৫২ অনুযায়ী, বকেয়া পাওনা হিসাবে হউক অথবা ভবিষ্যতের কিস্তি হিসাবে হউক, কালেক্টর কর্তৃক উক্তরূপ আদেশ প্রদান করা হইলে আদায়ের অন্যান্য পদ্ধতিকে ক্ষুণ্ণ না করিয়া আদায়যোগ্য অর্থের সহিত সম্পর্কযুক্ত জমির অধিকার অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে খাজনা-গ্রহীতাকে প্রদেয় ক্ষতিপূরণের অর্থ হইতে উক্ত বকেয়া পাওনা এবং ভবিষ্যতের কিস্তির অর্থ কাটিয়া রাখিবার মাধ্যমে উহা আদায়যোগ্য হইবে

[১] [(৬ক) বেঙ্গাল এগ্রিকালচারাল ইনকাম ট্যাক্স অ্যাক্ট, ১৯৪৪ অনুযায়ী কোনো ব্যক্তির নিকট হইতে সরকারের আদায়যোগ্য বকেয়া কৃষি আয়কর, যাহা উক্ত প্রজ্ঞাপন জারির পরবর্তী কৃষি সনের প্রথম তারিখে প্রাপ্য থাকে ও যাহা ইতোমধ্যে ধারা ৩ এর উপ-ধারা (৪) এর দফা (ঘঘ) এর অন্তর্ভুক্ত হয় নাই, কালেক্টর কর্তৃক উক্তরূপ আদেশ প্রদান করা হইলে আদায়ের অন্যান্য উপায়কে ক্ষুণ্ণ না করিয়া, সম্পর্কযুক্ত স্বার্থ অথবা জমির ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তিকে প্রদানযোগ্য ক্ষতিপূরণের অর্থ হইতে ধারা ৫৮ অনুযায়ী আদায়যোগ্য উক্ত বকেয়া অর্থ কাটিয়া রাখিবার মাধ্যমে আদায় করা যাইবে;]

(৭) উক্ত প্রজ্ঞাপন জারির পরবর্তী কৃষি সনের প্রথম তারিখে পূর্ববর্তী যেকোনো সময়ের উক্ত বিবরণীর সহিত সম্পর্কিত কোনো মধ্যস্বত্ব, জোত অথবা জমির বকেয়া খাজনা এবং উপকর, তৎসহ সুদ যাহা তামাদি হইয়া যায় নাই অথবা ইতঃপূর্বে ধারা ৩ এর উপ-ধারা (৪) এর দফা (গ) অনুযায়ী সরকারের উপর ন্যস্ত হয় নাই, উক্ত কৃষি সনের প্রথম তারিখে অথবা প্রথম তারিখ হইতে সরকারের উপর ন্যস্ত হইবে এবং সরকার কর্তৃক আদায়যোগ্য হইবে ও আদায়ের অন্যান্য পদ্ধতিকে ক্ষুণ্ণ না করিয়া, কালেক্টর কর্তৃক আদেশ প্রদান করা হইলে উক্ত ব্যক্তির নিকট হইতে ধারা ৫৮ অনুযায়ী উক্ত ব্যক্তিকে প্রদেয় ক্ষতিপূরণের অর্থ হইতে উক্ত বকেয়া খাজনা, উপকর ও সুদের অর্থ কাটিয়া রাখিবার মাধ্যমে উহা আদায়যোগ্য হইবে;

(৮) উক্ত প্রজ্ঞাপন জারির পরবর্তী কৃষি সনের প্রথম তারিখ হইতে কার্যকর প্রজ্ঞাপনের সহিত সম্পর্কিত খাজনা স্বত্ব অথবা ভূমির ক্ষেত্রে প্রজ্ঞাপনের সহিত সম্পর্কিত ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণীতে ধার্যকৃত ক্ষতিপূরণের জন্য ধারা ৬ অনুযায়ী প্রদত্ত অন্তর্বর্তীকালীন অর্থ প্রদান রহিত হইবে; এবং উক্তরূপ স্বত্ব বা ভূমি বিষয়ে উক্ত ধারার উপ-ধারা (১) অথবা (২) অথবা (৪ক) অনুযায়ী প্রদত্ত অন্তর্বর্তীকালীন মোট অর্থ অন্তর্বর্তীকালীন অর্থ প্রদানের তারিখ হইতে প্রজ্ঞাপন জারির পর হইতে কৃষি সনের শেষ দিন পর্যন্ত সময়ের জন্য উক্ত বিবরণীতে বর্ণিত স্বত্ব বা ভূমির জন্য নির্ধারিত ক্ষতিপূরণের অর্থের বার্ষিক শতকরা তিনভাগ পরিমাণ অর্থ উক্ত ক্ষতিপূরণের অর্থ হইতে বাদ যাইবে।

[৯] দফা ৬ক পূর্ব বঙ্গ রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব (দ্বিতীয় সংশোধনী) আইন, ১৯৫৯ (১৯৫৯ সনের পূর্ব বঙ্গ আইন নং ৩৯) এর ধারা ৫ বলে সন্নিবেশিত।

৪৫। রাজস্ব কর্মকর্তা কর্তৃক ঘোষণা।—ধারা ৪৩ এর উপ-ধারা (২) এর অধীন সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন জারির পর যথাশীঘ্র, রাজস্ব কর্মকর্তা নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রকাশিত প্রজ্ঞাপনের সহিত সম্পর্কিত ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণীতে অন্তর্ভুক্ত এলাকায় স্থানীয় ভাষায়—

(ক) উক্তরূপ প্রজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার পরিপ্রেক্ষিতে ধারা ৪৪ অনুযায়ী যে সকল ফলাফল উদ্ভূত হইয়াছে উহা ব্যাখ্যা করিয়া, এবং

(খ) উক্তরূপ প্রজ্ঞাপন জারির পরের কৃষি সনের প্রথম দিন হইতে যে সকল ব্যক্তি সরকারের প্রজা হইবে, তাহাদিগকে সরকার ব্যতীত অন্য কাহাকেও খাজনা প্রদান না করিবার নিমিত্ত নির্দেশ জারি করিয়া,

একটি ঘোষণা প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

৪৬। খতিয়ান মুদ্রণ ও বিতরণ।—(১) কোনো জেলা, জেলার অংশে বা স্থানীয় এলাকায় অবস্থিত সকল এস্টেট, মধ্যস্বত্ব এবং জোত বা প্রজাস্বত্বে নিহিত খাজনা-গ্রহীতার স্বার্থ যে সম্পর্কে চতুর্থ অধ্যায়ের অধীন খতিয়ান প্রস্তুত, সংশোধন এবং চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত হইয়াছে উহার সহিত সম্পর্কিত এক বা একাধিক ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণী প্রকাশিত হইবার পর উক্ত খাজনা-গ্রহীতাগণের পর্যায়ভুক্ত সম্পূর্ণ স্বার্থের পরিসমাপ্তি ঘটাইয়া এবং যে সকল ব্যক্তি উক্ত স্বত্ব অধিগ্রহণ করিবার ফলে প্রজা হিসাবে সরাসরি সরকারের অধীন আসিবে উহা প্রদর্শন করিয়া উক্ত খতিয়ান সংশোধন করা হইবে এবং জেলার রাজস্ব বিবরণী প্রকাশের পরে খতিয়ানের সহিত সম্পর্কিত এলাকায় এক বা একাধিক সংখ্যা অন্তর্ভুক্ত হইলে, উহা কালেক্টর কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক প্রণীত বিধিমালা অনুযায়ী নির্ধারিত হইবে; এবং উক্তরূপ সংশোধিত খতিয়ান পুনর্মুদ্রণ করিতে হইবে।

(২) খতিয়ানের মুদ্রিত অনুলিপি উহার সহিত সম্পর্কিত এলাকায় প্রজাগণের মধ্যে নির্ধারিত পদ্ধতিতে বিনামূল্যে বিতরণ করা হইবে।

[১০][পঞ্চম ক অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়ের অধীন অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তির ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণী প্রস্তুতকরণের জন্য বিশেষ বিধান

৪৬ক। বিশেষ ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণী প্রস্তুতকরণ।—(১) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, ধারা ১৭ অথবা ৩১ এর অধীন কার্যক্রমের পরিবর্তে ধারা ৩ক ও ৪ এর অধীন দাখিলকৃত অথবা দখলকৃত বিবরণী, কাগজপত্র এবং দলিল-দস্তাবেজের উপর ভিত্তি করিয়া ধারা ৩ এর অধীন অধিগ্রহণকৃত খাজনা-গ্রহীতার সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণী প্রস্তুত করিবার জন্য আদেশ জারি করিতে পারিবে।

[১০] অধ্যায় ৫ক পূর্ব বঙ্গ রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব (দ্বিতীয় সংশোধনী) আইন, ১৯৫২ (১৯৫২ সনের পূর্ব বঙ্গ আইন নং ৬) এর ধারা ১৫ বলে সন্নিবেশিত।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন আদেশ জারি করা হইলে, রাজস্ব কর্মকর্তা উক্ত বিবরণী, কাগজাপত্র এবং দলিল-দস্তাবেজ নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন এবং প্রয়োজন অনুসারে উহা সংশোধন করিবেন এবং ধারা ২৪, ২৫, ২৫ক, ২৬ ও ২৮ এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী উক্ত খাজনা-গ্রহীতার অব্যবহিত অধীন সকল প্রজার যথাযথ ও ন্যায়সঙ্গত খাজনা নির্ধারণ করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার পর রাজস্ব কর্মকর্তা নির্ধারিত ফরমে ও পদ্ধতিতে ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণী প্রস্তুত করিবেন যাহাতে উক্ত খাজনা-গ্রহীতার মোট সম্পত্তি ও প্রকৃত আয় এই আইনের বিধানাবলি অনুযায়ী তাহার প্রাপ্য ক্ষতিপূরণের পরিমাণ এবং তৎসহ নির্ধারিত অন্যান্য বিবরণ থাকিবে।

৪৬খ। দেওয়ানি আদালতের এখতিয়ারে প্রতিবন্ধকতা।―ধারা ৪৬ক এর অধীন কোনো আদেশ প্রদানের পর উক্ত ধারার উপ-ধারা (২) অনুযায়ী যে ভূমির যথাযথ ও ন্যায়সংগত খাজনা নির্ধারণ করা প্রয়োজন, সেই ভূমির খাজনা পরিবর্তন অথবা নির্ধারণের জন্য কোনো দেওয়ানি আদালত কোনো মামলা বা আবেদন গ্রহণ করিবেন না এবং উক্ত আদেশ প্রদানের তারিখে যদি কোনো মামলা অথবা আবেদন কোনো দেওয়ানি আদালতে বিচারাধীন থাকে, তাহা হইলে উহার কার্যক্রম আর চলিবে না এবং উহা বাতিল হইয়া যাইবে।

৪৬গ। পঞ্চম ক অধ্যায়ের অধীন ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণী প্রস্তুতের ক্ষেত্রে ধারা ৩৪-৪৩ এর বিধানাবলির প্রয়োগ।―এই অধ্যায়ের অধীন ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণী প্রস্তুত ও প্রকাশের ক্ষেত্রে-

(ক) ধারা ৩৪, ৩৮ এবং ৪০ হইতে ৪৩ এর বিধানসমূহ যতখানি প্রযোজ্য ততখানি প্রয়োগ করিতে হইবে;

(খ) ধারা ৩৭ ও ৩৯ এর বিধানাবলি সম্পূর্ণরূপে প্রয়োগ হইবে; এবং

(গ) ধারা ৩৫ এর বিধানাবলি নিম্নরূপ সংশোধন সাপেক্ষে প্রযোজ্য হইবে, যথা:-

ধারা ৩৫ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা প্রতিস্থাপিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে, যথা:-

"(ক) বিজ্ঞপ্তির তারিখের অব্যবহিত পূর্বে তাহার অব্যবহিত অধীন প্রজাগণ কর্তৃক খাজনা-গ্রহীতাকে প্রদেয় মোট খাজনা ও উপকরসহ এবং যেক্ষেত্রে উক্ত খাজনা-গ্রহীতা কোনো এস্টেটের স্বত্বাধিকারী বা মধ্যস্বত্বের অধিকারী হয়, সেইক্ষেত্রে ধারা ২০ এর অধীন উক্ত এস্টেটের বা মধ্যস্বত্বের মধ্যে অধিকৃত খাস ভূমির জন্য ধারা ৫ এর অধীন নির্ধারিত যথাযথ ও ন্যায়সংগত খাজনাসহ উক্ত খাজনা- গ্রহীতার মোট পরিসম্পদ গঠিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য করা হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো মধ্যস্বত্বাধিকারী, রায়ত বা অধীন রায়ত অথবা অকৃষি প্রজার ক্ষেত্রে ধারা ২৪, ২৫, ২৫ক ও ২৮ এর বিধান অনুযায়ী ধারা ৪৬ক এর উপ-ধারা (২) এ কোনো ভূমির জন্য নির্ধারিত খাজনাকে এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্যে উক্ত ভূমির জন্য ঊর্ধ্বতন ভূমি-মালিককে উক্ত রায়ত, অধীন রায়ত অথবা অকৃষি প্রজা কর্তৃক উক্ত বৎসরের জন্য প্রদেয় খাজনা মর্মে গণ্য হইবে।"

৪৬ঘ। পঞ্চম ক অধ্যায়ের অধীন অবাধ্য মালিকের প্রকৃত আয়।—ধারা ৪৬গ এর দফা (গ) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, অস্থায়ীভাবে বন্দোবস্তপ্রাপ্ত ব্যক্তিগত সম্পত্তির অবাধ্য মালিকের ক্ষেত্রে প্রজ্ঞাপন জারির অব্যবহিত পূর্বের কৃষি বৎসরে উক্ত স্বত্বাধিকারীকে প্রদত্ত 'মালিকানা' উক্ত দফা অনুযায়ী হিসাবকৃত উক্ত মালিকের প্রকৃত আয় মর্মে গণ্য হইবে।

৪৬ঙ। পঞ্চম ক অধ্যায়ের অধীন ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণী চূড়ান্ত প্রকাশনার ফলাফল।— দ্বিতীয় অধ্যায়ে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই অধ্যায়ের অধীন ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণী চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে মর্মে ঘোষণা প্রদান করিয়া ধারা ৪৩ এর উপ-ধারা (২) এর অধীন প্রজ্ঞাপন জারির পর:—

(১) ধারা ৩ এর উপ-ধারা (৪) এর দফা (ঙ) এর অধীন যে সকল প্রজা সরকারের সরাসরি প্রজা হইয়াছে, তাহারা উক্ত প্রজ্ঞাপন জারির অব্যবহিত পরবর্তী কৃষি বৎসরের প্রথম দিন হইতে তাহাদের অধিকৃত ভূমির জন্য এই অধ্যায়ের অধীন নির্ধারিত হারে সরকারকে খাজনা প্রদান করিবে;

(২) উক্ত প্রজ্ঞাপন জারির পরবর্তী কৃষি সনের প্রথম তারিখ হইতে কার্যকর প্রজ্ঞাপনের সহিত সম্পর্কিত খাজনা স্বত্ব অথবা ভূমির ক্ষেত্রে প্রজ্ঞাপনের সহিত সম্পর্কিত ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণীতে ধার্যকৃত ক্ষতিপূরণের জন্য ধারা ৬ অথবা ৬ক অনুযায়ী প্রদত্ত অন্তর্বর্তীকালীন অর্থ প্রদান রহিত হইবে; এবং উক্তরূপ স্বত্ব বা ভূমি বিষয়ে ধারা ৬ এর উপ-ধারা (১) অথবা (২) অথবা (৪ক) অনুযায়ী প্রদত্ত অন্তর্বর্তীকালীন মোট অর্থ অন্তর্বর্তীকালীন অর্থ প্রদানের তারিখ হইতে প্রজ্ঞাপন জারির পর হইতে কৃষি সনের শেষ দিন পর্যন্ত সময়ের জন্য উক্ত বিবরণীতে বর্ণিত স্বত্ব বা ভূমির জন্য ধারা ৬ অনুযায়ী প্রদেয় নির্ধারিত ক্ষতিপূরণের অর্থের বার্ষিক শতকরা তিন ভাগ পরিমাণ অর্থ উক্ত ক্ষতিপূরণের অর্থ হইতে বাদ যাইবে;

(৩) উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের অব্যবহিত পরবর্তী কৃষি বৎসরের প্রথম দিন হইতে কার্যকর খাস দখলীয় সকল ভূমিতে খাজনা-গ্রহীতার স্বার্থ, যাহা তিনি ধারা ২০ অনুযায়ী দখলে রাখার অধিকারী নহেন অথবা যাহার জন্য ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণীতে ক্ষতিপূরণ নির্ধারিত হইয়াছে, যদি উহা ধারা ৩ এর উপ-ধারা (২) অনুসারে ইতঃপূর্বে অধিগৃহীত না হইয়া থাকে, সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং সম্পূর্ণ দায়মুক্ত অবস্থায় চূড়ান্তভাবে সরকারের নিকট ন্যস্ত হইবে।]

ষষ্ঠ অধ্যায়

ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণী প্রস্তুতকারী কর্তৃপক্ষ

৪৭। রাজস্ব ও বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ।—এই আইনের এই ভাগের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে নিম্নরূপ কর্তৃপক্ষ থাকিবে:—

(ক) রাষ্ট্রীয় ক্রয় কমিশনার;

(খ) ভূমি রেকর্ড ও জরিপ পরিচালক;

(গ) সেটেলমেন্ট অফিসারগণ ও সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসারগণ;

(ঘ) অন্যান্য রাজস্ব কর্মকর্তাগণ;

(ঙ) বিশেষ বিচারকগণ।

৪৮। **নিয়োগ ও ক্ষমতা।**—(১) রাষ্ট্রীয় ক্রয় কমিশনার সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন।

(২) রাষ্ট্রীয় ক্রয় কমিশনার সমগ্র বাংলাদেশে এই আইন এবং এই আইনের অধীন প্রণীত বিধিমালার দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ ও অর্পিত কর্তব্য সম্পাদন করিবেন। তিনি ভূমি রেকর্ড ও জরিপ পরিচালক ও তাহার মাধ্যমে তাহার অধস্তন অন্যান্য সকল কর্মকর্তার উপর তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে সাধারণ ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন।

(৩) ভূমি রেকর্ড ও জরিপ পরিচালক এই আইনের অধীন অথবা উহার অধীন প্রণীত বিধিমালা অনুযায়ী প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ ও অর্পিত কর্তব্য পালন করিবেন।

(৪) জেলা জজ অথবা অধস্তন বিচারকের ক্ষমতা রহিয়াছে বা প্রয়োগ করিয়াছেন এইরূপ এক বা একাধিক ব্যক্তিকে এই আইনের অধীন তাঁহার বা তাঁহাদের নিকট দায়েরকৃত আপিলের শুনানির জন্য অথবা ধারা ৪২ অনুযায়ী চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণীর ক্ষতিপূরণের অর্থ পাইবার অধিকার সংক্রান্ত বিরোধসমূহের তদন্ত করিবার জন্য অথবা ধারা ৬০ এর অধীন তাহার নিকট প্রেরিত ক্ষতিপূরণ বণ্টনের জন্য সরকার বিশেষ বিচারক হিসাবে নিয়োগ প্রদান করিতে পারিবেন।

সপ্তম অধ্যায়

ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণীর সংশোধন এবং ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত বিরোধের নিষ্পত্তি

৪৯। **ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণী সংশোধন।**—কমিশনার, অথবা কমিশনার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো জেলার জয়েন্ট ডেপুটি কমিশনার পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এইরূপ কোনো কর্মকর্তা বা অনুরূপ ক্ষমতাপ্রাপ্ত সেটেলমেন্ট কর্মকর্তা ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণী প্রস্তুত করিবার যেকোনো পর্যায়ে, আবেদনক্রমে, কোনো ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণী বা উহার অংশ-বিশেষ এবং কোনো খতিয়ান অথবা খতিয়ানের কোনো অংশ-বিশেষ যাহার উপর ভিত্তি করিয়া উক্ত ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণী প্রস্তুত হইয়াছে, উক্ত ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণী চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত হইবার তিন মাসের মধ্যে এবং স্ব-উদ্যোগে ক্ষতিপূরণ প্রদানের পূর্বে যেকোনো সময় উক্তরূপ সংশোধনের নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবেন, তবে এইরূপ সংশোধন ধারা ৪১ এর অধীন ঊর্ধ্বতন রাজস্ব কর্তৃপক্ষ অথবা, ধারা ৫১ অথবা ধারা ৫২ এর উপ-ধারা (৪) অথবা ধারা ৫৩ এর অধীন বিশেষ জজ কর্তৃক প্রদত্ত কোনো আদেশকে ক্ষুণ্ন করিবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে এই বিষয়ে উপস্থিত হইবার ও শুনানির জন্য কমপক্ষে পনের দিনের নোটিশ প্রদান না করিয়া উক্তরূপ নির্দেশনা জারি করা যাইবে না।

৫০। **রাজস্ব কর্মকর্তার সরল বিশ্বাসে কৃত ভুল সংশোধন।**—ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণীর সহিত সম্পর্কযুক্ত কোনো এলাকায় চতুর্থ অধ্যায়ের অধীন প্রস্তুতকৃত, সংশোধিত এবং চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত খতিয়ান অথবা যদি তিনি সন্তুষ্ট হন যে, ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণীতে উক্ত অন্তর্ভুক্তি সরল বিশ্বাসে কৃত ভুলের কারণে হইয়াছে অথবা খাজনা-গ্রহীতা, রায়তি কৃষক, অধীন রায়তি কৃষক বা অকৃষি প্রজার স্বার্থ হস্তান্তর বা উত্তরাধিকারের ফলে উক্ত অন্তর্ভুক্তির সংশোধন প্রয়োজন, তাহা হইলে রাজস্ব কর্মকর্তা ধারা ৫৮ এর অধীন ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণী অনুসারে ক্ষতিপূরণ প্রদানের পূর্বে যেকোনো সময় আবেদনক্রমে অথবা স্ব উদ্যোগে যেকোনো অন্তর্ভুক্তি সংশোধন করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ অন্তর্ভুক্তির বিরুদ্ধে ধারা ৫১ অথবা ধারা ৫৩ এর অধীন কোনো আপিল করা হইয়া থাকিলে অথবা সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে হাজির হইয়া বিষয়টির শুনানির সুযোগ প্রদান করিবার জন্য যথাযথ নোটিশ প্রদান না করা পর্যন্ত উক্তরূপ সংশোধন করা যাইবে না।

৫১। বিশেষ বিচারকের নিকট আপিল।—(১) কোনো ব্যক্তি ধারা ৪১ এর অধীন উর্ধ্বতন রাজস্ব কর্তৃপক্ষের অথবা ধারা ৪৯ এর অধীন কমিশনার অথবা অন্য কর্মকর্তার আদেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ হইলে ধারা ৪২ এর অধীন ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণী, যাহার সহিত উক্ত আপিল সম্পর্কিত, চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত হইবার অথবা যে আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করা হইয়াছে উহার ষাট দিনের মধ্যে, যাহা পরে ঘটে, ধারা ৪৮ এর উপ-ধারা (৪) এর অধীন নিযুক্ত বিশেষ বিচারকের নিকট উক্তরূপ আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করিতে পারিবেন।

(২) যেক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণী অনুযায়ী রাজস্ব কর্মকর্তা ক্ষতিপূরণ গ্রহণের অধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে অথবা ক্ষতিপূরণ বা উহার অংশ-বিশেষের বণ্টন সংক্রান্ত বিষয়ে উদ্ভূত বিরোধটি ধারা ৬০ এর অধীন কোনো বিশেষ বিচারকের নিকট প্রেরণ করেন, সেইক্ষেত্রে উক্ত বিশেষ বিচারক উক্ত বিরোধের বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন এবং উক্ত সিদ্ধান্ত ধারা ৫২ এর শর্ত সাপেক্ষে চূড়ান্ত হইবে।

৫২। বিশেষ বিচারক কর্তৃক হাইকোর্টে মামলার বিবরণী প্রেরণ।—(১) যেকোনো পক্ষ বিশেষ বিচারকের আদেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ হইলে উক্তরূপ আদেশের ষাট দিনের মধ্যে নির্ধারিত ফরমে, সরকার ব্যতীত অন্য কোনো পক্ষ আবেদন করিলে পঞ্চাশ টাকা ফিসসহ, বিশেষ বিচারককে উক্তরূপ আদেশ হইতে উদ্ভূত কোনো আইনগত প্রশ্ন হাইকোর্টে প্রেরণের জন্য অনুরোধ জানাইতে পারিবেন এবং উক্ত আবেদন প্রাপ্তির নব্বই দিনের মধ্যে বিশেষ বিচারক উক্ত মামলার বিবরণ প্রস্তুত করিয়া হাইকোর্টে প্রেরণ করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, যদি বিশেষ বিচারক উপ-ধারা (২) এর অধীন ক্ষমতা প্রয়োগকালে সরকার ব্যতীত অন্য কোনো পক্ষের আবেদনে মামলার বিবরণ প্রদানে অস্বীকার করেন, তাহা হইলে উক্তরূপ পক্ষ মামলার বিবরণ প্রদানের অস্বীকৃতির নোটিশ প্রাপ্তির ত্রিশ দিনের মধ্যে আবেদন প্রত্যাহার করিতে পারিবেন এবং যদি তিনি এইরূপ করেন, তাহার প্রদত্ত ফিস ফেরত প্রদান করা হইবে।

(২) বিশেষ বিচারক উপ-ধারা (১) এর অধীন আবেদন দাখিলের পর যদি কোনো আইনগত প্রশ্ন উদ্ভূত হয় নাই এই যুক্তিতে উক্ত মামলার বিবরণ প্রদান করিতে অস্বীকার করেন, তাহা হইলে আবেদনকারী পক্ষ প্রত্যাখ্যানের নোটিশের ষাট দিনের মধ্যে হাইকোর্টে আবেদন করিতে পারিবেন এবং হাইকোর্ট যদি বিশেষ বিচারকের সিদ্ধান্তের নির্ভুলতা সম্পর্কে সন্তুষ্ট না হন, তাহা হইলে বিশেষ বিচারককে মামলার বিবরণ প্রস্তুত করিয়া প্রেরণ করিবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন; এবং বিশেষ বিচারক উক্তরূপ নোটিশ প্রাপ্তির পর মামলার বিবরণী প্রস্তুত করিয়া উহা যথাযথভাবে প্রেরণ করিবেন।

(৩) হাইকোর্ট যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট না হন যে, এই ধারার অধীন প্রেরিত কোনো মামলার বিবরণ উদ্ভূত প্রশ্ন নির্ধারণ করিবার পক্ষে যথেষ্ট, তাহা হইলে এই উদ্দেশ্যে হাইকোর্ট তৎকর্তৃক নির্দেশিত বিষয়ের অন্তর্ভুক্তি অথবা পরিবর্তন করিবার জন্য পুনরায় উক্ত মামলাটি উপযুক্ত নির্দেশনাসহ বিশেষ বিচারকের নিকট ফেরত পাঠাইতে পারিবেন।

(৪) উক্তরূপ মামলার শুনানির পর হাইকোর্ট উদ্ভূত আইনগত প্রশ্নসমূহের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন এবং যে সকল বিষয়ের উপর ভিত্তি করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে উহা বর্ণনা করিয়া ইহার রায় প্রদান করিবেন এবং কোর্টের সিলমোহর ও রেজিস্ট্রারের স্বাক্ষরসহ উক্ত রায়ের একটি কপি বিশেষ বিচারকের নিকট প্রেরণ করিবেন যিনি উক্ত রায় অনুসরণপূর্বক মামলা নিষ্পত্তির নিমিত্ত প্রয়োজনীয় আদেশ জারি করিবেন।

(৫) যেক্ষেত্রে হাইকোর্টে কোনো রেফারেন্স করা হয়, সেইক্ষেত্রে খরচ আদালতের বিবেচনা প্রসূত হইবে।

৫৩। বিশেষ বিচারকের নিকট আপিল।—ধারা ১৯ এর উপ-ধারা (২) এর অধীন কোনো ভূমির খাজনা নির্ধারণ অথবা দখলের খতিয়ান প্রস্তুতের বিষয়ে রাজস্ব কর্মকর্তার প্রদত্ত আপিল আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে বা ভূমির খাজনা নির্ধারণ অথবা দখলের খতিয়ান সম্পর্কিত ধারা ৩১ এর উপ-ধারা (২) এর অধীন খতিয়ানের কোনো অন্তর্ভুক্তি দ্বারা বা ধারা ৪৬ক এর উপ-ধারা (২) এর অধীন কোনো ভূমির যথাযথ ও ন্যায়সংগত খাজনা নির্ধারণ সংক্রান্ত আদেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি উক্তরূপ আদেশ বা অন্তর্ভুক্তির বিরুদ্ধে আপিলের সহিত সম্পর্কিত ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণী ধারা ৪২ অনুযায়ী প্রকাশের তারিখ হইতে তিন মাসের মধ্যে ধারা ৪৮ এর উপ-ধারা (৪) এর অধীন নিযুক্ত বিশেষ বিচারকের নিকট আপিল দায়ের করিতে পারিবে। ধারা ৫২ এ ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উক্ত আপিলে বিশেষ বিচারকের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

৫৪। ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণী সংশোধন।—ধারা ৪৯ এর অধীন কমিশনার অথবা অন্য কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশ বা ধারা ৫১ বা ধারা ৫৩ অথবা ধারা ৫২ এর উপ-ধারা (৪) এর অধীন বিশেষ বিচারক কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ বা কোনো ভূমির মালিকানা অথবা দখল ঘোষণা করিয়া কোনো মামলা, আপিল অথবা কার্যক্রমে কোনো দেওয়ানি আদালতের অথবা হাইকোর্টের চূড়ান্ত আদেশ অথবা ডিক্রি কার্যকর করিবার নিমিত্ত যেইরূপ প্রয়োজন হইবে রাজস্ব কর্মকর্তা খতিয়ান বা ক্ষতিপূরণ বিবরণীতে সেইরূপ পরিবর্তন আনয়ন করিবেন।

৫৫। বিশেষ বিচারকের নিকট আপিল ও তৎকর্তৃক অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে দেওয়ানি কার্যবিধির প্রয়োগ।—ধারা ৫১ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন বিশেষ বিচারকের নিকট দায়েরকৃত আপিলের ক্ষেত্রে এবং ধারা ৫১ এর উপ-ধারা (২) এর অধীন তৎকর্তৃক পরিচালিত অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮ এর বিধানাবলি যতদূর সম্ভব প্রযোজ্য হইবে।

৫৬। কতিপয় বিচার্য বিষয় উত্থাপনে বাধা।—এই আইনের অন্যত্র যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো দেওয়ানি আদালতে অথবা হাইকোর্টে ভূমি সম্পর্কিত মামলা, আপিল অথবা কার্যক্রমে কোনো পক্ষই ধারা ১৯, ৪০, ৪১, ৪৯, ৫১, ৫৩ অথবা ৬০ এর অধীন কোনো রাজস্ব কর্মকর্তা, রাজস্ব কর্তৃপক্ষ, বিশেষ বিচারক অথবা কমিশনার বা অন্য কোনো কর্মকর্তার নিকট উক্ত ভূমি সম্পর্কিত কোনো বিষয় উত্থাপন করিতে পারিবে না, যাহা মূলত উক্তরূপ মামলা, আপিল অথবা কার্যক্রমে বিচার্য বিষয়।

অষ্টম অধ্যায়

ক্ষতিপূরণ প্রদান

৫৭। ক্ষতিপূরণ হিসাবে প্রদেয় অর্থের সীমা ও পরিমাণ।—(১) এই আইনের অন্যত্র বা ধারা ৫৪ এর অধীন চূড়ান্তভাবে সংশোধিত ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণীতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো খাজনা গ্রহীতা তাহার খাজনা গ্রহণের অধিকার অধিগ্রহণের জন্য প্রদেশে তাহার দখলাধীন সকল এস্টেট, মধ্যস্বত্ব, জোত ও প্রজাস্বত্বে নিহিত সকল প্রকার খাজনা গ্রহণের অধিকার হইতে ধারা ৩৭ অনুসারে প্রযোজ্য হারে প্রাপ্ত মোট প্রকৃত আয় অপেক্ষা অধিক ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তির অধিকারী হইবেন না।

(২) যখন কোনো খাজনা-গ্রহীতার বিভিন্ন এলাকায় খাজনা-স্বার্থ থাকে, তখন রাজস্ব কর্মকর্তা কোনো এলাকায় অবস্থিত খাজনা-স্বার্থ অধিগ্রহণের জন্য ধারা ৫৪ অনুযায়ী চূড়ান্তভাবে সংশোধিত ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণী অনুযায়ী প্রদেয় ক্ষতিপূরণ ধারা ৫৮ অনুযায়ী প্রদানের পূর্বে উক্ত খাজনা-গ্রহীতাকে এলাকা বা এলাকাসমূহে অবস্থিত খাজনা-স্বার্থ অধিগ্রহণের জন্য ক্ষতিপূরণ হিসাবে উপ-ধারা (১) অনুযায়ী অনুমোদিত অর্থের অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করা হইয়াছে মর্মে নিশ্চয়তা বিধান করিবেন, এবং যদি দেখা যায় যে, অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করা হইয়াছে, তাহা হইলে উক্ত স্বার্থ অধিগ্রহণের জন্য বিবরণী অনুযায়ী প্রদেয় ক্ষতিপূরণের অর্থ হইতে উক্ত অতিরিক্ত অর্থ কর্তন করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত খাজনা-গ্রহীতাকে এই বিষয়ে উপস্থিত হওয়া ও শুনানির জন্য যুক্তিসঙ্গত নোটিশ প্রদান না করিয়া উক্ত অর্থ কর্তন করা যাইবে না:

আরও শর্ত থাকে যে, উক্ত অর্থ কর্তন করিবার জন্য প্রদত্ত আদেশের ত্রিশ দিনের মধ্যে উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে আপিল পেশ করা হইলে নির্ধারিত উর্ধ্বতন রাজস্ব কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করা হইবে, এবং উক্ত বিষয়ে তাহার আদেশ চূড়ান্ত হইবে।

(৩) যেক্ষেত্রে উপ-ধারা (২) অনুযায়ী খাজনা-স্বার্থ অধিগ্রহণের জন্য ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণী অনুযায়ী প্রদেয় ক্ষতিপূরণের অর্থ হইতে কোনো কর্তন করিবার পর অতিরিক্ত অর্থ, যদি থাকে, উহা ধারা ৫৮ এর ক্ষেত্রে উক্ত বিবরণীর শর্তাবলি অনুযায়ী উক্ত স্বার্থসমূহের জন্য খাজনা-গ্রহীতাকে প্রদেয় ক্ষতিপূরণ হিসাবে গণ্য হইবে।

৫৮। ক্ষতিপূরণ প্রদানের পদ্ধতি।—যেক্ষেত্রে ধারা ৫১ অথবা ধারা ৫৩ এর অধীন ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণীতে কোনো অন্তর্ভুক্তি যোগ করা বা বাদ পড়া বিষয়ে আপিল করিবার সময় উত্তীর্ণ হইয়াছে এবং যেক্ষেত্রে ধারা ৫১ এর অধীন উক্ত আপিল দায়েরের ক্ষেত্রে উক্ত আপিলের সহিত সম্পর্কযুক্ত বিশেষ বিচারক কর্তৃক প্রদত্ত কোনো আদেশ সম্পর্কে ধারা ৫২ এর অধীন হাইকোর্টে রেফারেন্স করিবার সময়ও অতিক্রান্ত হইয়াছে এবং আপিল সম্পর্কে ধারা ৫২ এর অধীন সকল রেফারেন্সের নিষ্পত্তি সম্পন্ন হইয়াছে এবং উক্ত রেফারেন্স হইতে উদ্ভূত উক্ত ধারার উপ-ধারা (৪) এর অধীন সকল আদেশ প্রদান করা হইয়াছে এবং যেক্ষেত্রে ধারা ৫৩ এ আপিল দায়ের করা হইয়াছে, উক্তরূপ দায়েরকৃত আপিলের নিষ্পত্তি হইয়াছে, সেইক্ষেত্রে রাজস্ব কর্মকর্তা স্বত্বাধিকারী, মধ্যস্বত্বের অধিকারী বা অন্যান্য খাজনা-গ্রহীতা এবং স্বত্বাধিকারী, মধ্যস্বত্বের অধিকারী বা অন্যান্য খাজনা-গ্রহীতার কোনো দল ও রায়তি কৃষক, অধীন রায়তি কৃষক ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ যাহারা ধারা ৫৪ অনুযায়ী চূড়ান্তভাবে সংশোধিত ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণীতে ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তির অধিকারী হিসাবে

নির্ধারিত হইয়াছেন, তাহাদেরকে উক্ত বিবরণীর শর্ত অনুযায়ী প্রদেয় ক্ষতিপূরণের অর্থ হইতে কালেক্টরের আদেশে ধারা ৩ এর উপ-ধারা (৪) এর দফা (খ), (গ), (ঘ), বা (ঘঘ) অথবা ধারা ৪৪ এর দফা (৫), (৬), (৬ক) বা (৭) অনুযায়ী নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ কর্তন করিয়া রাখিবার পরেও ধারা ৪৪ এর দফা (৮) অথবা ধারা ৪৬ঙ এর দফা (২) বা ধারা ৭৬খ এর অধীন কর্তনযোগ্য যে কোনো পরিমাণ অর্থ এবং দশম অধ্যায় অনুসারে উক্ত ক্ষতিপূরণ হইতে আদায়যোগ্য কোনো অর্থ প্রদান করিতে শুরু করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, খাজনা-গ্রহীতা যদি এই আইনের দশম অধ্যায় অনুসারে তাহার ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য আবেদন করেন, তাহা হইলে ক্ষতিপূরণ বিবরণী অনুযায়ী তাহাকে প্রদেয় ক্ষতিপূরণের অর্থের কেবল অর্ধেক অর্থ হইতে ধারা ৩ এর উপ-ধারা (৪) এর দফা (খ), (গ), (ঘ) বা (ঘঘ) অথবা ধারা ৪৪ এর দফা (৫), (৬), (৬ক), (৭) বা (৮) অথবা ধারা ৪৬ঙ এর দফা (২) অথবা ধারা ৭৬খ এর অধীন কর্তনযোগ্য অর্থ বাদ দিয়া প্রদান করা হইবে এবং উক্ত আবেদন নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত এবং ধারা ৭১ এর উপ-ধারা (৭) এর বিধানাবলি অনুযায়ী উক্ত অধ্যায়ের অধীন আদায়যোগ্য সকল ঋণ উক্ত ক্ষতিপূরণের অর্থ হইতে আদায় না হওয়া পর্যন্ত অবশিষ্ট অর্ধেক অর্থ প্রদান স্থগিত থাকিবে:

আরও শর্ত থাকে যে, ইমারতসহ ভূমির জন্য ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণী অনুযায়ী কোনো ব্যক্তিকে প্রদেয় ক্ষতিপূরণ সরকার উক্ত ভূমির ও ইমারতের খাসদখল গ্রহণ না করা পর্যন্ত প্রদান করা হইবে না।

(২) প্রদেয় ক্ষতিপূরণের অর্থ নগদ বা বন্ডের মাধ্যমে অথবা আংশিক নগদ ও আংশিক বন্ডের মাধ্যমে প্রদান করা হইবে। বন্ডগুলি হস্তান্তর অযোগ্য হইবে এবং উহাতে নামীয় ব্যক্তি বা স্বত্বের উত্তরাধীকারীকে অনধিক চল্লিশটি বার্ষিক কিস্তিতে প্রদান করা হইবে এবং উহা প্রদান করিবার তারিখ হইতে বার্ষিক তিন শতাংশ হারে সুদ প্রদান করা হইবে।

(৩) যদি কোনো এস্টেট, মধ্যস্বত্ব বা জোত বা উহার অংশ অথবা কোনো ভূমি সম্পর্কিত উক্ত ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করিবার অধিকারী ব্যক্তির উক্ত এস্টেট, মধ্যস্বত্ব, জোত বা তাহার অংশ-বিশেষ অথবা কোনো ভূমি হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা না থাকিত বা ক্ষতিপূরণ গ্রহণের অধিকার অথবা উহার বণ্টন বিষয়ে কোনো বিবাদ দেখা দেয়, তাহা হইলে রাজস্ব কর্মকর্তা ক্ষতিপূরণের অর্থ বা বন্ডসমূহ, যাহার মাধ্যমে উহা প্রদেয়, জেলার কালেক্টরের নিকট জমা রাখিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, এখানে বর্ণিত কোনো কিছুই এই আইন অনুযায়ী ক্ষতিপূরণের সকল বা আংশিক অর্থ গ্রহণকারী ব্যক্তিকে আইনসঙ্গাত উপায়ে উহা প্রদানের দায়িত্বকে ক্ষুণ্ন করিবে না।

(৪) উপ-ধারা (২) ও (৩) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ধারা ৩৭ এর দফা (৩) অথবা ধারা ৩৯ এর উপ-ধারা (১ক) এ উল্লিখিত বার্ষিক বৃত্তি ওয়াকফ অথবা ওয়াকফ-আল-আওলাদ এর ক্ষেত্রে ওয়াকফ্ কমিশনারের নিকট এবং অন্য কোনো ক্ষেত্রে এতদুদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত ট্রাস্টির নিকট প্রদান করিতে হইবে।

(৫) যদি উপ-ধারা (১) এর অধীন অনুমোদিত পরিমাণ অপেক্ষা অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয় অথবা যদি আইনগতভাবে অধিকারী নহেন এইরূপ কোনো ব্যক্তি ক্ষতিপূরণের অর্থ গ্রহণ করেন, তাহা হইলে কালেক্টর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উক্ত ব্যক্তিকে উক্ত অর্থ ফেরত প্রদানের নির্দেশ দিতে পারিবেন। যদি উক্ত ব্যক্তি উহা করিতে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে উক্ত অর্থ সরকারি পাওনা হিসাবে গণ্য হইবে এবং উহা সরকারি পাওনা হিসাবে বেঙ্গল পাবলিক ডিমান্ডস রিকোভারি অ্যাক্ট, ১৯১৩ এর তফসিল ১ এর অনুচ্ছেদ ৪(১) অনুযায়ী উক্ত ব্যক্তির নিকট হইতে আদায় করা হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, ইহার কোনো কিছুই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ফৌজদারি দায়কে ক্ষুণ্ন করিবে না।

৫৯। হস্তান্তর করিতে অযোগ্য ব্যক্তির মালিকানাধীন এস্টেট, মধ্যস্বত্ব, জোত বা ভূমির জন্য জমাকৃত অর্থ বা বন্ড।—(১) যদি ধারা ৫৮(৩) এর অধীন বন্ড অথবা নগদে প্রদত্ত ক্ষতিপূরণের অর্থ জেলার কালেক্টরের নিকট জমা দেওয়া হয় এবং কালেক্টরের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, যে এস্টেট, মধ্যস্বত্ব, জোত অথবা উহার অংশ-বিশেষ অথবা ভূমির জন্য ক্ষতিপূরণ স্বরূপ উক্ত পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ হইয়াছে, উহা এইরূপ ব্যক্তি কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল যাহার উহা হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা ছিল না, যেক্ষেত্রে নগদ অর্থ জমা দেওয়া হয়, কালেক্টর যেরূপ যথাযথ মনে করিবেন সেইরূপে সরকারি বা অন্য কোনো অনুমোদিত ঋণপত্র ক্রয়ের জন্য উক্ত অর্থ বিনিয়োগ করিবার আদেশ প্রদান করিবেন এবং বন্ডসমূহের সুদ অথবা উক্ত বিনিয়োগকৃত অর্থের সুদ বিনিয়োগ হইতে বিক্রয়লব্ধ অর্থ এইরূপ ব্যক্তি অথবা ব্যক্তিবর্গকে প্রদান করিবার নির্দেশ প্রদান করিবেন, ধারা ৩ অথবা ধারা ৪৪ এর অধীন উক্ত স্বার্থ সরকারের নিকট অর্পিত না হইলে যিনি বা যাহারা আপাতত উক্ত এস্টেট, মধ্যস্বত্ব, জোত বা উহার অংশ অথবা, ক্ষেত্রমত, অন্যান্য ভূমিতে নিহিত স্বত্বের অধিকারী হইতেন, এবং উক্ত বন্ড বা শেয়ার উক্তরূপে জমাকৃত অবস্থায় থাকিবে যতদিন পর্যন্ত না—

(ক) উহা চূড়ান্তভাবে অধিকারী ব্যক্তি অথবা ব্যক্তিগণের নিকট হস্তান্তর করা হয়; অথবা

(খ) উহা প্রদেয় হয়।

(২) যদি উক্ত বন্ডসমূহ বা জামানতসমূহ প্রদেয় হয় এবং হইবার সময় কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ চূড়ান্তভাবে উহার অধিকারী না হন, তাহা হইলে কালেক্টর উক্ত বন্ড বা শেয়ারের বিক্রয়লব্ধ অর্থ যেইরূপ যথাযথ মনে করিবেন সেইরূপ সরকারি অথবা অন্য কোনো অনুমোদিত শেয়ার ক্রয় করিয়া উক্ত অর্থ বিনিয়োগ করিবার আদেশ প্রদান করিবেন এবং উপ-ধারা (১) এর বিধানসমূহ উক্তরূপ বিনিয়োগ ও বিনিয়োগের সুদ এবং উক্ত বিনিয়োগ হইতে উদ্ভূত অর্থের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে যেভাবে উহা ধারা ৫৮ এর উপ-ধারা (৩) এর অধীন কালেক্টরের নিকট জমাকৃত ক্ষতিপূরণের নগদ অর্থ উপ-ধারা (১) এর অধীন বিনিয়োগ, উক্ত বিনিয়োগের সুদ এবং বিনিয়োগ হইতে উদ্ভূত অর্থের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়।

(৩) এই ধারা প্রযোজ্য হয় এইরূপ জমাকৃত সকল অর্থ, বন্ড ও অন্যান্য শেয়ারের ক্ষেত্রে জেলার কালেক্টর নিম্নরূপ বিষয়সহ সকল ন্যায়সংগত চার্জ এবং আনুষঙ্গিক খরচাদি সরকার কর্তৃক প্রদান করিতে আদেশ প্রদান করিবেন, যথা:—

(ক) উপরিউক্ত বিনিয়োগসমূহের ব্যয়;

(খ) বিবদমান দাবিদারগণের মধ্যে সংঘটিত মামলা ব্যতীত শেয়ারের সুদ বা অন্যান্য কার্যক্রমের ব্যয় যাহার উপর ভিত্তি করিয়া সাময়িক কালের জন্য উক্ত অর্থ বিনিয়োগ করা হইয়াছে, অথবা উক্তরূপ বন্ড বা অন্যান্য শেয়ার, এবং উহার সহিত সম্পর্কিত অন্যান্য কার্যক্রম সম্পর্কিত ব্যয়।

(৪) যেক্ষেত্রে ধারা ৫৮ এর উপ-ধারা (৪) এ ক্ষতিপূরণ হিসাবে কোনো বার্ষিক বৃত্তি ওয়াকফ্ কমিশনারের নিকট প্রদান করা হয়, সেইক্ষেত্রে ওয়াকফ্ কমিশনার উহা যে ওয়াকফ্ সম্পত্তির জন্য উক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইয়াছে, সেই ওয়াকফ্ সম্পত্তি দখলের অধিকারী মুতাওয়াল্লি অথবা অন্য কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের নিকট প্রদান করিবেন; এবং যেক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ হিসাবে কোনো বার্ষিক বৃত্তি উক্ত উপ-ধারা অনুযায়ী এতদুদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত কোনো ট্রাস্টির নিকট প্রদান করা হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত ট্রাস্টি উহা যে ট্রাস্ট সম্পত্তির জন্য উক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইয়াছে, সেই ট্রাস্ট সম্পত্তি দখলের অধিকারী হইতেন এইরূপ সেবায়েত অথবা অন্য কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের নিকট প্রদান করিবেন; এবং এই উপ-ধারা অনুযায়ী প্রত্যেকটি বৃত্তি প্রদানের সকল খরচ সরকার কর্তৃক বহন করা হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, ওয়াকফ কমিশনার অথবা ট্রাস্টি উক্ত বৃত্তির সম্পূর্ণ বা অংশ-বিশেষ অর্থ প্রদান স্থগিত রাখিতে পারিবেন যতক্ষণ তিনি সন্তুষ্ট না হন যে, ধারা ৫৮ এর উপ-ধারা (৪) অনুযায়ী পূর্ববর্তী বৎসরের প্রদত্ত বার্ষিক বৃত্তির অর্থ যে উদ্দেশ্যে প্রদান করা হইয়াছিল সেই উদ্দেশ্যেই উহা খরচ করা হইয়াছে।

৬০। **স্বার্থ অথবা বণ্টন সম্পর্কিত বিরোধ।**—যেক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণী অনুযায়ী প্রদেয় ক্ষতিপূরণ গ্রহণে কোনো ব্যক্তির অধিকার লইয়া বা উক্তরূপ ক্ষতিপূরণ অথবা উহার অংশ-বিশেষের বণ্টনের ক্ষেত্রে কোনো বিরোধের উদ্ভব ঘটে, সেইক্ষেত্রে রাজস্ব কর্মকর্তা ধারা ৪৮ এর উপ-ধারা (৪) এর অধীন নিযুক্ত বিশেষ বিচারকের নিকট বিরোধীয় বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য প্রেরণ করিবেন।

[১১][**৬০ক। ভবিষ্যৎ অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে কতিপয় ধারা প্রযোজ্য হইবে না।**—পূর্ববঙ্গ রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব (সংশোধনী) অধ্যাদেশ, ১৯৫৬ কার্যকর হইবার তারিখে অথবা উহার পরে খাজনা-স্বার্থ অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে ধারা ৩ এর উপ-ধারা (৪) এর দফা (গ), ধারা ৪৪ এর দফা (৭) এবং ধারা ৬১ হইতে ৬৮ এর বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে না।]

নবম অধ্যায়

বকেয়া রাজস্ব, খাজনা এবং উপকর বিষয়ক বিধানাবলি

৬১। **বকেয়ার সংজ্ঞা।**—ধারা ৩ এর উপ-ধারা (৪) এর দফা (গ) বা ধারা ৪৪ এর দফা (৭) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, "বকেয়া" অভিব্যক্তি অর্থে উক্ত দফাসমূহে উল্লিখিত তারিখ বা দিনে, ক্ষেত্রমত, যেই বকেয়ার বিষয়ে মামলা বিচারাধীন রহিয়াছে সেই বকেয়া অন্তর্ভুক্ত বা উল্লিখিত তারিখের পূর্বে খাজনা বা অর্থের জন্য যে সকল ডিক্রি পাওয়া গিয়াছে কিন্তু উহা আদায় বা তামাদি হয় নাই, সেই সকল বকেয়া এবং ডিক্রির নিমিত্ত অনুমোদিত খরচ অন্তর্ভুক্ত হইবে।

---

[১১] ধারা ৬০ক পূর্ব বঙ্গ রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব (সংশোধনী) অধ্যাদেশ, ১৯৫৬ (১৯৫৬ সনের পূর্ব বঙ্গ অধ্যাদেশ নং ৩) এর ধারা ১৪ বলে সংযুক্ত।

৬২। বকেয়া পরিশোধ এবং আদায়।—(১) এই আইনের ধারা ৩ এর উপ-ধারা (৪) এর দফা (গ) বা ধারা ৪৪ এর দফা (৭) এর অধীন সরকারের উপর ন্যস্ত হইয়াছে এইরূপ বকেয়া খাজনা, সকল উপকর ও সুদ সরকারকে প্রদান করিতে হইবে, অন্য কাউকে নহে, এবং এই উপ-ধারার বিধান লঙ্ঘন করিয়া কোনো খাজনা প্রদান করা হইলে, উহা আইনসঙ্গত হইবে না।

(২) ধারা ৬৩, ৬৪ এবং ৬৫ এর বিধানাবলি সাপেক্ষে, উক্তরূপ সকল বকেয়া খাজনা এবং উপকর ও সুদ এবং ধারা ৩ এর উপ-ধারা (৪) এর দফা (খ) বা ধারা ৪৪ এর দফা (৫) এ উল্লিখিত সকল বকেয়া রাজস্ব, উপকর ও সুদ আদায়ের অন্যান্য পদ্ধতিকে ক্ষুণ্ন না করিয়া রাজস্ব কর্মকর্তা কর্তৃক বেঙ্গল পাবলিক ডিমান্ডস রিকোভারি অ্যাক্ট, ১৯১৩ এর বিধানাবলি অনুযায়ী আদায়যোগ্য হইবে।

৬৩। বিচারাধীন মামলা এবং কার্যক্রম সম্পর্কিত বিধান।—যদি ধারা ৩ এর উপ-ধারা (৪) এর দফা (গ) বা ধারা ৪৪ এর দফা (৭) অনুসারে সরকারের নিকট ন্যস্ত এইরূপ কোনো বকেয়া আদায়ের নিমিত্ত কোনো খাজনা-গ্রহীতা বা খাজনা-গ্রহীতাগণ কর্তৃক কোনো মামলা অথবা এইরূপ কোনো বকেয়া আদায়ের নিমিত্ত কোনো ডিক্রি জারির কার্যক্রম উক্ত তারিখে বা দিনে, ক্ষেত্রমত, উপরিউক্ত দফাসমূহের বর্ণনা অনুযায়ী কোনো দেওয়ানি আদালতে বিচারাধীন থাকে, সেই মামলা বা কার্যক্রম, যেখানে খাজনা-গ্রহীতা একক ভূস্বামী বা এইরূপ সকল খাজনা-গ্রহীতাগণ একটি পরিপূর্ণ সহ-অংশীদারিত্বমূলক জমিদারি সৃষ্টি করেন, উহা আর অগ্রসর হইবে না এবং উহা প্রত্যাহার করা হইয়াছে মর্মে গণ্য হইবে এবং এইরূপ কোনো ডিক্রি বেঙ্গল পাবলিক ডিমান্ডস রিকোভারি অ্যাক্ট, ১৯১৩ অনুযায়ী দায়েরকৃত কোনো সার্টিফিকেটের ন্যায় কার্যকর করা যাইবে।

৬৪। সরকারের অধীন প্রজা কর্তৃক দখলকৃত ভূমির বকেয়া খাজনা আদায়।—(১) যে বকেয়া খাজনা আদায়ের জন্য এই অধ্যায়ের বিধানসমূহ প্রযোজ্য, সেই ক্ষেত্রে সার্টিফিকেট দেনাদার বা সাব্যস্ত খাতক সরকারের প্রজা হইলে এবং উক্ত সার্টিফিকেটের অন্তর্ভুক্ত বা ডিক্রিভুক্ত বকেয়া খাজনা অনুরূপ কোনো প্রজার কোনো জোত বা ভূমি সম্পর্কিত হইলে , উক্ত সার্টিফিকেট দেনাদার বা সাব্যস্ত খাতককে গ্রেপ্তার ও দেওয়ানি কারাগারে আটক রাখা অথবা এইরূপ বকেয়ার সহিত সম্পর্কযুক্ত জোত বা ভূমি ব্যতীত অন্যান্য স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয়ের মাধ্যমে কোনো সার্টিফিকেট বা ডিক্রি বাস্তবায়ন করা যাইবে না।

(২) যদি এইরূপ বকেয়ার সহিত সম্পর্কিত জোত বা ভূমি উক্তরূপ সার্টিফিকেট বা ডিক্রি জারির পূর্বেই অন্য কোনো ডিক্রি বা সার্টিফিকেটমূলে বিক্রয় করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উক্তরূপ বকেয়া উক্ত জোত বা ভূমির উপর চার্জ সৃষ্টি করিবে।

৬৫। বকেয়া আদায়ের জন্য সরকারের অধীন প্রজা কর্তৃক অধিকৃত জমি বিক্রয়।—যেক্ষেত্রে এই অধ্যায়ের অধীন কোনো সার্টিফিকেট অথবা ডিক্রি সরকারের অধীন প্রজা হিসাবে কোনো সার্টিফিকেট দেনাদার বা সাব্যস্ত খাতক অধিকৃত ভূমি ক্রোক এবং বিক্রয়ের মাধ্যমে কার্যকর করা হয়, সেইক্ষেত্রে উক্তরূপ বিক্রয়, যেই এলাকায় পঞ্চম ভাগ প্রযোজ্য হয়, ধারা ৯০ এর বিধানাবলি সাপেক্ষে কার্যকর হইবে।

৬৬। **কিস্তি মঞ্জুর এবং কার্যকর স্থগিত করিবার ক্ষমতা।**—এই অধ্যায়ের অধীন কোনো সার্টিফিকেট অথবা ডিক্রি জারি করিবার জন্য সার্টিফিকেট কর্মকর্তা উক্তরূপ সার্টিফেকেট অথবা ডিক্রির অর্থ আদেশ প্রদানের তারিখ হইতে অনধিক তিন বৎসর সময়ের মধ্যে কিস্তিতে সার্টিফিকেট দেনাদার অথবা সাব্যস্ত খাতক কর্তৃক পরিশোধ করিবার নিমিত্ত আদেশ প্রদানের এবং উক্তরূপ সময়ের জন্য সার্টিফিকেট অথবা ডিক্রি কার্যকর স্থগিত রাখিতে ক্ষমতাবান হইবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হইলে অপরিশোধিত অবশিষ্ট অর্থের জন্য সার্টিফিকেট বা ডিক্রি কার্যকর করা যাইবে।

৬৭। **বিদায়ী খাজনা-গ্রহীতাগণকে অর্থ পরিশোধ।**—(১) সরকার ধারা ৩ এর উপ-ধারা (৪) এর দফা (গ) অথবা ধারা ৪৪ এর দফা (৭) অনুসারে সরকারের নিকট ন্যস্ত হইয়াছে এইরূপ কোনো বকেয়া খাজনা, উপকর এবং সুদ যাহা উক্ত দফাসমূহে বর্ণিত তারিখে বা দিনের, ক্ষেত্রমত, অব্যবহিত পূর্বে খাজনা-গ্রহীতাগণের প্রাপ্য ছিল উহার জন্য সরকার নির্ধারিত পদ্ধতিতে হিসাবকৃত সুদ ব্যতীত উক্ত বকেয়ার শতকরা পঞ্চাশ ভাগের সমপরিমাণ অর্থ, উক্ত তারিখ বা দিন হইতে অনধিক ৪ বৎসরের মধ্যে নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও কিস্তিতে ক্ষতিপূরণ হিসাবে উক্ত বিদায়ী খাজনা-গ্রহীতাগণকে পরিশোধ করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত অর্থ প্রদানের পূর্বে সরকার, বিদায়ী খাজনা-গ্রহীতাকে শুনানির সুযোগ প্রদানের পর উক্ত খাজনা-গ্রহীতার নিকট হইতে সরকারের কোনো ঋণ বা পাওনা থাকিলে, উহা কর্তন করিতে পারিবে।

(২) সরকার উপ-ধারা (১) এর অধীন ব্যবস্থা গ্রহণের পরিবর্তে উক্ত উপ-ধারার অধীন প্রদেয় ক্ষতিপূরণের পরিবর্তে উক্তরূপ বকেয়াসমূহ হইতে সরকার কর্তৃক প্রকৃতপক্ষে আদায়কৃত সর্বমোট অর্থের শতকরা সত্তর ভাগের সমপরিমাণ অর্থ নির্ধারিত সময়ে ও পদ্ধতিতে বিদায়ী খাজনা-গ্রহীতাকে প্রদান করিবেন এবং এইরূপ অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এর শর্তাংশের বিধান প্রযোজ্য হইবে।

(৩) কালেক্টর উপ-ধারা (২) এর অধীন প্রদেয় অর্থ এখতিয়ারসম্পন্ন [১২][সহকারী জজ] এর নিকট নির্ধারিত পদ্ধতিতে জমা দিবেন, এবং [১৩][সহকারী জজ] অতঃপর কালেক্টর কর্তৃক বর্ণিত ব্যক্তি যিনি অর্থপ্রাপ্ত হইবেন তাহার বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করিবেন এবং উক্ত অর্থের বিরুদ্ধে উক্ত ব্যক্তির সহ-অংশীদার ও উর্ধ্বতন মালিকগণের নিকট হইতে, যদি থাকে, দাবি আহবান করিবেন এবং একটি রোয়েদাদ প্রস্তুত করিবেন এবং যাহাদের বৈধ দাবি রহিয়াছে বলিয়া তিনি মনে করিবেন তাহাদের মধ্যে উক্ত অর্থ বিতরণ করিবেন।

---

[১২] "সহকারী জজ" শব্দসমূহ দেওয়ানি আদালত (সংশোধনী) আইন, ১৯৮৭ (১৯৮৭ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ৩ বলে "মুন্সেফ" শব্দের স্থলে প্রতিস্থাপিত।

[১৩] "সহকারী জজ" শব্দসমূহ দেওয়ানি আদালত (সংশোধনী)আইন, ১৯৮৭ (১৯৮৭ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ৩ বলে "মুন্সেফ" শব্দের স্থলে প্রতিস্থাপিত।

৬৮। তামাদির মেয়াদ গণনা।—আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই অধ্যায় অনুযায়ী বকেয়া আদায়ের জন্য তামাদির মেয়াদ গণনার ক্ষেত্রে, ধারা ৩ এর উপ-ধারা (৪) এর দফা (গ) অথবা ধারা ৪৪ এর দফা (৭) এর অধীন সরকারের উপর ন্যস্ত বকেয়া পাওনাসমূহ উক্ত দফার অধীন বকেয়া পাওনাসমূহ ন্যস্ত হইবার তারিখ বা দিনে অথবা তারিখ বা দিন হইতে, ক্ষেত্রমত, দশ বৎসর সময় এবং যেক্ষেত্রে উক্ত বকেয়াসমূহ আদায়ের নিমিত্ত ধারা ৬৩ এ দায়েরকৃত কোনো মামলা অথবা কার্যক্রম কোনো দেওয়ানি আদালতে বিচারাধীন থাকে, উক্ত মামলা বা কার্যক্রম উক্তরূপভাবে বিচারাধীন থাকার সময়ও বাদ যাইবে।

[১৪][নবম ক অধ্যায়]

বকেয়া খাজনা সম্পর্কিত বিশেষ বিধান

৬৮ক। এই অধ্যায়ের প্রয়োগ।—এই অধ্যায়ের বিধানাবলি পূর্ববঙ্গ রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব (সংশোধনী) অধ্যাদেশ, ১৯৫৬ কার্যকর হইবার তারিখে অথবা তারিখের পরে খাজনা-গ্রহণে স্বার্থের অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

৬৮খ। সার্টিফিকেট কর্মকর্তার নিকট বিচারাধীন মামলা সংক্রান্ত অস্থায়ী বিধানাবলি।—(১) বকেয়া খাজনা আদায়ের সকল রিকুইজিশন ও নবম ক অধ্যায়ের বিধানাবলির অধীন সার্টিফিকেট কর্মকর্তা কর্তৃক বকেয়া খাজনা আদায়ের নিমিত্ত ডিক্রি জারি করিবার আবেদন যাহার জন্য এই অধ্যায় প্রতিস্থাপিত হইয়াছে এবং পূর্ববঙ্গ রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব (দ্বিতীয় সংশোধনী) অধ্যাদেশ, ১৯৫৭ কার্যকর হইবার তারিখে সার্টিফিকেট কর্মকর্তার নিকট বিচারাধীন রহিয়াছে উহা কার্যকর হইবার সঙ্গে সঙ্গে উক্ত রিকুইজিশন অথবা আবেদনের সহিত সম্পর্কিত বকেয়া খাজনা আদায়ের মামলা শুনানির এখতিয়ারসম্পন্ন দেওয়ানি আদালতে স্থানান্তরিত হইবে।

(২) এইরূপ স্থানান্তরের পর, উক্ত রিকুইজিশন বা আবেদনকে দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮ অনুযায়ী আরজি অথবা, ক্ষেত্রমত, ডিক্রি কার্যকর করিবার আবেদন হিসাবে গণ্য করা হইবে, এবং উক্ত মামলা বা আবেদন বকেয়া আদায় অথবা ডিক্রি কার্যকর করিবার নিমিত্ত আপাতত বলবৎ কোনো আইনের বিধানাবলি অনুযায়ী পরিচালিত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, যে দেওয়ানি আদালতে উক্ত রিকুইজিশন বা আবেদন স্থানান্তরিত হইয়াছে, উক্ত মামলা অথবা কার্যকরের মামলার কার্যক্রম শুরুর পূর্বে উক্ত রিকুইজিশন বা আবেদনের নিমিত্ত সার্টিফিকেট কর্মকর্তার নিকট প্রদত্ত কোর্ট ফি ও দেওয়ানি আদালতে উক্ত আরজি অথবা আবেদনের জন্য প্রদেয় কোর্ট ফিসের মধ্যে যে পার্থক্য উহা আদায় করিবেন।

৬৮গ। খাজনা-গ্রহীতার নিকট বকেয়া খাজনা ও উপকর সংক্রান্ত বকেয়া এবং উক্ত বকেয়ার নিমিত্ত ডিক্রি।—কোনো স্বত্বের সুদসহ সকল বকেয়া খাজনা ও উপকর যাহা এই আইনে উক্ত স্বার্থ অধিগ্রহণের তারিখে খাজনা-গ্রহীতার নিকট পাওনা ছিল এবং যাহা তামাদি হয় নাই এবং এইরূপ বকেয়া আদায়ের নিমিত্ত ডিক্রি সম্পর্কীয় সকল পাওনা, উহা খাজনার ডিক্রি হউক অথবা অর্থ ডিক্রি হউক, এবং উহা অধিগ্রহণের পূর্বে বা পরে যখনই পাওনা হউক না কেন, যাহার কার্যকারিতা তামাদির কারণে বারিত হয় নাই, উহা আপোষ-মীমাংসা অথবা দেওয়ানি আদালতের মাধ্যমে দেনাদারের নিকট হইতে আদায়যোগ্য হইবে।

[১৪] অধ্যায় নবম ক পূর্ব বঙ্গ রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব(সংশোধনী) অধ্যাদেশ, ১৯৫৮ (পূর্ব পাকিস্তান অধ্যাদেশ নং ৪৪) এর ধারা ২০ বলে প্রতিস্থাপিত।

৬৮ঘ। কতিপয় শর্তসাপেক্ষে সরকারের মাধ্যমে বকেয়া আদায়ের পদ্ধতি।—(১) কোনো খাজনা গ্রহীতা কালেক্টরের নিকট এই মর্মে আবেদন করিতে পারিবেন যে, তিনি আদায়কৃত প্রকৃত পরিমাণের অর্ধাংশ সরকারকে প্রদান করিয়া তামাদির কারণে বারিত হয় নাই এইরূপ সকল বকেয়া পাওনা এবং উহার সুদ সরকারের মাধ্যমে আদায় করিতে ইচ্ছুক।

(২) কালেক্টর কারণসমূহ লিখিতভাবে সংরক্ষণপূর্বক উক্ত আবেদন প্রত্যাখান করিতে পারিবেন।

(৩) কালেক্টর যদি আবেদন মঞ্জুর করেন, তাহা হইলে সরকার উক্ত বকেয়া পাওনা এবং উহার সুদ সরকারি পাওনা অথবা অন্য কোনো পদ্ধতিতে এমনভাবে আদায় করিবে যেন সরকার খাজনা-গ্রহীতা।

(৪) কালেক্টর সময় সময় যেইরূপ নির্ধারিত হইবে সেইরূপে উপরিউক্ত বকেয়া পাওনা এবং সুদের প্রকৃত আদায়ের হিসাব খাজনা-গ্রহীতার নিকট প্রেরণ করিবেন এবং উক্ত আদায়কৃত অর্থের অর্ধাংশ খাজনা-গ্রহীতাকে প্রদান করিবেন এবং অবশিষ্ট অর্থ সরকারের জন্য রাখিবেন। উক্ত হিসাব চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে এবং এই বিষয়ে কোনোভাবে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

(৫) এইরূপ বকেয়া এবং উহার সুদের সম্পূর্ণ বা অংশ-বিশেষ আদায় করিতে ব্যর্থ হইলে সরকার দায়ী হইবে না।

৬৮ঙ। তামাদি মেয়াদ গণনা।—আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উক্তরূপ কোনো বকেয়া আদায়ের নিমিত্ত অথবা উক্তরূপ বকেয়া বিষয়ে কোনো ডিক্রি জারি করিবার নিমিত্ত তামাদি মেয়াদ গণনার ক্ষেত্রে উক্ত বকেয়ার সহিত সম্পর্কযুক্ত খাজনা-গ্রহীতার স্বার্থ এই আইনের অধীন অধিগ্রহণের তারিখে অথবা উক্ত তারিখ হইতে আটচল্লিশ মাস বাদ যাইবে।

দশম অধ্যায়

ঋণগ্রস্ত খাজনা-গ্রহীতা বিষয়ক বিধানাবলি

৬৯। খাজনা-গ্রহীতাগণের কতিপয় ঋণ আদায়ের জন্য ডিক্রি এবং আদেশ কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা।—(১) এই আইন কার্যকর হইবার পর, কোনো দেওয়ানি আদালত ধারা ৭০ এর অধীন মওকুফ প্রাপ্তির যোগ্য এইরূপ কোনো ঋণ আদায়ের জন্য কোনো খাজনা-গ্রহীতার কোনো সম্পত্তির বিরুদ্ধে কোনো মামলা গ্রহণ অথবা কোনো ডিক্রি বা আদেশ কার্যকর করিবেন না, যে পর্যন্ত না ধারা ৫৮ অনুযায়ী উক্ত খাজনা-গ্রহীতার যে সকল স্বার্থ সরকার কর্তৃক এই আইনে অধিগ্রহণযোগ্য উহা অধিগ্রহণ করা হয় ও খাজনা-গ্রহীতাকে উক্ত স্বার্থসমূহের জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয় বা জমা দেওয়া হয়:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো খাজনা-গ্রহীতা যদি ধারা ৭০ এর উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উক্ত ঋণ মওকুফ প্রাপ্তির জন্য আবেদন করিতে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে উক্ত সময় অতিবাহিত হইবার পর এই উপ-ধারার বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

(২) আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো মামলা অথবা কোনো ডিক্রি বা আদেশ কার্যকর করিবার আবেদনের ক্ষেত্রে তামাদির মেয়াদ গণনার ক্ষেত্রে কোনো মামলা দায়ের অথবা কোনো ডিক্রি অথবা আদেশের কার্যকারিতা উপ-ধারা (১) এর অধীন তামাদি হইবার সময়কাল বাদ যাইবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন কার্যকারিতা বারিত করা হইয়াছে এইরূপ কোনো ডিক্রি বা আদেশের মাধ্যমে আদায়যোগ্য কোনো ঋণ যদি ধারা ৭০ এর অধীন হ্রাস করা হয়, তাহা হইলে উক্ত ঋণ অনুরূপভাবে যে পরিমাণে হ্রাস করা হইবে সেই পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

৭০। **ঋণ হ্রাস ও উহা আদায়।**—(১) এই আইন অনুসারে কোনো জেলা, জেলার কোনো অংশে অথবা স্থানীয় এলাকায় অবস্থিত কোনো খাজনা-গ্রহীতার স্বার্থ অধিগ্রহণের পর, বকেয়া রাজস্ব, খাজনা বা উপকর এবং সরকার বা সমবায় সমিতির নিকট পরিশোধতব্য ঋণ বা দেনা ব্যতীত, এবং ইহা ছাড়াও, চা-শিল্পে অর্থায়নের জন্য অগ্রিম ঋণ ব্যতীত, ১৯৪৮ সনের ৭ এপ্রিলের পূর্বে খাজনা-গ্রহীতা কর্তৃক গৃহীত কোনো ঋণ, আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে হ্রাস করা হইবে যদি খাজনা-গ্রহীতা ধারা ৪৪ অথবা ধারা ৩ এর অধীন অধিগ্রহণকৃত তাহার স্বার্থ বা ভূমির জন্য নির্ধারিত পদ্ধতিতে ঋণ হ্রাসের জন্য ধারা ৭১ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত রাজস্ব কর্মকর্তার নিকট ধারা ৪২ অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণী প্রকাশের ৩ মাসের মধ্যে আবেদন করিয়া থাকেন:

(ক) এই আইনের বিধানাবলির অধীন অধিগ্রহণ করা হইয়াছে এইরূপ খাজনা-গ্রহীতার স্বার্থ বন্ধক রাখিয়া বা দায়বদ্ধ করিয়া ঋণ গৃহীত হইলে, সংশ্লিষ্ট স্বার্থ অধিগ্রহণের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত খাজনা-গ্রহীতার প্রকৃত আয় হ্রাসের আনুপাতিক হারে উক্ত ঋণ হ্রাস পাইবে;

(খ) এই আইনের বিধানাবলির অধীন অধিগ্রহণ করা হইয়াছে এইরূপ খাজনা-গ্রহীতার স্বার্থের অংশ-বিশেষ এবং এই আইনের অধীন অনুরূপ অধিগ্রহণ করা হয় নাই এইরূপ সম্পত্তির অংশ-বিশেষ বন্ধক রাখিয়া বা দায়বদ্ধ করিয়া গৃহীত ঋণের ক্ষেত্রে, অধিগ্রহণ করা হইয়াছে এইরূপ বন্ধকীকৃত ও দায়বদ্ধ স্বার্থ হইতে উক্ত খাজনা-গ্রহীতার বার্ষিক প্রকৃত আয় ও অধিগ্রহণ করা হয় নাই এইরূপ বন্ধকীকৃত ও দায়বদ্ধ স্বার্থ হইতে উক্ত খাজনা-গ্রহীতার বার্ষিক প্রকৃত আয়ের অনুপাতে উক্ত ঋণ নির্ধারিত পদ্ধতিতে দুইভাগে বিভক্ত করা হইবে এবং সংশ্লিষ্ট স্বার্থ অধিগ্রহণ করিবার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত খাজনা-গ্রহীতার বার্ষিক প্রকৃত আয় হ্রাসের আনুপাতিক হারে উক্ত ঋণের অংশ হ্রাস করা হইবে;

(গ) খাজনা-গ্রহীতার কোনো স্থাবর বা অস্থাবর স্বার্থ বা সম্পত্তির উপর কোনো বন্ধক বা চার্জ দ্বারা নিশ্চিত নহে এইরূপ ঋণের ক্ষেত্রে অধিগ্রহণ করা হইয়াছে এইরূপ স্বার্থ হইতে উক্ত খাজনা-গ্রহীতার বার্ষিক প্রকৃত আয় ও অধিগ্রহণ করা হয় নাই, এইরূপ বন্ধকীকৃত ও দায়বদ্ধ স্বার্থ হইতে উক্ত খাজনা-গ্রহীতার বার্ষিক প্রকৃত আয়ের অনুপাতে উক্ত ঋণ নির্ধারিত পদ্ধতিতে দুইভাগে বিভক্ত করা হইবে এবং সংশ্লিষ্ট স্বার্থ অধিগ্রহণ করিবার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত খাজনা-গ্রহীতার বার্ষিক প্রকৃত আয় হ্রাসের আনুপাতিক হারে উক্ত ঋণের অংশ হ্রাস করা হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, খাজনা-গ্রহীতার ঋণের কোনো অংশ হ্রাস করা হইবে না যদি এই আইনে অধিগ্রহণকৃত খাজনা-গ্রহীতার স্বার্থ বা ভূমির উপর দফা (ক), (খ) ও (গ) এর অধীন আনুপাতিক হারে ঋণের পরিমাণ এই আইনের অধীন খাজনা-গ্রহীতাকে প্রদেয় মোট ক্ষতিপূরণের অর্থের এক-চতুর্থাংশের কম হয়:

আরও শর্ত থাকে যে, এই ধারার অধীন হ্রাসকৃত ঋণ ক্ষতিপূরণের মোট অর্থের এক-চতুর্থাংশের কম হইলে উহা হ্রাস করা হইবে না।

[১৫][(১ক) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, একজন খাজনা-গ্রহীতা, যাহার স্বার্থের বিষয়ে ১৯৫৫ সনের ১৫ মার্চ তারিখে বা উহার পূর্বে ধারা ৪২ এর অধীন ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার ঋণ হ্রাস করিবার জন্য পূর্ব বঙ্গ রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব (সংশোধনী) অধ্যাদেশ, ১৯৫৬ কার্যকর হইবার তিন মাসের মধ্যে উক্ত উপ-ধারায় বর্ণিত কর্মকর্তার নিকট বর্ণিত পদ্ধতিতে আবেদন করিতে পারিবেন।]

[১৬][(১খ) উপ-ধারা (১) অথবা উপ-ধারা (১ক) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো খাজনা-গ্রহীতা, যাহার সম্পত্তি কোর্ট অব ওয়ার্ডস অ্যাক্ট, ১৮৭৯ অনুযায়ী কোর্ট অব ওয়ার্ডসের ব্যবস্থাধীনে ছিল এবং যাহার স্বার্থের বিষয়ে ধারা ৪২ এর অধীন ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণী পূর্ববঙ্গ রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব (সংশোধনী) অধ্যাদেশ, ১৯৫৬ কার্যকর হইবার তারিখের পূর্বেই প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার ঋণ হ্রাস করিবার জন্য উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত কর্মকর্তার নিকট বর্ণিত তারিখ হইতে তিন মাসের মধ্যে আবেদন করিতে পারিবেন।]

(২) এই ধারায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো খাজনা-গ্রহীতা যদি বিভিন্ন এলাকায় এই আইন অনুযায়ী যাহা অধিগ্রহণ করা যাইবে না উহাসহ ভূমি ও অন্যান্য স্থাবর সম্পত্তি দখলে রাখেন, তাহা হইলে যতক্ষণ না এই আইন অনুযায়ী উক্ত এলাকাসমূহের বিষয়ে ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণী অথবা ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণীসমূহ প্রস্তুত করা হইয়াছে এবং ধারা ৫৪ এর অধীন চূড়ান্তভাবে সংশোধিত হইয়াছে, ততক্ষণ এই ধারার অধীন ঋণ হ্রাস করিবার জন্য কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইবে না।

(৩) উপ-ধারা (১) এর দফা (ক), (খ) ও (গ) এ বর্ণিত খাজনা-গ্রহীতার আয় হ্রাসের পরিমাণ এতদুদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক প্রণীত বিধিমালা অনুযায়ী নির্ধারিত হইবে।

(৪) এই আইন অনুযায়ী অধিগ্রহণ করা হয় নাই এইরূপ সম্পত্তি হইতে উপ-ধারা (১) এর দফা (খ) ও (গ) এ উল্লিখিত প্রকৃত বার্ষিক আয় এবং অন্যান্য উৎস হইতে আয় এতদুদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক প্রণীত বিধিমালা অনুযায়ী গণনা করা হইবে।

(৫) আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে বা চুক্তিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন,-

(ক) কোনো পাওনাদার উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) এ উল্লিখিত ঋণের সহিত সম্পর্কিত উক্ত উপ-ধারার অধীন হ্রাসকৃত ঋণ অপেক্ষা অতিরিক্ত অর্থ আদায় করিবার অধিকারী হইবেন না; অবশিষ্ট ঋণের জন্য খাজনা-গ্রহীতার দায় অবলুপ্ত হইয়া যাইবে;

---

[১৫] উপ-ধারা (১ক) পূর্ব বঙ্গ রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব (সংশোধনী) অধ্যাদেশ, ১৯৫৬ (১৯৫৬ সনের পূর্ব পাকিস্তান অধ্যাদেশ নং ৩) এর ধারা ২০ বলে সংযুক্ত।

[১৬] উপ-ধারা (১খ) পূর্ব বঙ্গ রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব (দ্বিতীয় সংশোধনী)অধ্যাদেশ, ১৯৫৯ (১৯৫৯ সনের পূর্ব পাকিস্তান অধ্যাদেশ নং ৪) এর ধারা ৪ বলে সন্নিবেশিত।

(খ) কোনো পাওনাদার খাজনা-গ্রহীতার স্বার্থ হইতে উপ-ধারা (১) এর দফা (খ) ও (গ) অনুযায়ী বণ্টিত অনুরূপ কোনো ঋণের অংশ-বিশেষ, যাহা এই আইন অনুযায়ী অধিগ্রহণ করা হইয়াছে, উপ-ধারা (১) এর দফা (খ) ও (গ) অনুযায়ী হ্রাসকৃত অংশ অপেক্ষা অতিরিক্ত অর্থ আদায় করিবার অধিকারী হইবেন না; এবং উক্ত অবশিষ্ট ঋণের জন্য খাজনা-গ্রহীতার দায় অবলুপ্ত হইয়া যাইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, উপ-ধারা (১) এর দফা (ক), (খ) ও (গ) অনুযায়ী খাজনা-গ্রহীতার উক্তরূপ হ্রাসকৃত সকল ঋণ এই আইন অনুসারে কেবল স্বার্থ অধিগ্রহণের জন্য প্রদেয় ক্ষতিপূরণের অর্থ হইতে আদায়যোগ্য হইবে, এবং উক্তরূপে প্রদেয় মোট ক্ষতিপূরণের অর্ধেক পরিমাণের মধ্যে সীমিত থাকিবে ও অতিক্রম করিবে না:

আরও শর্ত থাকে যে, অধিগ্রহণ করা হয় নাই এইরূপ সম্পত্তি হইতে উপ-ধারা (১) এর দফা (খ) ও (গ) এর অধীন বণ্টিত খাজনা-গ্রহীতার ঋণের কোনো অংশ ও উক্ত সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া বা দায়বদ্ধ করিয়া গৃহীত কোনো ঋণের অংশে এই আইন অনুযায়ী উক্ত খাজনা-গ্রহীতা কর্তৃক প্রদেয় ক্ষতিপূরণের অর্থ হইতে আদায়যোগ্য মর্মে বিবেচিত হইবে না; এবং

(গ) দফা (খ) এর প্রথম শর্ত সাপেক্ষে ক্ষতিপূরণের অর্থ হইতে ঋণ আদায়ের বিষয়ে, কোনো ভূমি বা অন্যান্য স্থাবর সম্পত্তিতে নিহিত খাজনা-গ্রহীতার স্বার্থ বন্ধক রাখিয়া বা দায়বদ্ধ করিয়া গৃহীত ঋণ বন্ধক না রাখিয়া বা দায়বদ্ধ না করিয়া গৃহীত ঋণের অপেক্ষা অগ্রাধিকার পাইবে; এবং উক্ত জামানতযুক্ত ঋণ পরিশোধের পর কোনো অর্থ অবশিষ্ট থাকিলে উহা আনুপাতিক হারে জামানতবিহীন ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে বণ্টিত হইবে।

ব্যাখ্যা।- এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ধারা ২০ এর অধীন খাজনা-গ্রহীতার নিকট থাকা ভূমি এই আইনের অধীন অধিগ্রহণ করা হয় নাই মর্মে গণ্য হইবে।

৭১। সরকার কর্তৃক রাজস্ব কর্মকর্তাকে ধারা ৭০ এর অধীন ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ক্ষমতা প্রদান।—(১) সরকার যেকোনো রাজস্ব কর্মকর্তাকে ধারা ৭০ এর অধীন যেকোনো এলাকায় খাজনা-গ্রহীতার ঋণ হ্রাস করিতে এবং উক্ত ধারার অধীন প্রয়োজনীয় বা অনুমোদিত অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো রাজস্ব কর্মকর্তা ধারা ৭০ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত একই ধরনের সকল ঋণের নিমিত্ত উক্ত এলাকায় দায়গ্রস্ত খাজনা-গ্রহীতা যাহার স্বার্থ ধারা ৩ অথবা ধারা ৪৪ অনুযায়ী অধিগ্রহণ করা হইয়াছে এবং যিনি ধারা ৭০ এর উপ-ধারা (১) অনুযায়ী ঋণ হ্রাসের জন্য আবেদন করিয়াছেন এবং অন্যান্য সকল বিষয় যেভাবে উল্লেখ থাকিবে উহা উল্লেখপূর্বক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ও ফরমে বিবরণী দাখিল করিবার আহ্বান জানাইয়া প্রত্যেক ঋণদাতাকে নির্ধারিত পদ্ধতিতে একটি নোটিশ জারি করিবেন।

(৩) কোনো ঋণদাতা যদি উপ-ধারা (২) অনুযায়ী উহাতে উল্লিখিত নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে ধারা ৭০ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত ধরনের ঋণ সম্পর্কে বিবরণী দাখিল করিতে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে, আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ঋণগ্রহীতার উক্ত ঋণ পরিশোধের দায়িত্বের পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে মর্মে গণ্য হইবে।

(৪) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত সময় অতিক্রান্ত হইলে রাজস্ব কর্মকর্তা উক্ত ধারার অধীন পেশকৃত ঋণ-বিবরণী এবং অন্যান্য তথ্য পরীক্ষা করিবেন এবং ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতাগণকে শুনানির সুযোগ প্রদান করিয়া এবং উপযুক্ত অনুসন্ধান করিয়া উক্ত বিবরণীতে প্রয়োজনীয় সংশোধন করিবেন।

(৫) উপ-ধারা (৪) এর অধীন ঋণ-বিবরণী পরীক্ষা এবং প্রয়োজনীয় সংশোধন করিবার পর রাজস্ব কর্মকর্তা ধারা ৭০ এর বিধান মতে এইরূপে সংশোধিত বিবরণীতে প্রদর্শিত সকল ঋণের পরিমাণ হ্রাসকরণের কাজ শুরু করিবেন এবং এই ধরনের ঋণের ক্ষেত্রে উক্ত ধারায় প্রয়োজনীয় বা অনুমোদিত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং রাজস্ব কর্মকর্তা উহা করিবার ক্ষেত্রে এবং এই অধ্যায়ের বিধানমতে প্রয়োজনীয় বা অনুমোদিত অন্যান্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণের সময় কার্যপদ্ধতি ও অন্যান্য বিষয়ে এতদুদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক প্রণীত বিধিমালা অনুসরণ করিবেন।

(৬) এই ধারার অধীন কোনো রাজস্ব কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত আদেশের বিরুদ্ধে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ধারা ৪৮ এর উপ-ধারা (৪) এর অধীন নিযুক্ত বিশেষ বিচারকের নিকট আপিল করা যাইবে; এবং বিশেষ বিচারকের সিদ্ধান্ত এবং কেবল উক্ত সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে, রাজস্ব কর্মকর্তার আদেশ চূড়ান্ত মর্মে গণ্য হইবে।

(৭) এই অধ্যায়ের অধীন আদায়যোগ্য কোনো ঋণ ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণী বা বিবরণীসমূহের অধীন ঋণগ্রহীতাকে প্রদেয় ক্ষতিপূরণের সর্বমোট অর্থ হইতে নির্ধারিত পদ্ধতিতে আদায় করা যাইবে।

একাদশ অধ্যায়

বিবিধ

৭২। কতিপয় ক্ষেত্রে দেওয়ানি আদালতের এখতিয়ারে প্রতিবন্ধকতা।—এই অংশে সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত বিষয় ব্যতীত পঞ্চম বা পঞ্চম ক অধ্যায় অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণী অথবা উহার কোনো অংশের প্রস্তুতি, স্বাক্ষর এবং প্রকাশনা সম্পর্কে বা উক্ত বিবরণীতে কোনো অন্তর্ভুক্তি অথবা উক্ত বিবরণী হইতে কোনো কিছু বিচ্যুতি সম্পর্কে বা কোনো আবেদন অথবা কার্যক্রমের পরিপ্রেক্ষিতে কোনো বিষয় সম্পর্কে পঞ্চম হইতে দশম অধ্যায়ের অধীন প্রদত্ত আদেশের বিরুদ্ধে দেওয়ানি আদালতে কোনো মামলা করা যাইবে না।

৭৩। ভূমিতে প্রবেশ, জরিপ করিবার ক্ষমতা, ইত্যাদি।—এই আইনের অধীন প্রণীত বিধিমালা সাপেক্ষে কোনো রাজস্ব কর্মকর্তা প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা ও কর্মচারীসহ সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের মধ্যে যেকোনো সময় যে কোনো জমিতে প্রবেশ করিতে পারিবেন, এবং জরিপ করা, উহার পরিমাপ করা অথবা অন্যান্য যে কোনো কার্য, যাহা তিনি এই আইনের অধীন তাহার কর্তব্য পালন করিবার ক্ষেত্রে প্রয়োজন মনে করিবেন, করিতে পারিবেন।

৭৪। বিবরণী ও দলিলপত্র দাখিল করিতে বাধ্য করিবার ক্ষমতা।—(১) এই আইনের অধীন প্রণীত বিধিমালা সাপেক্ষে রাজস্ব-কর্মকর্তা এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কোনো ব্যক্তিকে নোটিশ দ্বারা নোটিশে উল্লিখিত সময়ে এবং স্থানে কোনো এস্টেট, মধ্যস্বত্ব, জোত অথবা ভূমি সম্পর্কিত বিবরণী প্রস্তুত এবং হস্তান্তর এবং তাহার দখল বা নিয়ন্ত্রণে থাকা নথিপত্র অথবা দলিলাদি দাখিল করিবার আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(২) এই ধারার অধীন কোনো বিবরণী প্রস্তুত ও হস্তান্তর করিতে অথবা নথিপত্র বা দলিলাদি দাখিল করিতে বাধ্য প্রত্যেক ব্যক্তি [১৭][***]দণ্ড বিধির ধারা ১৭৫ এবং ১৭৬ অনুসারে আইনগতভাবে উহা করিতে বাধ্য বলিয়া গণ্য হইবেন।

৭৫। সাক্ষীগণের উপস্থিতি ও দলিলাদি দাখিল করিতে বাধ্য করিবার ক্ষমতা।—এই আইনের অধীন কোনো তদন্তের উদ্দেশ্যে রাজস্ব-কর্মকর্তার সাক্ষীগণকে অথবা কোনো এস্টেট, মধ্যস্বত্ব, জোত অথবা ভূমিতে স্বার্থবান কোনো ব্যক্তির প্রতি সমন জারি করিবার ও উপস্থিতি নিশ্চিত করিবার অথবা দলিলাদি দাখিল করিবার ক্ষেত্রে দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮ অনুসারে দেওয়ানি আদালতের ন্যায় একই অর্থে এবং যথাসম্ভব একই পদ্ধতিতে বাধ্য করিবার ক্ষমতা থাকিবে।

[১৮]**[৭৫ক। কোর্ফা পত্তনের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ।**—(১) ধারা ১৭ এর উপ-ধারা (৩) এর অধীন বা ধারা ৩১ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন নোটিশ প্রকাশিত হইবার তারিখে বা উক্ত তারিখ হইতে নোটিশের সহিত সম্পর্কিত এলাকায় কোনো ব্যক্তি তাহার দখলীয় খাসজমি কোর্ফা পত্তন প্রদান করিতে পারিবে না।

(২) উপ-ধারা (১) লঙ্ঘন করিয়া কোনো কোর্ফা পত্তন প্রদান করা হইলে উহা বাতিল ও অকার্যকর হইবে এবং উক্তরূপে যে ভূমি কোর্ফা পত্তন করা হইয়াছে উহা সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হইবে।

(৩) যেকোনো ব্যক্তি ধারা ৩৯ এ নির্ধারিত হারে ক্ষতিপূরণের বিনিময়ে ধারা ৩ এর উপ-ধারা (২) এর অধীন তাহার কোনো খাসজমি অধিগ্রহণ করিবার জন্য যেকোনো সময় সরকারের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন।]

[১৯]**[৭৫খ। তদন্তের আবেদনের জন্য ফিস।**—এই আইন অনুযায়ী খতিয়ান প্রস্তুত বা সংশোধন অথবা ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণী প্রস্তুতের সময় নূতন করিয়া অনুসন্ধানের আবেদনের সহিত নির্ধারিত ফি জমা করিতে হইবে।]

---

[১৭] "পাকিস্তান" শব্দটি বাংলাদেশ (বিদ্যমান আইনের অভিযোজন)আদেশ, ১৯৭২ (১৯৭২ সনের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ৪৮) বলে বিলুপ্ত।

[১৮] ধারা ৭৫ক পূর্ব বঙ্গ রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব (সংশোধনী) আইন, ১৯৫৪ (১৯৫৪ সনের পূর্ব বঙ্গ আইন নং ১২) এর ধারা ১৩ বলে সন্নিবেশিত।

[১৯] ধারা ৭৫খ পূর্ব বঙ্গ রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব (সংশোধনী) অধ্যাদেশ, ১৯৫৬ (১৯৫৬ সনের পূর্ব বঙ্গ অধ্যাদেশ নং ৩) এর ধারা ১৮ বলে সন্নিবেশিত।

৭৬। **সরকারের উপর ন্যস্ত ভূমির বন্দোবস্ত এবং ব্যবহার।**—(১) এই আইনে সুস্পষ্টভাবে ভিন্নরূপ কোনো বিধান না থাকিলে এই আইনের যেকোনো বিধান দ্বারা সরকারের উপর ন্যস্ত ভূমি সরকারের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকিবে; এবং সরকার এতদুদ্দেশ্যে প্রণীত বিধিমালা অনুযায়ী উক্ত ভূমি বন্দোবস্ত প্রদান অথবা উহা যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবে সেইরূপ পদ্ধতিতে ব্যবহার অথবা অন্য কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো ব্যক্তির নিকট ভূমি বন্দোবস্ত প্রদান করা হইবে না, যদিনা ধারা ৯০ এর অধীন উক্ত ব্যক্তির নিকট ভূমি হস্তান্তরযোগ্য হয়:

আরও শর্ত থাকে যে, আবাদযোগ্য ভূমি বন্দোবস্ত প্রদানের সময় বন্দোবস্তের জন্য উক্তরূপ আবেদনকারীকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হইবে যিনি স্বয়ং অথবা যাহার পরিবারের সদস্যগণ জমিতে চাষাবাদ করেন এবং আবাদযোগ্য ভূমি অধিকারে রাখেন যাহার পরিমাণ পরিবারের অন্যান্য সদস্যগণের দখলাধীন জমি, যদি থাকে, ইহার সহিত যুক্ত হইয়া তিন একরের কম হয়।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো দেওয়ানি আদালত ভূমি বন্দোবস্ত বিষয়ে কোনো সরকারি কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত কোনো আবেদন অথবা মামলা গ্রহণ করিবে না।

ব্যাখ্যা।—এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ধারা ২০ এর ব্যাখ্যায় “পরিবার” এর যে সংজ্ঞা প্রদান করা হইয়াছে উহা প্রয়োজনীয় পরিবর্তনসহ প্রযোজ্য হইবে।

[২০][**৭৬ক। পৃথক এস্টেটের সৃষ্টি এবং রাজস্ব বণ্টন।**—আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে অথবা চুক্তিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন,—

(১) যেক্ষেত্রে কোনো এস্টেটের কোনো অংশে বা খন্ডে খাজনা-গ্রহীতা বা খাজনা-গ্রহীতাগণের স্বার্থসমূহ ধারা ৩ এর উপ-ধারা (১) বা ধারা ৪৪ এর দফা (১) এর অধীন সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হয়, সেইক্ষেত্রে বঙ্গীয় ভূমি রাজস্ব বিক্রয় আইন, ১৮৫৯ বা আসাম ভূমি এবং রাজস্ব রেগুলেশন, ১৮৮৬-এর পঞ্চম অধ্যায়ের কোনো কিছুই উক্ত অংশ বা খন্ডে প্রযোজ্য হইবে না, এবং পূর্বোক্ত আইন অথবা রেগুলেশনের উদ্দেশ্যে উক্ত অবশিষ্ট অংশ বা খন্ড, ক্ষেত্রমত, একটি পৃথক এস্টেট গঠন করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে, এবং

(২) মূল এস্টেটের জন্য প্রদেয় ভূমি রাজস্ব ও উপকর, অধিগ্রহণকৃত উক্তরূপ অংশ বা খন্ড এবং দফা (১) অনুযায়ী গঠিত পৃথক এস্টেটের মধ্যে নিম্নরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া বণ্টন করা হইবে, যথা:-

(ক) যেক্ষেত্রে অধিগ্রহণকৃত অংশ পৃথক হিসাব বা হিসাবসমূহের সমন্বয়ে গঠিত হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত পৃথক এস্টেটের ভূমি রাজস্ব ও উপকর মূল ভূ-সম্পত্তি বা এস্টেটের জন্য প্রদেয় ভূমি রাজস্ব ও উপকর এবং অধিগ্রহণকৃত পৃথক হিসাব বা হিসাবসমূহের জন্য নির্ধারিত ভূমি রাজস্ব ও উপকরের মধ্যে বিরাজমান ব্যবধানের সমপরিমাণ হইবে;

[২০] ধারা ৭৬ক পূর্ব বঙ্গ রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব (সংশোধনী) আইন, ১৯৫৪ (১৯৫৪ সনের পূর্ব বঙ্গ আইন নং ১২) এর ধারা ১৪ বলে সন্নিবেশিত।

(খ) যেক্ষেত্রে অধিগ্রহণকৃত অংশ পৃথক হিসাবের সমন্বয়ে গঠিত নহে, সেইক্ষেত্রে উক্ত পৃথক এস্টেটের ভূমি রাজস্ব ও উপকর মূল এস্টেটের ভূমি রাজস্ব ও উপকর পৃথক এস্টেট মূল এস্টেটের যতটুকু লইয়া গঠিত হয়, ততটুকুর সমান হইবে;

(গ) যেক্ষেত্রে অধিগ্রহণকৃত অংশ কোনো এস্টেটের পৃথক হিসাববিহীন ভূমির কোনো সুনির্দিষ্ট অংশ-বিশেষের সমন্বয়ে গঠিত হয় অথবা যেক্ষেত্রে একটি এস্টেটের আংশিক অধিগ্রহণ করা হয়, সেইক্ষেত্রে পৃথক এস্টেটের ভূমি-এলাকা মূল এস্টেটের সকল ভূমি-এলাকার যতটুকু অংশ লইয়া গঠিত হইবে, পৃথক এস্টেটের ভূমি রাজস্ব ও উপকর মূল এস্টেটের ভূমি রাজস্ব ও উপকরের ততটুকুর সমান হইবে;

(৩) যেক্ষেত্রে এই আইনের অধীন মধ্যস্বত্ব, জোত অথবা অন্যান্য প্রজাস্বত্বের কোনো অংশ অধিগ্রহণ করা হয় এবং উক্ত অংশ কোনো সুনির্দিষ্ট অংশ লইয়া গঠিত হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত মধ্যস্বত্ব, জোত অথবা প্রজাস্বত্বের খাজনা উক্ত অংশের অধিগ্রহণকৃত ও অনধিগ্রহণকৃত অংশ অনুযায়ী বণ্টিত হইবে, কিন্তু যেক্ষেত্রে উহা কোনো সুনির্দিষ্ট অংশ লইয়া গঠিত নহে, সেইক্ষেত্রে রাজস্ব কর্মকর্তা উক্ত মধ্যস্বত্ব, জোত অথবা প্রজাস্বত্বের নির্দিষ্ট অধিগ্রহণকৃত ও অধিগ্রহণকৃত অংশের মধ্যে এলাকা বা মূল্যমান, যাহা তাহার নিকট যথাযথ ও ন্যায়সংগত বিবেচিত হইবে উহার উপর ভিত্তি করিয়া বণ্টন করিতে পারিবেন।

[২১][**৭৬খ। বিদায়ী খাজনা-গ্রহীতা কর্তৃক আদায়কৃত অগ্রিম খাজনা অথবা নিলামের অর্থ পুনরুদ্ধার।**—যেক্ষেত্রে রাজস্ব কর্মকর্তা এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, যাহার স্বার্থ এই আইন অনুযায়ী অধিগ্রহণ করা হইয়াছে, তিনি উক্ত অধিগ্রহণের পর উক্ত স্বার্থ বিষয়ে যেকোনো সময়ের জন্য কোনো খাজনা, বা নিলাম মূল্য অথবা ইচ্ছামূল্য আদায় করিয়াছেন, তিনি সরকারি পাওনা হিসাবে উক্ত অর্থ বা উহার অংশ-বিশেষ খাজনা-গ্রহীতার নিকট হইতে পুনরুদ্ধার করিতে পারিবেন।]

৭৭। এই আইনের অধীন গৃহীত কার্যক্রমের সুরক্ষা।—(১) এই আইন অথবা উহার অধীন প্রণীত বিধিমালা অনুযায়ী কোনো ব্যক্তি কর্তৃক সরল বিশ্বাসে কৃত বা করিবার অভিপ্রায়ের কিছুর জন্য তাহার বিরুদ্ধে কোনো মামলা বা অন্যান্য আইনগত কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে না।

(২) এই আইনে ভিন্নরূপ কোনো সুস্পষ্ট বিধান না থাকিলে, এই আইনের কোনো বিধান দ্বারা কোনো ক্ষতি বা সম্ভাব্য ক্ষতি অথবা অনিষ্ট বা সম্ভাব্য অনিষ্টের কারণে অথবা এই আইন বা এই আইনের অধীন প্রণীত বিধিমালা অনুসারে কোনো কিছু সরল বিশ্বাসে কৃত বা করিবার অভিপ্রায়ের জন্য সরকারের বিরুদ্ধে কোনো মামলা বা অন্যান্য আইনগত কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে না।

---

[২১] ধারা ৭৬খ পূর্ব বঙ্গ রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব (সংশোধনী) অধ্যাদেশ, ১৯৫৬ (১৯৫৬ সনের পূর্ব বঙ্গ অধ্যাদেশ নং ৩) এর ধারা ২০ বলে সন্নিবেশিত।

[২২][**৭৭ক। সরকারের ক্ষমতা অর্পণ।**—সরকার, প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের অধীন সরকারের উপর প্রদত্ত কোনো ক্ষমতা অথবা অর্পিত দায়িত্ব প্রজ্ঞাপনে বর্ণিত অবস্থা ও শর্ত অনুসারে, যদি থাকে, ইহার অধীন যেকোনো কর্মকর্তা অথবা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োগ ও পালনের জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।]

৭৮। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।—(১) সরকার, প্রাক প্রকাশনার পর এই আইনের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ ভাগের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বিধিমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) বিশেষভাবে, এবং পূর্ববর্তী ক্ষমতার সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ন না করিয়া, উক্ত বিধিমালা দ্বারা নিম্নবর্ণিত সকল বা যেকোনো একটি বিষয়ে বিধান করা যাইবে, যথা:-

(ক) ধারা ৩ এর উপ-ধারা (৩) এ বর্ণিত প্রজ্ঞাপনের ফরম ও উক্ত প্রজ্ঞাপনের বিস্তারিত বিবরণসমূহ;

(খ) ধারা ৪ এর উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত নোটিশ ও রিটার্ন ফরম প্রদানের পদ্ধতি;

(গ) ধারা ৬ এর উপ-ধারা (১) ও (২) এ বর্ণিত অন্তর্বর্তীকালীন মাশুল গ্রহণের সময় ও পদ্ধতি;

(ঘ) ধারা ৬ এর উপ-ধারা (৪) এ বর্ণিত অর্থ বাদ দেওয়ার পদ্ধতি নির্ধারণ;

(ঙ) ধারা ৭ এ বর্ণিত আপিল দাখিল করিবার পদ্ধতি ও সময়;

(চ) ধারা ৮ এ বর্ণিত জরিমানা প্রদানের পদ্ধতি;

[২][***]

(জ) ধারা ১৫ এ বর্ণিত আবেদনের ফরম, উক্ত আবেদনের বিবরণ এবং উক্ত আবেদনের সহিত সংযুক্ত প্রক্রিয়াকরণ ফি;

(ঝ) ধারা ১৭ এর অধীন খতিয়ান প্রস্তুত অথবা সংশোধনের পদ্ধতি ও উক্ত খতিয়ান প্রস্তুত বা সংশোধনের ক্ষেত্রে রাজস্ব কর্মকর্তা কর্তৃক অনুসৃত পদ্ধতি এবং প্রয়োগযোগ্য ক্ষমতা;

(ঞ) ধারা ১৭ এর অধীন প্রস্তুতকৃত বা সংশোধিত খতিয়ানে রেকর্ডযোগ্য তথ্য;

(ট) ধারা ১৯ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন খসড়া খতিয়ান প্রকাশের পদ্ধতি ও সময়;

(ঠ) যে রাজস্ব কর্মকর্তার নিকট, যে পদ্ধতিতে এবং যে সময়সীমার মধ্যে ধারা ১৯ এর উপ-ধারা (২) এর অধীন আপিল দায়ের করা যাইতে পারে;

(ড) ধারা ১৯ এর অধীন আপত্তি ও আপিল নিষ্পত্তি;

---

[২২] ধারা ৭৭ক পূর্ব বঙ্গ রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব (তৃতীয় সংশোধনী) অধ্যাদেশ, ১৯৬১ (১৯৫৬ সনের পূর্ব পাকিস্তান অধ্যাদেশ নং ১৫) এর ধারা ৫ বলে সন্নিবেশিত।

(ঢ) ধারা ১৯ এর উপ-ধারা (৩) এর অধীন খতিয়ান প্রকাশের নিয়ম;

(ণ) ধারা ২০ এর উপ-ধারা (৩) এর অধীন বাছাই ক্ষমতা প্রয়োগের সময় এবং বাছাই ক্ষমতার প্রয়োগ না হইলে এই উপ-ধারার অধীন ভূমির বণ্টন;

(ত) ধারা ২০ এর উপ-ধারা (৫) এর দফা (আ) এর অধীন ভূমি নির্ধারণের পদ্ধতি যাহা উক্ত উপ-ধারার দফা (অ) এর উপ-দফা (গ) এর আওতায় আসিবে;

(থ) ধারা ৩১ এর উপ-ধারা (২) এ বর্ণিত বিবরণসমূহ সংশোধন করিবার পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া এবং এতদুদ্দেশ্যে রাজস্ব কর্মকর্তা কর্তৃক প্রয়োগযোগ্য ক্ষমতা;

(দ) ধারা ৩৩ এর অধীন ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণী ফরম, উহা প্রস্তুতের পদ্ধতি ও উহাতে বর্ণিতব্য বিবরণসমূহ;

(ধ) ধারা ৩৫ এর উপ-ধারা (২) এ বর্ণিত অর্থ গণনার পদ্ধতি এবং ব্যয় ও দায় নির্ধারণ;

(ন) ধারা ৩৭ এর দফা (২) অনুযায়ী অস্থায়ী মধ্যস্বত্ব অথবা প্রজাস্বত্বের অধিকারী এবং তাহার অব্যবহিত ঊর্ধ্বতন ভূমি-মালিকের মধ্যে ক্ষতিপূরণ বণ্টনের ক্ষেত্রে অনুসৃত পদ্ধতি;

(প) ধারা ৩৮ এর ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ গণনার পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া এবং ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণী প্রস্তুত;

(ফ) ধারা ৩৯ এর উপ-ধারা (১) এর সারণির আইটেম (ঙ) ও (চ) এ বর্ণিত ভূমির বার্ষিক ভাড়ার মূল্য নির্ধারণের পদ্ধতি এবং আইটেম (চ) এর প্রকৃত নির্মাণ খরচ এবং অপচয় নির্ধারণ করিবার পদ্ধতি;

(ব) ধারা ৩৯ এর উপ-ধারা (৩) এর দফা (ক) অনুযায়ী ভূমির বার্ষিক স্বাভাবিক উৎপাদন নির্ধারণ করিবার পদ্ধতি;

(ভ) ধারা ৩৯ এর উপ-ধারা (৩) এর দফা (খ) এর উপ-দফা (অ) এ বর্ণিত আবাদের খরচ নির্ধারণ করিবার পদ্ধতি;

(ম) ধারা ৩৯ এর উপ-ধারা (৪) এ বর্ণিত মৎস্য-খামার হইতে আগত বার্ষিক প্রকৃত আয় নির্ধারণ করিবার পদ্ধতি;

(য) ধারা ৩৯ এর উপ-ধারা (৫) এ বর্ণিত ক্ষতিপূরণ বণ্টন করিবার ক্ষেত্রে অনুসৃত পদ্ধতি;

(যক) ধারা ৪০ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন খসড়া ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণী প্রকাশের পদ্ধতি ও সময় এবং উক্ত উপ-ধারা অনুযায়ী আপত্তির নিষ্পত্তি;

(যখ) ধারা ৪১ এর অধীন যে রাজস্ব কর্তৃপক্ষের নিকট আপিল দায়ের করিতে হইবে উক্ত ধারার অধীন আপিলসমূহের নিষ্পত্তি;

(যগ) ধারা ৪২ এর অধীন ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণী প্রকাশের পদ্ধতি;

(যঘ) ধারা ৪৫ অনুযায়ী ঘোষণাপত্র প্রকাশের পদ্ধতি;

(যঙ) ধারা ৪৬ এর উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত খতিয়ানের সহিত সম্পর্কিত এলাকার ক্ষেত্রে জেলার রাজস্ব বিবরণী বরাদ্দের সংখ্যা ও উক্ত ধারার উপ-ধারা (২) অনুযায়ী খতিয়ানসমূহের অনুলিপি বণ্টন করিবার পদ্ধতি;

(যচ) ধারা ৪৮ এর উপ-ধারা (২) এ বর্ণিত রাষ্ট্রীয় ক্রয় কমিশনারের ক্ষমতা ও কর্তব্য;

(যছ) ধারা ৪৮ এর উপ-ধারা (৩) এ বর্ণিত ভূমি রেকর্ড ও জরিপ পরিচালকের ক্ষমতা ও কর্তব্য;

(যজ) ধারা ৫২ এর উপ-ধারা (১) অথবা ধারা ৫৩ এ বর্ণিত আবেদনের ফরম;

(যঝ) ধারা ৫৭ এর উপ-ধারা (২) অনুযায়ী অতিরিক্ত অর্থ প্রদান এবং উক্ত ধারার দ্বিতীয় শর্তাবলিতে বর্ণিত উর্ধ্বতন রাজস্ব কর্তৃপক্ষ নির্ধারণের পদ্ধতি;

(যঞ) ধারা ৬৭ এ বর্ণিত অর্থ গণনার পদ্ধতি ও উক্ত ধারার অধীন বিদায়ী খাজনা-গ্রহীতাকে অর্থ প্রদানের পদ্ধতি ও কিস্তি;

(যট) ধারা ৭০ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন আবেদনের পদ্ধতি;

(যঠ) ধারা ৭০ এর উপ-ধারা (৩) এ বর্ণিত প্রকৃত আয় হ্রাসের পরিমাণ নির্ধারণ করিবার পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া;

(যড) ধারা ৭০ এর উপ-ধারা (৪) এ বর্ণিত আয় ও প্রকৃত বার্ষিক আয় গণনা করিবার পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া;

(যঢ) ধারা ৭১ এর উপ-ধারা (২) অনুসারে নোটিশ এবং যে ফরম ও সময়ের মধ্যে উক্ত উপ-ধারায় বর্ণিত বিবরণ দাখিলযোগ্য এবং উক্ত বিবরণের তথ্যাদি প্রকাশের পদ্ধতি;

(যণ) ধারা ৭১ এর উপ-ধারা (৫) এ বর্ণিত বিধিমালা;

(যত) ধারা ৭১ এর উপ-ধারা (৬) এর অধীন আপিল দায়েরের সময়কাল;

(যথ) ধারা ৭১ এর উপ-ধারা (৭) এর অধীন ঋণ আদায়ের পদ্ধতি;

(যদ) ধারা ৭৩ এ বর্ণিত রাজস্ব-কর্মকর্তা, ও কর্মচারীগণের আচরণ ও কার্যকলাপ;

(যধ) ধারা ৭৪ এর উপ-ধারা (১) অনুযায়ী বিবরণী প্রস্তুত ও হস্তান্তর এবং খতিয়ান ও দলিলাদি দাখিল করিবার জন্য বাধ্য করিবার ক্ষমতা প্রয়োগ;

(যণ) ধারা ৭৬ এ বর্ণিত ভূমি বন্দোবস্তের জন্য বিধিমালা।

পঞ্চম ভাগ

দ্বাদশ অধ্যায়

এই ভাগের প্রয়োগ এবং রায়তি কৃষকের শ্রেণিবিভাগ

৭৯। এই ভাগের কার্যকরতা।—এই ভাগ অথবা ইহার অংশ-বিশেষ যাহা সরকার প্রজ্ঞাপন দ্বারা যেরূপ নির্দেশ করিবে সেইরূপ এলাকাসমূহে, তারিখে এবং পরিমাণে কার্যকর হইবে এবং যখন এই ভাগের কোনো অংশ কোনো এলাকায় কার্যকর হয় তখন উক্ত অংশের বিধানসমূহ আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উক্ত এলাকায় কার্যকর হইবে।

৮০। রহিতকরণ।—কোনো এলাকায় এই ভাগ সম্পূর্ণরূপে কার্যকর হইবার তারিখে অথবা তারিখ হইতে উক্ত এলাকায় তফসিলে উল্লিখিত আইনসমূহ তফসিলের চতুর্থ কলামে বর্ণিত পরিমাণে রহিত হইবে।

৮১। রায়তি কৃষকের শ্রেণিবিভাগ এবং তাহাদের অধিকার ও দায়িত্বসমূহ নিয়ন্ত্রণ।—(১) কোনো এলাকায় এই ভাগ সম্পূর্ণরূপে কার্যকর হইবার তারিখে অথবা তারিখ হইতে উক্ত এলাকায় কেবল মালিক নামে কৃষি জমির এক শ্রেণির অধিকারী থাকিবে এবং উক্ত ভূমি মালিকদের অধিকার ও দায়সমূহ এই ভাগের বিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এই ধারা উক্তরূপ কোনো মালিককে তাহার জোতের খনিজ সম্পদের অধিকারসহ ভূনিম্নস্থ কোনো স্বার্থের উপর কোনো অধিকার প্রদান করিবে না:

আরও শর্ত থাকে যে, যেক্ষেত্রে সরকার নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কোনো ভূমি ইজারা প্রদান করে, সেইক্ষেত্রে উক্ত ইজারা-গ্রহীতার অধিকার ও দায়সমূহ ইজারায় বর্ণিত শর্তাবলি অনুযায়ী পরিচালিত হইবে।

[২৩][**৮১ক। অকৃষি প্রজার অধিকার ও দায়িত্বসমূহ।**—(১) এই ভাগে ভিন্নরূপ কোনো কিছু না থাকিলে কোনো অকৃষি দখলদার, এই আইনের বিধানাবলির অধীন এইরূপ ভূমির উপস্থিত স্বার্থ দখলদার হইবার কারণে সরকারের প্রজা হইলে, যেখানে এইরূপ অধিগ্রহণের সময় পূর্ববঙ্গ অকৃষি প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৪৯ এর বিধানসমূহ এইরূপ ভূমির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল, তাহার অধিকার ও দায়িত্বসমূহ উক্ত আইনের বিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে।

(২) খাজনা নির্ধারণ, বৃদ্ধি বা হ্রাসকরণ ব্যতীত অন্যান্য অকৃষি প্রজাগণের অধিকার ও দায় ইজারার শর্তাবলি এবং সম্পত্তি হস্তান্তর আইন, ১৮৮২ এর বিধান অনুযায়ী পরিচালিত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এই আইন বা আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইন বা চুক্তিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যেকোনো শর্তেই হউক, কোনো অকৃষি প্রজা তাহার প্রজাস্বত্বের সকল বা যেকোনো অংশ কোর্ফা পত্তন দান করিতে পারিবেন না, এবং যদি কোনো প্রজাস্বত্ব অথবা প্রজাস্বত্বের কোনো অংশ এই বিধান লঙ্ঘন করিয়া কোর্ফা পত্তন দেওয়া হয়, তাহা হইলে প্রজাস্বত্ব অথবা, ক্ষেত্রমত, প্রজাস্বত্বের অংশে, উক্ত অকৃষি প্রজার অধিকার বিলুপ্ত হইবে, এবং উক্ত প্রজাস্বত্ব বা প্রজাস্বত্বের অংশ-বিশেষ এইরূপ কোর্ফা পত্তনের তারিখ হইতে সকল প্রকার দায়মুক্ত অবস্থায় সরকারের উপর ন্যস্ত হইবে।]

---

[২৩] ধারা ৮১ক ১৯৭১ সনের পূর্ব পাকিস্তান অধ্যাদেশ নং ১ বলে সন্নিবেশিত।

[২৪][**৮১খ। ইজারা দলিল নিবন্ধন।**—ধারা ৮১ বা ৮১ক অথবা আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যদি সরকারি খাসজমি ইজারা প্রদানের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বা এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত গেজেটেড কর্মকর্তা কর্তৃক ইজারা দলিল সম্পাদিত এবং নিবন্ধন আইন, ১৯০৮ এর ধারা ১৭ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (খ) এর বিধানানুসারে নিবন্ধিত না হয়, তাহা হইলে এমনকি ইজারা-গ্রহীতার নিকট হইতে সেলামি বা খাজনা গ্রহণ করা হইলেও, কৃষি অথবা অকৃষি কোনো প্রকার প্রজাস্বত্বই সৃষ্টি হইবে না বা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে না।]

৮২। ব্যাখ্যা।—এই ভাগে—

(১) "প্রকৃত চাষী" অর্থ এইরূপ কোনো ব্যক্তি যিনি স্বয়ং অথবা তাহার পরিবারের সদস্যগণ অথবা চাকর বা শ্রমিকগণের সাহায্যে অথবা অংশীদার বা বর্গাদারগণের মাধ্যমে জমি চাষ করেন এবং একজন কৃষি শ্রমিক ও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(২) "রায়ত" অর্থ এইরূপ কোনো ব্যক্তি যিনি স্বয়ং অথবা তাহার পরিবারের সদস্যগণ অথবা চাকর বা শ্রমিকগণের সহায়তায় অথবা অংশীদার বা বর্গাদারগণের সহায়তায় চাষাবাদ করিবার নিমিত্ত ধারা ৪৪ বা অন্যভাবে সরাসরি সরকারের অধীন ভূমি দখলে রাখিবার অধিকার অর্জন করিয়াছেন এবং যাহারা উক্তরূপ অধিকার অর্জন করিয়াছেন তাহাদের স্বত্বের উত্তরাধিকারীগণকেও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৩) রায়তের পরিবার অর্থে তাহার সহিত একই অন্নে প্রতিপালিত এবং তাহার উপর নির্ভরশীল সকল ব্যক্তি অন্তর্ভুক্ত হইবে কিন্তু কোনো চাকর বা শ্রমিক অন্তর্ভুক্ত হইবে না;

[২৫][***]

(৭) সুস্পষ্টভাবে ভিন্নরূপ কোনো বিধান না থাকিলে 'হস্তান্তর' অর্থে কোনো ব্যক্তিগত বিক্রয়, বন্ধক, দান অথবা কোনো চুক্তি বা সম্মতির মাধ্যমে হস্তান্তর অন্তর্ভুক্ত হইবে; এবং

(৮) কোনো এলাকায় এই ভাগ সম্পূর্ণরূপে কার্যকর হইবার তারিখে অথবা তারিখ হইতে উক্ত এলাকায় এই ভাগের বিধানাবলি প্রয়োগের উদ্দেশ্যে কৃষিজমির সহিত সম্পর্কিত হইয়া ব্যবহৃত হইলে এই ভাগের যে কোনো স্থানে 'মালিক' শব্দটি 'রায়ত বা টেনেন্ট' শব্দটির স্থলে প্রতিস্থাপিত হইয়াছে মর্মে গণ্য হইবে, এবং 'খাজনা' শব্দটির স্থলে 'ভূমি রাজস্ব' শব্দদ্বয় প্রতিস্থাপিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য করা হইবে এবং যেক্ষেত্রে কোনো ইজারা, কবুলিয়ত, চুক্তি বা অন্যান্য সম্মতির শর্ত অনুযায়ী কোনো খাজনা সরকারকে প্রদেয় হয়, সেইক্ষেত্রে ইহা এইরূপভাবে আদায়যোগ্য হইবে যেন উহা ভূমি রাজস্ব ছিল।

[২৪] ধারা ৮১খ পূর্ববঙ্গ রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব (সংশোধনী) অধ্যাদেশ, ১৯৬৭ (১৯৬৭ সনের পূর্ব পাকিস্তান অধ্যাদেশ নং ৮) এর ধারা ৬ বলে সন্নিবেশিত।

[২৫] দফা (৪), (৫), এবং (৬) পূর্ববঙ্গ রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব (সংশোধনী) আইন, ১৯৬৪ (১৯৬৪ সনের পূর্ব পাকিস্তান আইন নং ১৭) এর ধারা ৩ বলে বিলুপ্ত।

ব্যাখ্যা।— যেক্ষেত্রে কোনো ভূমির প্রজার ইহা চাষের আওতায় আনার অধিকার রহিয়াছে, তিনি ইহা উৎপাদিত পণ্য রাখা বা গবাদিপশু চারণের কাজে ব্যবহার করিলেও কৃষিকাজের উদ্দেশ্যে তাহার এই ভূমি দখলে রাখিবার অধিকার রহিয়াছে মর্মে গণ্য হইবে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

রায়তের জোত, ও ভূমি হস্তান্তর, ক্রয় এবং অধিগ্রহণ সংক্রান্ত বিষয়াবলি

৮৩। **রায়তের ভূমি ব্যবহার সম্পর্কিত অধিকার।**—কোনো রায়তের তাহার জোতের অন্তর্ভুক্ত ভূমি তাহার ইচ্ছামাফিক ভোগ-দখল করার অধিকার থাকিবে।

৮৪। **কোনো রায়তের মৃত্যুতে জোতের ক্ষমতা হস্তান্তর।**—কোনো রায়ত যদি উইলবিহীন অবস্থায় মারা যায়, তাহা হইলে তাহার জোত এই আইনের সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ নহে এইরূপে, এবং এই আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে, তাহার অন্যান্য স্থাবর সম্পত্তির ন্যায় একইভাবে বংশানুক্রমে ন্যস্ত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, যে উত্তরাধিকার আইন কোনো রায়তের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সেই উত্তরাধিকার আইনে তাহার অন্যান্য সম্পত্তি রাষ্ট্রীয় মালিকানায় চলিয়া গেলে, জোতে তাহার অধিকার বিলুপ্ত হইবে।

৮৫। **রায়ত উচ্ছেদের কারণ।**—কোনো রায়তকে তাহার সকল জোত বা উহার অংশ-বিশেষে এই আইন লঙ্ঘন করিয়া কোনো কার্য করিবার কারণে কোনো দেওয়ানি আদালত কর্তৃক উক্ত সকল জোত বা, ক্ষেত্রমত, উহার অংশ-বিশেষ হইতে, উচ্ছেদের জন্য প্রদত্ত ডিক্রি কার্যকর করার ক্ষেত্র ব্যতীত, তাহার জোত অথবা উহার অংশ-বিশেষ হইতে উচ্ছেদ করা যাইবে না।

[২৬][৮৬। **সিকস্তির কারণে খাজনা হ্রাস এবং পয়োস্তির কারণে জাগিয়া উঠা জমিতে অধিকার নির্ধারণ।**—(১) যদি কোনো জোতের অন্তর্ভুক্ত জমি বা জমির অংশ-বিশেষ সিকস্তি হইয়া যায়, তাহা হইলে রাজস্ব কর্মকর্তার নিকট প্রজা কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে আবেদন করা হইলে বা তাহাকে অবহিত করা হইলে রাজস্ব কর্মকর্তা এতদুদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক প্রণীত বিধিমালা অনুযায়ী যতটুকু যথাযথ ও ন্যায়সংগত বলিয়া বিবেচনা করিবেন, উক্ত জোতের খাজনা বা উন্নয়ন কর ততটুকু মওকুফ করা হইবে এবং সিকস্তির কারণে যে ক্ষতি হইবে উহা এই বিধি অনুযায়ী লিপিবদ্ধ করা হইবে যাহা পরবর্তীতে উক্ত ভূমি যথাস্থানে জাগিয়া উঠিলে উক্ত ভূমিতে স্বত্বের প্রমাণ হিসাবে গণ্য হইবে।

(২) আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সিকস্তির কারণে অবলুপ্ত জমি যদি ত্রিশ বৎসরের মধ্যে জাগিয়া উঠে, তাহা হইলে জোতের জমি বা জমির অংশে মূল প্রজা বা তাহার উত্তরাধিকারীর অধিকার, মালিকানা ও স্বার্থ বহাল থাকিবে।

---

[২৬] ধারা ৮৬ পূর্ব বঙ্গ রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব (সংশোধনী) আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৫ নং আইন) এর ধারা ২ বলে প্রতিস্থাপিত।

(৩) উপ-ধারা (২) এ অধিকার, মালিকানা ও স্বার্থ থাকা সত্ত্বেও, জাগিয়া উঠা ভূমিতে প্রথমেই কালেক্টর স্ব উদ্যোগে বা যাহার জমি উক্তরূপভাবে অবলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, সেই প্রজা বা তাহার উত্তরাধিকারী বা অন্য কাহারও মাধ্যমে লিখিতভাবে অবহিত হইবার পর তাৎক্ষণিক দখলাধিকার প্রয়োগ করিবেন।

(৪) এই আইনের অন্যত্র যাহা কিছুই থাকুক না কেন,কালেক্টর অথবা রাজস্ব কর্মকর্তা এইরূপ জমিতে দখল গ্রহণের পর এতদুদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক প্রণীত বিধিমালা অনুযায়ী দখল গ্রহণ সম্পর্কে জনগণকে প্রজ্ঞাপন দ্বারা অবহিত করিবেন এবং জাগিয়া উঠা ভূমির বিষয়ে জরিপ করিবেন এবং ইহার মানচিত্র প্রস্তুত করিবেন।

(৫) কালেক্টর উপ-ধারা (৪) অনুযায়ী জরিপ এবং মানচিত্র প্রস্তুত করিবার পঁয়তাল্লিশ দিনের মধ্যে সিকস্তির কারণে যাহার জমি অবলুপ্ত হইয়া হইয়াছিল তাহাকে অথবা, ক্ষেত্রমত, তাহার উত্তরাধিকারীকে, সেই পরিমাণ জমি বন্দোবস্ত দিবেন যাহাতে ইতঃপূর্বে উক্ত ব্যক্তির বা তাহার উত্তরাধিকারী কর্তৃক অধিকৃত জমির সহিত সংযুক্ত হইয়া ষাট বিঘার অতিরিক্ত না হয় এবং উক্ত বন্দোবস্তের পর উক্ত প্রজা বা তাহার উত্তরাধিকারীর কোনো অতিরিক্ত ভূমি, যদি থাকে, উহা সরকারের উপর ন্যস্ত ও কর্তৃত্বাধীনে থাকিবে।

(৬) উপ-ধারা (৫) অনুযায়ী বন্দোবস্তকৃত জমি সালামি মুক্ত হইবে, তবে প্রজা বা তাহার উত্তরাধিকারী রাজস্ব কর্মকর্তা কর্তৃক যথাযথ ও ন্যায়সংগতভাবে ধার্যকৃত খাজনা এবং ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(৭) সরকার বা কোনো আইনে উন্নয়নমূলক কাজ করিবার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত বা অনুমোদিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত উন্নয়নমূলক কাজের ফলশ্রুতিতে কৃত্রিম বা যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরায় জাগিয়া উঠা ভূমির ক্ষেত্রে এই ধারার বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

৮৬ক। নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত মামলা দায়েরে বাধা, ইত্যাদি।―ধারা ৮৬ এর আওতাভুক্ত কোনো ভূমির বিষয়ে কোনো দেওয়ানি বা ফৌজদারি মামলা অথবা অন্যান্য আইনগত কার্যক্রম ধারা ৮৬ এর উপ-ধারা (৪) অনুযায়ী জনগণের জ্ঞাতার্থে কালেক্টর উক্ত ধারা অনুযায়ী কার্যক্রম সম্পন্ন করিবার জন্য প্রথম নোটিশ জারির পর বারো মাসের মধ্যে দায়ের করা যাইবে না।

[২৭]**[৮৭। নদী বা সমুদ্র দূরে সরিয়া যাইবার কারণে পরিবৃদ্ধিপ্রাপ্ত জমির অধিকার।**―[২৮][(১)] আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, নদী বা সমুদ্র দূরে সরিয়া যাইবার কারণে যখন কোনো জমি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তখন ইহাকে সংযুক্ত জোতের প্রবৃদ্ধিপ্রাপ্ত জমি হিসাবে গণ্য করা যাইবে না, উহা চূড়ান্তভাবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের উপর ন্যস্ত হইবে এবং কর্তৃত্বাধীনে থাকিবে।

[২৭] ধারা ৮৭ রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব (সংশোধনী) আদেশ, ১৯৭২ (১৯৭২ সনের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ৭২) এর ২ অনুচ্ছেদ বলে প্রতিস্থাপিত।

[২৮] বাংলাদেশ রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব (ষষ্ঠ সংশোধনী)আদেশ, ১৯৭২ (১৯৭২ সনের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১৩৭) এর ২ অনুচ্ছেদ বলে ধারা ৮৭ উক্ত ধারার (১) উপ-ধারা হিসাবে পুনঃসংখ্যায়িত।

[২৯][(২) ১৯৭২ সনের ২৮শে জুন তারিখের পূর্বে বা পরবর্তীতে যখনই পরিবৃদ্ধিপ্রাপ্ত হউক না কেন, উপ-ধারা (১) এর বিধানাবলি পরিবৃদ্ধিপ্রাপ্ত সকল জমির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে, কিন্তু রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব (ষষ্ঠ সংশোধনী) আদেশ, ১৯৭২ (১৯৭২ সনের ১৩৭ নং রাষ্ট্রপতির আদেশ) কার্যকর হইবার পূর্বে বলবৎ কোনো আইনের অধীন কোনো যথাযথ কর্তৃপক্ষ বা আদালত কর্তৃক জোতের প্রবৃদ্ধিপ্রাপ্ত জমি মালিকের দখলে রাখিবার বিষয়টি চূড়ান্তরূপে স্বীকৃত বা ঘোষিত হইলে, উহা উক্ত তারিখের পূর্বে কোনো জমির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

(৩) কোনো নদী বা সমুদ্র দূরে সরিয়া যাইবার কারণে জোত সংলগ্ন ভূমি প্রবৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে বা প্রবৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা সৃষ্টি হইলে উহা অধিকারে রাখিবার জন্য সকল মামলা, আবেদন, আপিল বা অন্যান্য কার্যক্রম উক্ত আদেশ প্রদানের তারিখে কোনো আদালতে বা কর্তৃপক্ষের নিকট বিচারাধীন থাকিলে উহা আর অগ্রসর হইবে না এবং উহা বাতিল হইয়া যাইবে এবং কোনো আদালত উক্ত দাবি সম্পর্কিত কোনো মামলা, আবেদন বা অন্য কোনো আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে না।]]

৮৮। **রায়তের জোত হস্তান্তরযোগ্যতা।**—এই আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে, কোনো রায়ত তাহার অন্যান্য স্থাবর সম্পত্তি যে পদ্ধতিতে এবং যতখানি হস্তান্তর করিতে পারেন, একইভাবে তাহার জোত বা উহার অংশ-বিশেষ হস্তান্তরযোগ্য হইবে[৩০][:

তবে শর্ত থাকে যে, ধারা ২০ এর উপ-ধারা (২) এর অধীন বিদ্যমান চা-বাগানের খাসজমি বা উহার অংশ-বিশেষ ডেপুটি কমিশনারের লিখিত পূর্বানুমোদন ব্যতীত হস্তান্তর করা যাইবে না এবং প্রস্তাবিত হস্তান্তর কোনোভাবেই সার্বিকভাবে বাগানের অস্তিত্বকে ব্যাহত করিবে না অথবা অধিকৃত ভূমিতে কোনোভাবেই চা-চাষের ক্ষতি সাধন করিবে না।

৮৯। **হস্তান্তর পদ্ধতি।**—(১) উইল, ডিক্রিজারি মূলে বিক্রয় অথবা বেঙ্গল পাবলিক ডিমান্ডস রিকোভারি অ্যাক্ট, ১৯১৩ অনুযায়ী স্বাক্ষরিত কোনো সার্টিফিকেট জারি ব্যতীত উক্তরূপ প্রত্যেক হস্তান্তর নিবন্ধন দলিলের মাধ্যমে সম্পাদন করিতে হইবে এবং নিবন্ধন কর্মকর্তা উক্তরূপ কোনো দলিল নিবন্ধন করিবার জন্য গ্রহণ করিবেন না, যদিনা হস্তান্তরিত সম্পত্তির বিক্রয়মূল্য এবং যেক্ষেত্রে বিক্রয়মূল্য নাই সেইক্ষেত্রে জোত বা উহার অংশ বা অংশ-বিশেষের মূল্য দলিলে উল্লেখ থাকে এবং যদিনা ইহার সহিত সংযুক্ত হয়-

(ক) রাজস্ব কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করিবার জন্য নির্ধারিত প্রসেস ফিসসহ নির্ধারিত ফরমে হস্তান্তরের বিবরণসহ একটি নোটিশ; এবং

(খ) উপ-ধারা (৪) অনুযায়ী প্রয়োজনীয় নোটিশ ও প্রসেস ফিসসমূহ।

---

[২৯] বাংলাদেশ রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব (ষষ্ঠ সংশোধনী) আদেশ, ১৯৭২ (১৯৭২ সনের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১৩৭) এর ২ অনুচ্ছেদ বলে উপ-ধারা (২) এবং (৩) সংযুক্ত।

[৩০] বাংলাদেশ রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব (সংশোধনী) আদেশ, ১৯৭২ (১৯৭২ সনের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ৭২) এর ৩ অনুচ্ছেদ বলে ধারা ৮৮ এর প্রান্তস্থিত দাঁড়ি (।) এর স্থলে কোলন (:) প্রতিস্থাপিত।

(২) উক্তরূপ কোনো জোত বা উহার অংশ-বিশেষ বা শেয়ার উইলের ক্ষেত্রে কোনো আদালত উইলের বৈধতাপত্র (probate) অথবা প্রশাসনিক ব্যবস্থাপত্র (letters of administration) মঞ্জুর করিবেন না, যে পর্যন্ত না আবেদনকারী উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) এ বর্ণিত একই রকমের নোটিশ ও একই অঙ্কের প্রসেস ফি দাখিল করেন।

(৩) যে পর্যন্ত না ক্রেতা বা বন্ধক গ্রহীতা, ক্ষেত্রমত, উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত একই ধরনের নোটিশ বা নোটিশসমূহ এবং একই অঙ্কের প্রসেস ফিসসমূহ জমা দেন, সেই পর্যন্ত কোনো আদালত অথবা রাজস্ব কর্তৃপক্ষ ডিক্রি জারিমূলে বা বেঙ্গল পাবলিক ডিমান্ডস রিকোভারি অ্যাক্ট, ১৯১৩ অনুযায়ী সার্টিফিকেট মূলে উক্তরূপ কোনো জোত বা উহার অংশ-বিশেষ বা শেয়ার বিক্রয় অনুমোদন করিবেন না এবং কোনো আদালত উক্তরূপ কোনো জোত অথবা উহার অংশ-বিশেষ বা শেয়ার বিষয়ে ডিক্রিজারি বা বন্ধকি সম্পত্তির দখল গ্রহণের (foreclosure) জন্য চূড়ান্ত আদেশ জারি করিবেন না।

(৪) যদি উক্তরূপ কোনো জোতের অংশ-বিশেষ বা শেয়ারের হস্তান্তর এইরূপ হয় যাহার ক্ষেত্রে ধারা ৯৬ এর বিধান প্রযোজ্য, তাহা হইলে উক্ত জোতের সকল অংশীদার প্রজাগণের উপর জারির জন্য এবং উহার এক কপি নিবন্ধন কর্মকর্তার দপ্তরে অথবা আদালত ভবনে, অথবা, ক্ষেত্রমত, রাজস্ব কর্তৃপক্ষের দপ্তরে, ঝুলাইবার জন্য নির্ধারিত প্রসেস ফি ও হস্তান্তরের বিবরণাদিসহ নির্ধারিত ফরমে নোটিশ জারি করিতে হইবে।

(৫) আদালত, রাজস্ব কর্তৃপক্ষ অথবা নিবন্ধন কর্মকর্তা, ক্ষেত্রমত, উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) এ বর্ণিত নোটিশ রাজস্ব কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করিবেন এবং উপ-ধারা (৪) এ বর্ণিত নোটিশ রেজিস্টার্ড ডাকযোগে অংশীদার প্রজাগণের উপর জারি করিবেন এবং নোটিশের এক কপি আদালত ভবনে অথবা রাজস্ব কর্তৃপক্ষের দপ্তরে অথবা, ক্ষেত্রমত, নিবন্ধন কর্মকর্তার দপ্তরে, লটকাইয়া দিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ নোটিশ জারি সরকার বা জোতের কোনো সহ-অংশীদার প্রজা যাহার উপর এইরূপ নোটিশ জারি হইয়াছে তাহার দ্বারা খাজনার পরিমাণ বা এইরূপ জোতের পরিসীমার স্বীকৃতি হিসাবে প্রয়োগ করা হইবে না অথবা সরকার অথবা এইরূপ সহ-অংশীদার প্রজার জোতে বিভাজন অথবা উহার জন্য প্রদেয় খাজনা বণ্টনের প্রকাশ্য সম্মতি হিসাবে বিবেচনা করা হইবে না:

আরও শর্ত থাকে যে, যাহাতে রাজস্ব কর্মকর্তা পক্ষ নহেন এইরূপ কোনো মামলা, আপিল বা অন্যবিধ কার্যক্রমে যদি পরবর্তী সময়ে একটি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোনো হস্তান্তর বাতিল বা সংশোধিত হয়, তাহা হইলে যে কর্তৃপক্ষের নিকট সর্বপ্রথম যথাযথ মামলা বা কার্যক্রম রুজু করা হইয়াছিল তিনি এইরূপ আদেশের কপি রাজস্ব কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করিবেন।

(৬) এই ধারায়—

(ক) "হস্তান্তরগ্রহীতা", "ক্রেতা" এবং "বন্ধক গ্রহীতা" অর্থে তাহাদের স্বার্থের স্থলাবর্তীগণও অন্তর্ভুক্ত হইবে; এবং

(খ) "হস্তান্তর" অর্থে বণ্টন বা, কোনো ডিক্রি বা বন্ধকি সম্পত্তির দখলগ্রহণে (foreclosure) চূড়ান্ত আদেশ প্রদান না করা পর্যন্ত সরল বা খাই-খালাসি বন্ধক বা শর্তসাপেক্ষে বিক্রয়ের বন্ধক অন্তর্ভুক্ত হইবে না।

৯০। জোত হস্তান্তরে সীমাবদ্ধতা।—(১) আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই ভাগ কার্যকর হইবার পর এই ভাগের বিধান ব্যতীত কোনো ব্যক্তি কোনো পরিমাণ জমি ক্রয় করিতে বা অন্য কোনোভাবে অর্জন করিতে পারিবেন না যাহা তাহার নিজের ও পরিবারের অধিকৃত মোট জমির সহিত যুক্ত হইলে তিনশত পচাঁত্তর বিঘার অধিক হইবে।

(২) আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো রায়তের জোত বা উহার কোনো অংশ-বিশেষ বা শেয়ার বিক্রয় বা দান বা উইলমূলে অথবা অন্য কোনোভাবে বা ডিক্রিজারি মূলে বিক্রয় অথবা বেঙ্গল পাবলিক ডিমান্ডস রিকোভারি অ্যাক্ট, ১৯১৩ এর অধীন কোনো সার্টিফিকেট জারিমূলে কোনো প্রকৃত কৃষক ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করা যাইবে না এবং এইরূপ কোনো প্রজাস্বত্ব বা উহার কোনো শেয়ার বা অংশ-বিশেষ উক্তরূপ কোনো উপায়ে কোনো ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করা যাইবে না যদিনা তিনি নিজের ও পরিবারের জন্য আপাতত তিনশত পঁচাত্তর বিঘার কম জমির অধিকারী হন; এবং উক্তরূপ কোনো হস্তান্তর বৈধ হইবে না যদি হস্তান্তরের সময় হস্তান্তর গ্রহীতার অধিকৃত জমির সহিত উক্ত হস্তান্তরিত জমি যুক্ত হইলে তিনশত পঁচাত্তর বিঘার অধিক হয়:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো ব্যক্তি বা সমবায় সমিতির নিকট হস্তান্তর করা হইলে, উক্তরূপ ব্যক্তি বা সমবায় সমিতির মোট জমির পরিমাণ তিনশত পঁচাত্তর বিঘার অধিক হইলেও উপ-ধারা (১) এবং (২) এর অধীন হস্তান্তর বাতিল হইবে না, যদি—

(ক) নির্ধারিত রাজস্ব কর্তৃপক্ষ এইরূপ ব্যক্তিকে শক্তিচালিত যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিয়া বৃহদায়তন কৃষি খামার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন মর্মে সার্টিফিকেট দেন; এবং

(খ) সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে নির্ধারিত রাজস্ব কর্তৃপক্ষ যদি এই মর্মে প্রত্যয়ন করেন যে, উৎকৃষ্ট ফসল উৎপাদনের জন্য একদল ভূমি মালিক কৃষকের সমন্বয়ে উক্তরূপ সমিতি গঠিত হইয়াছে, তাহারা শক্তিচালিত যন্ত্রপাতি ব্যবহার করুক বা না করুক এবং নিঃশর্তভাবে প্রত্যেকের জমির মালিকানা সমিতির নিকট হস্তান্তর করুক বা না করুক, উভয়ক্ষেত্রেই এইরূপ হস্তান্তরের সীমা রাজস্ব কর্তৃপক্ষের মঞ্জুরীকৃত প্রত্যয়নপত্রে বর্ণিত থাকিবে:

আরও শর্ত থাকে যে, উপ-ধারা (১) বা (২) এর কোনো বিধান প্রযোজ্য হইবে না যেক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি যে প্রকৃতপক্ষে চা চাষ করিতেছে, অথবা কোনো সমবায় সমিতি বা কোনো কোম্পানি যাহা প্রকৃতপক্ষে উক্ত সমবায় সমিতি অথবা কোম্পানির মাধ্যমে চিনি উৎপাদনের নিমিত্ত আখ চাষ করিতেছে বা অন্য কোনো কোম্পানি যাহার উদ্দেশ্য কোনো পণ্যদ্রব্য উৎপাদনের মাধ্যমে শিল্পের উন্নতি সাধন করা।

(৩) উপ-ধারা (১) ও (২) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, প্রকৃত কৃষক নহেন এইরূপ কোনো ব্যক্তি, নির্ধারিত রাজস্ব কর্তৃপক্ষের লিখিত পূর্বানুমতি সাপেক্ষে, অনুমতিপত্রে বর্ণিত পরিমাণ জমি ভোগদখল করিতে এবং বাণিজ্যিক বা শিল্পের জন্য অথবা দাতব্য বা ধর্মীয় উদ্দেশ্যে ভূমি ক্রয় বা অন্য কোনোভাবে অর্জন করিতে পারিবেন।

(৪) উপ-ধারা (১) ও (২) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, প্রকৃত চাষী নহেন এইরূপ ব্যক্তি, নির্ধারিত রাজস্ব কর্তৃপক্ষের লিখিত পূর্বানুমতিক্রমে, অনুমতিপত্রে উল্লিখিত পরিমাণ ভূমি তাহার নিজের এবং পরিবারের জন্য বসতবাড়ি প্রস্তুতের নিমিত্ত অথবা তিনি নিজে বা তাহার পরিবারের সদস্যবৃন্দ অথবা চাকর অথবা শ্রমিকগণের দ্বারা বা সাহায্যে অথবা অংশীদার বা বর্গাদারগণের সাহায্যে উক্ত ভূমি চাষ করিবার নিমিত্ত ক্রয় অথবা অন্য উপায়ে অর্জন করিতে পারিবেন; এবং উক্তরূপে অর্জিত জমি সরকারের প্রজা হিসাবে অধিকারে রাখিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ কোনো ব্যক্তিকে উপ-ধারা (১) এ নির্ধারিত জমির অধিক পরিমাণ জমি অধিকারে রাখিতে দেওয়া হইবে না:

আরও শর্ত থাকে যে, উক্ত ব্যক্তি অথবা পরিবারের সদস্যগণের জন্য বসতবাড়ি প্রস্তুতের নিমিত্ত তৎকর্তৃক অধিকৃত ভূমির ক্ষেত্রে যদি অধিকার অর্জনের তারিখ হইতে পাঁচ বৎসরের মধ্যে উক্ত ভূমির উপর বসতবাড়ি নির্মাণ না করা হয়, তাহা হইলে উক্ত জমিতে উক্ত ব্যক্তির অধিকারের বিলুপ্তি ঘটিবে এবং উক্ত জমি সরকারের নিকট ন্যস্ত হইবে।

(৫) এই ধারার বিধান লংঘন করিয়া কোনো জোত বা প্রজাস্বত্ব বা উহার শেয়ার বা অংশ হস্তান্তর করা হইলে উহা বাতিল হইয়া যাইবে, এবং উহা সকল প্রকার দায়মুক্ত অবস্থায় সরকারের উপর চূড়ান্তভাবে ন্যস্ত হইবে।

৯১। উত্তরাধিকারসূত্রে ন্যস্ত অতিরিক্ত ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষমতা।—আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যদি কোনো ব্যক্তির ইতোমধ্যে দখলে থাকা মোট ভূমির সহিত উত্তরাধিকারের মাধ্যমে তাহার প্রাপ্ত ভূমি যুক্ত হইয়া ধারা ৯০ এ নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করে, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তির পছন্দ অনুযায়ী নির্বাচিত অতিরিক্ত ভূমির জন্য ধারা ৩৯(১) এ উল্লিখিত হারে ক্ষতিপূরণ প্রদানের পর উহা অধিগ্রহণ করা সরকারের জন্য আইনানুগ হইবে।

৯২। কতিপয় ক্ষেত্রে রায়তের স্বত্বের বিলোপ।—(১) জোতে কোনো রায়তের স্বত্বের পরিসমাপ্তি ঘটিবে-

(ক) যেক্ষেত্রে তিনি তাহার উত্তরাধিকার আইন অনুযায়ী সম্পত্তির উত্তরাধিকারী না রাখিয়া বা কোনো প্রকার উইল না করিয়া মারা যান;

(খ) যেক্ষেত্রে তিনি কোনো কৃষি সনের শেষে নির্ধারিত ফরমে, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নোটিশ প্রদান করিয়া রাজস্ব কর্মকর্তার নিকট তাহার জোত সমর্পণ করেন;

(গ) যেক্ষেত্রে বকেয়া খাজনা পরিশোধের কোনো ব্যবস্থা না রাখিয়া স্বেচ্ছায় বাসস্থান ত্যাগ করেন ও স্বয়ং বা তাহার পরিবারের সদস্যগণ দ্বারা অথবা কর্মচারী অথবা শ্রমিকগণের সহায়তায় অথবা অংশীদার বা বর্গাদারগণের সহায়তায় ধারাবাহিকভাবে তিন বৎসরকাল পর্যন্ত তাহার জোত চাষাবাদ করা হইতে বিরত থাকেন;

(ঘ) যখন রায়তের নিজস্ব উত্তরাধিকার আইনে উত্তরাধিকার সূত্রে এইরূপ কোনো ব্যক্তির উপর স্বার্থ ন্যস্ত হয় যিনি স্বয়ং প্রকৃত চাষী নহেন এবং যিনি স্বয়ং অথবা তাহার পরিবারের সদস্যগণ, অথবা কর্মচারী বা শ্রমিকগণের সহায়তায় অথবা অংশীদার বা বর্গাদারগণের সহায়তায় তাহার উপর উক্ত স্বার্থ ন্যস্ত হইবার দিন হইতে পাঁচ বৎসর উক্ত জোতের জমি চাষাবাদ করেন নাই এবং কেন তিনি উক্ত জমি চাষাবাদ করেন নাই তাহার উপযুক্ত কারণ না থাকে।

(২) যখন উপ-ধারা (১) এ কোনো জোতে কোনো রায়তের স্বত্বের পরিসমাপ্তি ঘটে, রাজস্ব কর্মকর্তা উক্ত জোতে প্রবেশ করিতে পারিবেন; এবং যে তারিখে রাজস্ব কর্মকর্তা উক্ত জোতে প্রবেশ করেন সেই তারিখ হইতে জোতটি উক্ত উপ-ধারার (ক) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী অবলুপ্ত দায় ব্যতীত সম্পূর্ণ দায়মুক্ত অবস্থায় সরকারের উপর ন্যস্ত হইবে, কিন্তু জোতসমূহে যে সকল ব্যক্তির অধিকার উক্ত উপ-ধারার দফা (খ), (গ) ও (ঘ) অনুযায়ী বিলুপ্ত হয়, তাহারা উক্ত জোতসমূহের উপর সৃষ্ট দায়ের অর্থের জন্য ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) অনুযায়ী কোনো জোতে প্রবেশের পূর্বে রাজস্ব কর্মকর্তা উক্ত জোতে প্রবেশ করিতে তাহার ইচ্ছা এবং ইহার কারণ এবং জোতে স্বার্থ রহিয়াছে এইরূপ সকল ব্যক্তির নিকট হইতে আপত্তি আহবান করিয়া নোটিশ জারি করিবেন ও নোটিশে উল্লিখিত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে তাহার নিকট উত্থাপিত আপত্তি বিবেচনা করিবেন এবং সিদ্ধান্ত নথিভুক্ত করিবেন।

(৪) উপ-ধারা (১) এর দফা (ঘ) অনুযায়ী জোতে স্বার্থ বিলুপ্তিতে কোনো রায়তের আপত্তির বিপরীতে উপ-ধারা (৩) এ রাজস্ব কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত আদেশে সংক্ষুব্ধ কোনো ব্যক্তি উক্তরূপ আদেশের বিরুদ্ধে ধারা ১৪৭ এ আপিল করিবার পরিবর্তে দেওয়ানি আদালতে মামলা দায়ের করিতে পারিবেন। আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উক্তরূপ মামলা রাজস্ব কর্মকর্তা কর্তৃক উপ-ধারা (৩) এ প্রদত্ত আদেশের তারিখ হইতে নব্বই দিনের মধ্যে দায়ের করিতে হইবে।

(৫) উপ-ধারা (১) এর অধীন জোতে কোনো রায়তের অধিকার বিলুপ্ত হইলে তাহার নিকট হইতে প্রাপ্য উক্ত জোতের সকল বকেয়া খাজনা অনাদায়যোগ্য বলিয়া গণ্য হইবে।

৯৩। কোর্ফা পত্তনের উপর বিধি-নিষেধ।―(১) কোনো রায়ত তাহার সমগ্র জোত অথবা জোতের কোনো অংশ কোনো মেয়াদ বা শর্তে কোর্ফা পত্তন প্রদান করিতে পারিবেন না।

(২) যদি এই ধারার বিধানাবলি অমান্য করিয়া কোনো জোত বা জোতের অংশ কোর্ফা পত্তন প্রদান করা হয়, তাহা হইলে উক্ত জোত অথবা জোতের অংশে রায়তের স্বত্বের বিলুপ্তি ঘটিবে এবং উক্ত জোত অথবা জোতের অংশ, যাহাই হউক, কোর্ফা পত্তনের তারিখ হইতে সম্পূর্ণ দায়মুক্ত অবস্থায় সরকারের উপর ন্যস্ত হইবে।

৯৪। কতিপয় ক্ষেত্রে দায় হস্তান্তর।―আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ধারা ৯০ এর উপ-ধারা (৫) অথবা ধারা ৯৩ এর উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত দায় সংশ্লিষ্ট ভূমির হস্তান্তর অথবা উপ-ইজারার তারিখ হইতে নির্ধারিত বিধিমালা অনুযায়ী রাজস্ব কর্মকর্তা কর্তৃক বাছাইকৃত হস্তান্তরকারী অথবা ইজারাদাতার অন্যান্য ভূমির সহিত হস্তান্তরিত অথবা যুক্ত হইয়াছে মর্মে গণ্য হইবে এবং অতঃপর উক্ত হস্তান্তর অথবা উপ-ইজারার পূর্বে তাহার মূল ভূমিতে দায়-প্রাপকের যে অধিকার নিহিত ছিল সেই একই অধিকার উক্ত সকল ভূমিতে বা ভূমির বিপরীতে চলমান থাকিবে। হস্তান্তরকারী অথবা ইজারাদাতা, ক্ষেত্রমত, উক্ত দায় সৃষ্টির মাধ্যমে গৃহীত অর্থের জন্য ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকিবেন।

৯৫। রায়তি জোতের বন্ধকের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা।—(১) আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, একজন রায়ত তাহার জোত অথবা উহার অংশ-বিশেষ সম্পূর্ণ খাই-খালাসি বন্ধক ব্যতীত অন্য কোনো প্রকার খাই-খালাসি বন্ধকে আবদ্ধ করিবে না এবং উক্তরূপ প্রত্যেক সম্পূর্ণ খাই-খালাসি বন্ধক ধারা ৯০ এর অধীন কোনো রায়তের জোত বা উহার অংশ-বিশেষ হস্তান্তরের যে সীমাবদ্ধতা আরোপ করা হইয়াছে, সেই একই সীমাবদ্ধতা সাপেক্ষ হইবে; এবং যে সময়ের জন্য রায়ত উক্তরূপ সম্পূর্ণ খাই-খালাসি বন্ধকে আবদ্ধ হইয়াছে উহার মেয়াদ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনো চুক্তি দ্বারা সাত বৎসর অতিক্রম করিবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, যেহেতু বন্ধকের বাকি মেয়াদ নির্ভর করে ইহার মোট মেয়াদের উপর, সেইহেতু উক্তরূপ কোনো খাই-খালাসি বন্ধক উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে যেকোনো সময় বন্ধকদাতা বন্ধকের অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য আনুপাতিক হারে বন্ধকের টাকা প্রত্যর্পণ করিয়া বন্ধকি ভূমি দায়মুক্ত করিতে পারিবে।

(২) উক্তরূপ প্রত্যেক সম্পূর্ণ খাই-খালাসি বন্ধক নিবন্ধন আইন, ১৯০৮ অনুযায়ী নিবন্ধিত হইতে হইবে।

(৩) যদি কোনো রায়ত উপ-ধারা (১) এ নির্ধারিত শর্তাবলি পূরণ না করিয়া কোনো সম্পূর্ণ খাই-খালাসি বন্ধকে আবদ্ধ হন অথবা উপ-ধারা (২) এর অধীন উহা নিবন্ধিত না হয়, তাহা হইলে উহা বাতিল হইবে।

[৩১][[৩২][(৪) আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যদি বন্ধকগ্রহীতা উপ-ধারা (১) এর বিধান অনুসারে কোনো খাই-খালাসি বন্ধক অবমুক্তকরণে বাধা দান করেন অথবা মেয়াদ সমাপনান্তে কোনো খাই-খালাসি বন্ধকে আবদ্ধ ভূমি উদ্ধারে অস্বীকার করেন, তাহা হইলে বন্ধকদাতা উক্তরূপ বন্ধক অবমুক্তকরণ বা উদ্ধারের জন্য মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট বা এতদুদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট আবেদন করিতে পারিবেন, এবং উক্ত আবেদন করিবার পরও বন্ধক অবমুক্তকরণের ক্ষেত্রে উক্ত শর্তাংশ অনুযায়ী আবেদনকারী বন্ধকগ্রহীতার প্রাপ্য অর্থ প্রদান করিবার পর মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট অথবা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বন্ধকীকৃত ভূমি আবেদনকারীকে ফেরত প্রদানের জন্য এবং আদেশে নির্ধারিত তারিখের মধ্যে তাহার দখলে বা কর্তৃত্বে থাকা বন্ধকি ভূমি সম্পর্কিত সকল দলিলপত্র আবেদনকারীকে সরবরাহ করিবার জন্য বন্ধকগ্রহীতাকে নির্দেশ প্রদান করিবেন।]

[৩১] রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব (দ্বিতীয় সংশোধনী) আদেশ, ১৯৭২ (১৯৭২ সনের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ৮৮) এর ২ অনুচ্ছেদ বলে উপ-ধারা (৪) এবং (৫) সন্নিবেশিত।

[৩২] রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব (দ্বিতীয় সংশোধনী) আদেশ, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ২৪) এর ২ অনুচ্ছেদ বলে উপ-ধারা (৪) প্রতিস্থাপিত।

(৫) যদি বন্ধকগ্রহীতা উপ-ধারা (৪) এর অধীন নির্ধারিত তারিখে বন্ধকি জমির দখল বন্ধকদাতার নিকট ফেরত প্রদান না করেন, তাহা হইলে বন্ধক দাতার আবেদনের প্রেক্ষিতে মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট [৩৩][অথবা সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উক্ত বন্ধকগ্রহীতাকে উচ্ছেদ করিয়া আবেদনকারীকে উক্ত জমির দখল প্রদান করিবেন ও প্রয়োজনবোধে উচ্ছেদের নিমিত্ত বলপ্রয়োগ করিবেন অথবা প্রয়োগের ব্যবস্থা করিবেন।]]

[৩৪][**৯৫ক। কতিপয় হস্তান্তর খাই-খালাসি বন্ধক হিসাবে গণ্য হওয়া।**—আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যদি কোনো জোত বা উহার অংশ-বিশেষ বা শেয়ার [৩৫][হয় কবলা মূল্যে পুনঃফেরতের চুক্তিসহ হস্তান্তর করা হয়][৩৬][অথবা] যেক্ষেত্রে হস্তান্তরকারী হস্তান্তর গ্রহীতার নিকট হইতে কোনো বিনিময় মূল্য গ্রহণ করেন এবং হস্তান্তর গ্রহীতা উক্তরূপ মূল্যের পরিবর্তে উক্তরূপ জোত বা উহার অংশ একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য দখলে রাখিবার ও উৎপাদিত ফসল ভোগ করিবার অধিকার অর্জন করেন, তাহা হইলে হস্তান্তর দলিলে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উহাকে অনধিক সাত বৎসরের জন্য সম্পূর্ণ খাই-খালাসি বন্ধক হিসাবে গণ্য করা হইবে এবং ইহা রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন (দ্বিতীয় সংশোধনী) আদেশ, ১৯৭২ (পি. ও. নং ৮৮, ১৯৭২) শুরু হইবার তারিখের পূর্ব বা পরে হউক, এইরূপ হস্তান্তরের ক্ষেত্রে ধারা ৯৫ এর বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।]

[৩৭][**৯৬। অগ্রক্রয়ের অধিকার।**—(১) যদি কোনো প্রজার জোতের অংশ-বিশেষ বা শেয়ার জোতের সহ-অংশীদার নহেন, এইরূপ কোনো ব্যক্তির নিকট বিক্রয় করা হয়, উক্ত জোতের এক বা একাধিক সহ-অংশীদার প্রজাগণ ধারা ৮৯ অনুযায়ী নোটিশ জারির দুই মাসের মধ্যে অথবা যদি ধারা ৮৯ অনুযায়ী কোনো নোটিশ জারি না করা হয়, তাহা হইলে বিক্রয় সম্পর্কে অবগত হইবার তারিখ হইতে দুই মাসের মধ্যে তাহার অথবা তাহাদের নিকট উক্ত ভূমির অংশ-বিশেষ বা শেয়ার বিক্রয়ের জন্য আদালতে আবেদন পেশ করিতে পারিবেন:

---

৩৩ রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব (দ্বিতীয় সংশোধনী) আদেশ, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ২৪) এর ২ অনুচ্ছেদ বলে "অথবা সরকার কর্তৃক এই উদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উক্ত বন্ধকগ্রহীতাকে উচ্ছেদ করিয়া আবেদনকারীকে উক্ত জমির দখল প্রদান করিবেন ও প্রয়োজনবোধে উচ্ছেদের নিমিত্ত বলপ্রয়োগ করিবেন অথবা প্রয়োগের ব্যবস্থা করিবেন" শব্দ ও কমাসমূহ সন্নিবেশিত।

৩৪ রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব (দ্বিতীয় সংশোধনী) আদেশ, ১৯৭২ (১৯৭২ সনের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ৮৮) এর ৩ অনুচ্ছেদ বলে ধারা ৯৫ক সন্নিবেশিত।

৩৫ রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব (পঞ্চম সংশোধনী) আদেশ, ১৯৭২ (১৯৭২ সনের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১৩৬) এর ২ অনুচ্ছেদ বলে "হয় কবলা মূল্যে পুনঃফেরতের চুক্তিসহ হস্তান্তর করা হয়" শব্দ ও কমা সন্নিবেশিত।

৩৬ রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব (দ্বিতীয় সংশোধনী) আদেশ, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ২৪) এর ৩ অনুচ্ছেদ বলে "অথবা" শব্দটি সন্নিবেশিত।

৩৭ ধারা ৯৬ রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব (সংশোধনী) আইন, ২০০৬(২০০৬ সনের ৩৬ নং আইন) এর ধারা ২ বলে প্রতিস্থাপিত।

তবে শর্ত থাকে যে, এই ধারার অধীন কোনো আবেদন দাখিল করা যাইবে না, যদিনা আবেদনকারী—

(ক) উত্তরাধিকার সূত্রে উক্ত জোতে একজন সহ-অংশীদার প্রজা হন; এবং

(খ) এইরূপ ব্যক্তি যাহার নিকট ধারা ৯০ এর অধীন জোতের অংশ বা, ক্ষেত্রমত, শেয়ার বিক্রয় করা যায়:

আরও শর্ত থাকে যে, বিক্রয় দলিল নিবন্ধনের তারিখ হইতে তিন বৎসর অতিক্রান্ত হইলে এই ধারার অধীন কোনো আবেদন করা যাইবে না।

(২) উপ-ধারা (১) অনুযায়ী কোনো আবেদনে উত্তরাধিকার সূত্রে অনুরূপ জোতের অন্য সকল সহ-অংশীদার প্রজা এবং ক্রেতাকে পক্ষভুক্ত করিতে হইবে।

(৩) উপ-ধারা (১) অনুযায়ী দায়েরকৃত আবেদন খারিজ হইবে যদি আবেদনকারী অথবা আবেদনকারীগণ উহা দায়ের করিবার সময় আদালতে নিম্নরূপ অর্থ জমা প্রদান না করেন, যথা:-

(ক) ধারা ৮৯ এর অধীন নোটিশে অথবা হস্তান্তর দলিলে, ক্ষেত্রমত, বর্ণিত বিক্রিত জোত অথবা অংশ-বিশেষ বা শেয়ারের বিনিময় মূল্য;

(খ) দফা (ক) এ উল্লিখিত পরিমাণ অর্থের শতকরা পঁচিশ ভাগ ক্ষতিপূরণ; এবং

(গ) বিক্রয় দলিল সম্পাদনের তারিখ হইতে অগ্রক্রয়ের আবেদন দাখিলের তারিখ পর্যন্ত সময়ের জন্য দফা (ক) এ উল্লিখিত পরিমাণের উপর শতকরা বার্ষিক আট ভাগ হারে সরল সুদের হিসাবকৃত অর্থ।

(৪) উক্তরূপ জমাসহ আবেদন প্রাপ্তির পর, আদালত ক্রেতা ও উপ-ধারা (২) এর অধীন আবেদনের পক্ষভুক্ত অন্যান্য ব্যক্তিগণকে আদালতের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে হাজির হইবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিবেন এবং বিক্রয়ের তারিখ হইতে খাজনা বাবদ অন্য কী পরিমাণ অর্থ তিনি প্রদান করিয়াছেন এবং বিক্রীত জোত, ইহার অংশ-বিশেষ বা শেয়ার দায়মুক্ত করিতে বা অন্য কোনো উন্নয়ন কার্য সমাধা করিতে তিনি কী পরিমাণ ব্যয়সাধন করিয়াছেন, উহা বর্ণনা করিবার জন্য ক্রেতাকে নির্দেশ দিবেন।

(৫) আদালত পক্ষগণকে শুনানির সুযোগ প্রদান করিয়া উপ-ধারা (৪) এ উল্লিখিত প্রদত্ত খাজনা এবং ব্যয়িত খরচাদি অনুসন্ধানপূর্বক আবেদনকারী বা আবেদনকারীগণকে, যদি প্রয়োজন হয়, আদালত যেইরূপ যুক্তিসঙ্গত মনে করিবেন সেইরূপ সময়ের মধ্যে অতিরিক্ত পরিমাণ অর্থ জমা করিতে নির্দেশ প্রদান করিবেন।

(৬) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো আবেদন দাখিল করা হইলে, কোনো অবশিষ্ট সহ-অংশীদার প্রজা উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত সময়ের মধ্যে বা উপ-ধারা (৪) অনুযায়ী আবেদনের নোটিশ জারির তারিখ হইতে দুই মাসের মধ্যে, যাহা পূর্বে ঘটিবে, উক্ত আবেদনে যোগদানের জন্য আবেদন করিতে পারিবে; কোনো সহ-অংশীদার প্রজা যিনি উপ-ধারা (১) বা এই উপ-ধারা অনুযায়ী আবেদন করেন নাই, এই ধারা অনুযায়ী তাহার ক্রয় করিবার আর কোনো অধিকার থাকিবে না।

(৭) উপ-ধারা (৬) অনুযায়ী আবেদন দাখিলের সময় অতিক্রান্ত হইলে, আদালত নির্ধারণ করিবে এই ধারার বিধান অনুসারে উপ-ধারা (৬) এর অধীন দাখিলকৃত কোন্ কোন্ আবেদন বিবেচনা করা হইবে।

(৮) যদি আদালত মনে করেন যে, একাধিক আবেদনকারীর পক্ষে উপ-ধারা (৭) এর অধীন করা আবেদনের অনুমতি প্রদান করিতে হইবে, আদালত এই ধরনের আবেদনকারীর প্রত্যেককে কী পরিমাণ অর্থ প্রদান করিতে হইবে উহা নির্ধারণ করিবেন এবং অর্থের পরিমাণ নির্ধারণের পর উপ-ধারা (৬) এর অধীন মূল আবেদনে যুক্ত হওয়া আবেদনকারী বা আবেদনকারীগণকে যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে তাহার বা তাহাদিগের উক্ত পরিমাণ অর্থ আদালতে জমা করিতে আদেশ প্রদান করিবেন; এবং যদি উক্ত আবেদনকারী উক্ত সময়ের মধ্যে অর্থ জমা না করেন, তাহা হইলে তাহার আবেদন খারিজ হইয়া যাইবে।

(৯) উপ-ধারা (৮) এর অধীন কোনো অর্থ জমা প্রদানের মেয়াদ অতিক্রান্ত হইলে, আদালত নিম্নরূপ বিষয়ে আদেশ প্রদান করিবে, যথা:-

(ক) এই ধারার অধীন ক্রয়ের অধিকারী এবং এই ধারার বিধানাবলি প্রতিপালন করিয়াছেন, এইরূপ আবেদনকারী বা আবেদনকারীগণ কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদন বা আবেদনসমূহের অনুমোদন;

(খ) উপ-ধারা (৮) এর অধীন একাধিক আবেদনকারীর পক্ষে এই ধরনের আদেশ জারি হইলে তাহাদের মধ্যে জোত অথবা অংশ-বিশেষ বা শেয়ার বণ্টন;

(গ) উপ-ধারা (৩) এবং (৫) এর অধীন আবেদনকারী বা আবেদনকারীগণ কর্তৃক জমাকৃত অর্থ ফেরত পাইবার অধিকারী যেকোনো ব্যক্তিকে ফেরত প্রদান;

(ঘ) উপ-ধারা (৩) ও (৫) এর অধীন জমাকৃত অর্থ হইতে ক্রেতাকে অর্থ প্রদানের নির্দেশনা;

(ঙ) যাহাদের আবেদন অনুমোদিত হইয়াছে সেই ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের পক্ষে ষাট দিনের মধ্যে বিক্রয় চুক্তি সম্পাদন এবং দলিল বা দলিলাদি নিবন্ধন করিবার নির্দেশ প্রদান; এবং উক্ত নিবন্ধনের জন্য কোনো কর, শুল্ক বা ফি প্রদান করিতে হইবে না।

(১০) ক্রেতা যদি উপ-ধারা (৯) এর দফা (ঙ) এর নির্দেশ মোতাবেক ষাট দিনের মধ্যে যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের আবেদন বা আবেদনসমূহ মঞ্জুর করা হইয়াছে, তাহার বা তাহাদের পক্ষে বিক্রয় দলিল বা দলিলসমূহ সম্পাদন ও নিবন্ধন করিতে ব্যর্থ হন, অতঃপর আদালত, যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের আবেদন বা আবেদনসমূহ মঞ্জুর করা হইয়াছে, তাহার বা তাহাদের পক্ষে বিক্রয় দলিল বা দলিলসমূহ সম্পাদন ও ষাট দিনের মধ্যে নিবন্ধনের জন্য উপস্থাপন করিবে।

(১১) উপ-ধারা (৯) এর দফা (ঙ), অথবা উপ-ধারা (১০) এর অধীন বিক্রয় দলিল বা দলিলসমূহ নিবন্ধনের তারিখ হইতে উপ-ধারা (৯) এ জারীকৃত আদেশ সাপেক্ষে কোনো জোত, উহার অংশ-বিশেষ বা শেয়ার বিক্রয় হইতে ক্রেতার অর্জিত অধিকার, মালিকানা, ও স্বার্থ বিক্রয়ের তারিখ হইতে সকল প্রকার দায়মুক্ত অবস্থায় সহ-অংশীদার প্রজা বা প্রজাগণ যাহাদের ক্রয়-আবেদন বা আবেদনসমূহ উপ-ধারা (৯) এর অধীন অনুমোদিত হইয়াছে, তাহাদের নিকট ন্যস্ত হইবে।

(১২) আদালত উক্ত আবেদনকারী বা আবেদনকারীগণের অধিকতর আবেদনের ভিত্তিতে তাহাকে বা, ক্ষেত্রমত, তাহাদিগকে, ন্যস্ত সম্পত্তির দখল বুঝাইয়া দিতে পারিবেন।

(১৩) উপ-ধারা (৯) এর দফা (খ) এর অধীন প্রদত্ত বণ্টন আদেশ জোতের বিভাজন হিসাবে বিবেচ্য হইবে না।

(১৪) এই ধারার অধীন আবেদন সেই আদালতে করিতে হইবে যাহার যে জমি বিষয়ে আবেদন করা হইয়াছে উহার দখল সংক্রান্ত কোনো মামলা গ্রহণের এখতিয়ার রহিয়াছে।

(১৫) এই ধারার অধীন আদালতের যেকোনো আদেশের বিরুদ্ধে সাধারণ দেওয়ানি আপিল আদালতে আপিল করা যাইবে।

(১৬) এই ধারার কোনো কিছুই বসতবাড়ির জমির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

(১৭) এই ধারার কোনো কিছুই কোনো ব্যক্তির মুসলিম আইনে প্রদত্ত অগ্রক্রয়ের অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করিবে না।

(১৮) এই ধারার কোনো কিছুই কোনো রায়তের জোতের অংশ-বিশেষ বা শেয়ার হস্তান্তর অথবা এই আইনের ধারা ৯৬ অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব (সংশোধনী) আইন, ২০০৬ কার্যকরের পূর্বে দাখিলকৃত আবেদনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

৯৭। আদিবাসী বা উপজাতীয়দের দ্বারা ভূমি হস্তান্তরে বিধি-নিষেধ।—(১) সরকার, সময় সময়, প্রজ্ঞাপন দ্বারা, ঘোষণা করিতে পারিবে যে, এই ধারার বিধানাবলি কোনো জেলা অথবা স্থানীয় এলাকার প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত আদিবাসী সমাজ অথবা গোত্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে এবং এইরূপ সমাজ অথবা গোত্র এই ধারার উদ্দেশ্যে আদিবাসী হিসাবে গণ্য হইবে এবং এইরূপ প্রজ্ঞাপনের প্রকাশ চূড়ান্ত প্রমাণ হইবে যে, এই ধারার বিধানাবলি এইরূপ সমাজ ও গোত্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইয়াছে, যথা:

সাঁওতাল, [৩৮][বানাই], ভূইয়া, ভুমিজ, ডালু, গারো, গোন্ড, হাদী, হাজং, হো, খারিয়া, খারওয়ার, কোচ (ঢাকা বিভাগ), কোরা, মগ (বাকেরগঞ্জ জেলা), মাল ও সুরিয়া পাহাড়িয়া, মাচ, মান্ডা, মন্ডিয়া, ওড়াঁও ও তোড়ি।

(২) এই ধারায় যেরূপ বিধান রাখা হইয়াছে উহা ব্যতীত কোনো আদিবাসী রায়ত কর্তৃক তাহার জোত বা উহার অংশে তাহার কোনো অধিকার হস্তান্তর বৈধ হইবে না, যদিনা ইহা বাংলাদেশের নিবাসী বা স্থায়ীভাবে বসবাসকারী আদিবাসীর নিকট করা হয় যাহার নিকট ধারা ৯০ অনুযায়ী এইরূপ জোত অথবা উহার অংশ-বিশেষ হস্তান্তর করা যায়।

(৩) যদি কোনো ক্ষেত্রে আদিবাসী রায়ত আদিবাসী নহেন এইরূপ কোনো ব্যক্তির নিকট জোত অথবা উহার অংশ-বিশেষ ব্যক্তিগতভাবে বিক্রয়, দান বা উইলের মাধ্যমে হস্তান্তর করিতে ইচ্ছুক হন, এতদুদ্দেশ্যে অনুমতির জন্য তিনি রাজস্ব কর্মকর্তার নিকট আবেদন করিতে পারিবেন এবং রাজস্ব কর্মকর্তা ধারা ৮৮ ও ৯০ এর বিধানাবলি সাপেক্ষে এই আবেদন বিষয়ে যেরূপ যথাযথ মনে করিবেন সেইরূপ আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

---

[৩৮] "বানাই," শব্দ ও কমা রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব (সংশোধনী) আইন, ১৯৭৪(১৯৭৪ সনের ৫৬ নং আইন) এর ধারা ৩ বলে সন্নিবেশিত।

(৪) উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত প্রত্যেকটি হস্তান্তর নিবন্ধিত দলিলমূলে করিতে হইবে; এবং দলিল নিবন্ধন এবং জোত বা ইহার যেকোনো অংশ হস্তান্তরিত হইবার পূর্বে দলিল এবং হস্তান্তরের শর্তের বিষয়ে রাজস্ব কর্মকর্তার লিখিত সম্মতি গ্রহণ করিতে হইবে।

(৫) একজন আদিবাসী রায়ত তাহার জমি কেবল এক প্রকারের বন্ধক, যথা সম্পূর্ণ খাই-খালাসি বন্ধক, প্রদান করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কৃষির উদ্দেশ্যে ঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সরকার বা পাকিস্তান কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক অথবা [৩৯][***] কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন বা কোনো সমবায় সমিতির নিকট বন্ধকের ক্ষেত্রে এই উপ-ধারার কোনো কিছুই প্রযোজ্য হইবে না।

(৬) কোনো আদিবাসী রায়ত অন্য কোনো আদিবাসী, বাংলাদেশ নিবাসী অথবা বাংলাদেশে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী অন্য কোনো ব্যক্তি যাহার সহিত ধারা ৯৫ এর উপ-ধারা (১) অনুযায়ী সম্পূর্ণ খাই-খালাসি বন্ধকে আবদ্ধ হওয়া যায়, তাহার সহিত তাহার জোতের অন্তর্ভুক্ত যেকোনো ভূমির জন্য কোনো ব্যক্ত অথবা অব্যক্ত চুক্তির মাধ্যমে যেকোনো সময়ের জন্য সম্পূর্ণ খাই-খালাসি বন্ধকে আবদ্ধ হইতে পারে, যাহা কোনোভাবেই সাত বৎসরের অধিক হইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ প্রত্যেকটি বন্ধক নিবন্ধন আইন, ১৯০৮ অনুযায়ী নিবন্ধিত হইতে হইবে।

(৭) কোনো আদিবাসী রায়ত কর্তৃক এই ধারার বিধানসমূহ লঙ্ঘনক্রমে সম্পাদিত প্রত্যেকটি হস্তান্তর বাতিল হইবে।

(৮) (ক) যদি কোনো আদিবাসী রায়ত এই ধারার বিধানাবলি লঙ্ঘন করিয়া কোনো জোত বা ইহার অংশ হস্তান্তর করেন, তাহা হইলে রাজস্ব কর্মকর্তা স্ব-উদ্যোগে বা ইহার বিষয়ে দাখিলকৃত আবেদনের ভিত্তিতে লিখিত আদেশবলে এইরূপ হস্তান্তর-গ্রহীতাকে উক্ত জোত বা উহার অংশ হইতে উচ্ছেদ করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ আদেশ জারির পূর্বে হস্তান্তর-গ্রহীতাকে এইরূপ উচ্ছেদের বিরুদ্ধে যুক্তি উপস্থাপনের সুযোগ প্রদান করিতে হইবে।

(খ) অনুচ্ছেদ (ক) অনুযায়ী রাজস্ব কর্মকর্তা কোনো আদেশ প্রদান করিলে, হয় তিনি (অ) হস্তান্তরিত ভূমি উক্ত আদিবাসী অথবা তাহার উত্তরাধিকারী বা আইনসঙ্গত প্রতিনিধির নিকট প্রত্যর্পণ করিবেন; বা (আ) হস্তান্তরকারী অথবা তাহার উত্তরাধিকারী বা আইনসঙ্গত প্রতিনিধি পাওয়া না গেলে ভূমি সরকারের উপর ন্যস্ত হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা করিবেন এবং রাজস্ব কর্মকর্তা উক্ত ভূমি অন্য কোনো আদিবাসীর নিকট বন্দোবস্ত দিবেন।

---

[৩৯] পূর্ব পাকিস্তান” শব্দটি বাংলাদেশ (বিদ্যমান আইনের অভিযোজন) আদেশ, ১৯৭২ (১৯৭২ সনের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ৪৮) এর ৬ নং অনুচ্ছেদ বলে বিলুপ্ত।

(৯) আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো আদালত কোনো আদিবাসী রায়তের জোত বা ইহার অংশের অধিকার বিক্রয়ের নিমিত্ত ডিক্রি অথবা আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন না:

তবে শর্ত থাকে যে, জোতের বকেয়া ভূমি রাজস্ব আদায়ের জন্য বা সরকার বা পাকিস্তান কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, [৪০][***] কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন বা সমবায় সমিতি কর্তৃক কৃষির উদ্দেশ্যে জোতের জামানত সাপেক্ষে প্রদত্ত ঋণ আদায়ের জন্য এই আইনের বিধানাবলি অনুযায়ী সার্টিফিকেট কার্যকর করিবার নিমিত্ত কোনো আদিবাসীর জোত বিক্রয় করা যাইতে পারে।

(১০) সরকার, প্রজ্ঞাপন দ্বারা, ঘোষণা করিতে পারিবে যে, কোনো জেলা বা স্থানীয় এলাকার যেকোনো শ্রেণি বা গোত্র যাহাদের ক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) অনুযায়ী ইহা প্রয়োগ করা হইয়াছে, তাহাদের ক্ষেত্রে এই ধারা প্রযোজ্য হইবে না।

চতুর্দশ অধ্যায়

[৪১][খাজনা নিরূপণ, বৃদ্ধি ও হ্রাস করা বিষয়ক বিধানাবলি]

৯৮। রায়ত এবং অকৃষি প্রজাগণের খাজনা সংশোধন।—এই অধ্যায়ের বিধানাবলি ব্যতীত, কোনো রায়ত অথবা অকৃষি প্রজার খাজনা বৃদ্ধি, হ্রাস বা পরিবর্তন করা যাইবে না।

[৪২][**৯৮ক। কতিপয় ক্ষেত্রে খাজনা নির্ধারণ অথবা পুনঃনির্ধারণ।**—(১) এই আইনের অন্যত্র ভিন্নরূপ বিধান থাকা সত্ত্বেও, নিম্নরূপ ক্ষেত্রসমূহে ডেপুটি কমিশনারের ভূমির খাজনা নির্ধারণ এবং পুনঃনির্ধারণ আইনসঙ্গত হইবে, যথা:—

(ক) যেক্ষেত্রে রায়ত অথবা অকৃষি প্রজা কর্তৃক অধিকৃত জমির খাজনা চতুর্থ অধ্যায় অথবা ধারা ১৪৪ অনুযায়ী নির্ধারণ করা হয় নাই, অথবা উক্ত জমি সম্পর্কিত খাজনা ধারা ১০৭ এর অধীন নির্ধারণ করা হয় নাই; অথবা

(খ) যেক্ষেত্রে কোনো জমির খাজনা (ক) অনুচ্ছেদে উল্লিখিত কোনো বিধান অনুযায়ী কৃষি জমি হিসাবে নির্ধারণ করা হইয়াছে, যাহা পরবর্তীকালে অকৃষি জমি হিসাবে ব্যবহার করা হইয়াছে অথবা বিপরীত ভাবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন খাজনা নির্ধারণ অথবা পুনঃনির্ধারণের ক্ষেত্রে ডেপুটি কমিশনার ধারা ২৬ এ উল্লিখিত নীতিমালা বিবেচনায় রাখিবেন:

---

৪০ পূর্ব পাকিস্তান” শব্দটি বাংলাদেশ (বিদ্যমান আইনের অভিযোজন) আদেশ, ১৯৭২ (১৯৭২ সনের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ৪৮) এর ৬ নং অনুচ্ছেদ বলে বিলুপ্ত।

৪১ “খাজনা নিরূপণ, বৃদ্ধি ও হ্রাস করা বিষয়ক বিধানাবলি” শব্দগুচ্ছ ১৯৭১ সনের পূর্ব পাকিস্তান অধ্যাদেশ নং ১ এর ধারা ৫ বলে “খাজনা বৃদ্ধি ও হ্রাস করা বিষয়ক বিধানাবলি” শব্দগুচ্ছের স্থলে প্রতিস্থাপিত।

৪২ ধারা ৯৮ক ১৯৭১ সনের পূর্ব পাকিস্তান অধ্যাদেশ নং ১ এর ধারা ৬ বলে সন্নিবেশিত।

তবে শর্ত থাকে যে, যে এলাকাসমূহে ধারা ১৪৪ অনুযায়ী খতিয়ান প্রস্তুত অথবা রিভিশন করা হইয়াছে সেই এলাকাসমূহে ডেপুটি কমিশনার এই ধারা অনুযায়ী কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন না:

আরও শর্ত থাকে যে, সংশ্লিষ্ট রায়ত বা প্রজার উপস্থিত হওয়া এবং এই বিষয়টিতে শুনানির জন্য কমপক্ষে পনের দিনের নোটিশ প্রদান না করিয়া এই ধারা অনুযায়ী কোনো খাজনা নির্ধারণ অথবা পুনঃনির্ধারণ করা যাইবে না।

(৩) যেক্ষেত্রে কোনো জোতের একটি অংশ অকৃষি উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়, সেইক্ষেত্রে ধারা ১০৭ এর উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত নীতিমালা, যতখানি প্রযোজ্য হয়, অনুযায়ী উক্ত অংশ পৃথক প্রজাস্বার্থ রূপে গঠিত হইবে এবং এই ধারা অনুযায়ী খাজনা নির্ধারণ এবং পুনঃনির্ধারণ করা হইবে।

৯৯। খাজনার হার নির্ধারণ এবং খাজনার তালিকা প্রণয়নের আদেশ।—(১) সরকার রাজস্ব কর্মকর্তাগণকে নির্দেশনা দিয়া আদেশ প্রদান করিতে পারিবে যে,—

(ক) এই অধ্যায়ের বিধান এবং এতদুদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক প্রণীত বিধিমালা অনুযায়ী কোনো জেলা অথবা জেলার অংশ অথবা স্থানীয় এলাকার জন্য খাজনার হার নির্ধারণ করা ও নির্ধারিত সারণি ও পদ্ধতিতে খাজনার হারের সারণি প্রণয়ন করিতে যাহাতে অন্যান্য নির্ধারিত বিবরণের সহিত উক্তরূপ নির্ধারিত খাজনার হার সুনির্দিষ্ট থাকিবে; এবং

(খ) এই অধ্যায়ের অধীন কোনো জেলা, জেলার অংশ অথবা স্থানীয় এলাকার খাজনার হারের সারণি প্রণয়ন ও বহালের পর উক্ত জেলা বা জেলার অংশ অথবা এলাকার সকল জনগণের জন্য ন্যায্য এবং ন্যায়সঙ্গত খাজনা নির্ধারণ করিতে এবং নির্ধারিত ফরমে ও পদ্ধতিতে খাজনা নির্ধারণ বিবরণী প্রণয়ন করিতে যাহাতে অন্যান্য বিবরণের সহিত উক্ত নির্ধারিত খাজনা সুনির্দিষ্ট থাকিবে।

(২) এই ধারার অধীন প্রদত্ত কোন আদেশ সরকারি গেজেটে প্রকাশিত হইলে উক্ত প্রজ্ঞাপন উক্ত আদেশ যথাযথভাবে প্রদানের চূড়ান্ত সাক্ষ্য হিসাবে গণ্য হইবে।

১০০। খাজনার হার নির্ধারণের পদ্ধতি।— (১) যেক্ষেত্রে ধারা ৯৯ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) এর অধীন কোনো আদেশ প্রদান করা হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত আদেশে উল্লিখিত এলাকার জন্য খাজনার হার নির্ধারণের উদ্দেশ্যে রাজস্ব কর্মকর্তা ভূমির অবস্থা, উক্ত এলাকা যদি কৃষি এলাকা হয়, তাহা হইলে উক্ত এলাকার উৎপন্ন ফসলাদি বিবেচনা করিয়া তিনি যেরূপ প্রয়োজনীয় মনে করিবেন সেইরূপভাবে উক্ত এলাকাকে কয়েকটি সুবিধাজনক ইউনিটে ভাগ করিবেন এবং রাজস্ব কর্মকর্তা অতঃপর উক্ত প্রত্যেকটি ইউনিটের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণির ভূমির জন্য খাজনার হার নির্ধারণ করিবেন।

(২) রাজস্ব কর্মকর্তা উপ-ধারা (১) এর অধীন বিভিন্ন শ্রেণির কৃষি ভূমির খাজনার হার নির্ধারণের সময় নিম্নরূপ বিষয়াদি বিবেচনায় রাখিবেন, যথা:-

(ক) যে শ্রেণির ভূমির জন্য খাজনার হার নির্ধারণ করা হইতেছে উহার মাটির ধরন এবং সাধারণ উৎপাদন ক্ষমতা;

(খ) নির্ধারিত পদ্ধতিতে ভূমির একর প্রতি স্বাভাবিক উৎপাদন ক্ষমতা নির্ধারণ;

(গ) যে বৎসরসমূহ ফসলের মূল্য অস্বাভাবিক ছিল সেই বৎসরসমূহ বাদ দিয়া বিগত বিশ বৎসরের ফসলের গড় মূল্যের উপর ভিত্তি করিয়া উক্ত ভূমিতে উৎপাদিত ফসলসমূহের গড়মূল্য;

(ঘ) উক্তরূপ ভূমি চাষের ক্ষেত্রে সেচ অথবা নর্দমা অথবা চাষাবাদের অন্য কোনো বিশেষ সুবিধাদি;

(ঙ) সরকারি অর্থ ব্যয়ে কোনো বিশেষ ইউনিটে কৃষি উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের ফলাফল।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন যেকোনো শ্রেণির কৃষি জমির একর প্রতি খাজনার হার উপ-ধারা (২) এর দফা (গ) এ উল্লিখিত স্বাভাবিকভাবে উৎপাদিত ফসলের গড় মূল্য নির্ধারণের নির্ধারিত পদ্ধতিতে উক্তরূপ প্রতি একর ভূমির স্বাভাবিক উৎপাদন গুণ করিয়া প্রাপ্ত উক্তরূপ প্রতি একর জমির উৎপাদিত ফসলের মোট মূল্যের দশ ভাগের এক ভাগের অধিক হইবে না।

(৪) উপ-ধারা (১) এর অধীন বিভিন্ন শ্রেণির অকৃষি ভূমির খাজনার হার নির্ধারণার্থে রাজস্ব কর্মকর্তা নিম্নরূপ বিষয়াদি বিবেচনা করিবেন, যথা:—

(ক) অনুরূপ সুবিধার অথবা অনুরূপ বর্ণনার পার্শ্ববর্তী অকৃষি ভূমির জন্য সাধারণভাবে সরকারকে প্রদত্ত খাজনার হার;

(খ) ধারা ৯৯ এর অধীন প্রজ্ঞাপন জারির অব্যবহিত পূর্বে নির্ধারিত পদ্ধতিতে হিসাবকৃত উক্ত ভূমির অথবা পার্শ্ববর্তী অনুরূপ ভূমির বাজারমূল্য;

(গ) প্রজাস্বত্বের কোনো বিশেষ অবস্থা এবং অনুষঙ্গ, যদি থাকে; এবং

(ঘ) সরকারি খরচে নির্দিষ্ট ইউনিটে কোনো উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের ফলাফল:

তবে শর্ত থাকে যে, উপ-ধারা (১) এর অধীন নির্ধারিত যেকোনো শ্রেণির অকৃষি ভূমির খাজনার হার আবাসিক এলাকার ক্ষেত্রে উক্ত বাজারমূল্যের শতকরা এক চতুর্থাংশের এবং অন্যান্য এলাকার ক্ষেত্রে উক্ত বাজারমূল্যের শতকরা অর্ধ শতাংশের অধিক হইবে না।

(৫) উপ-ধারা (৪) এর দফা (ক) এ উল্লিখিত অনুরূপ পাশ্ববর্তী ভূমির জন্য সাধারণভাবে প্রদত্ত খাজনা ইউনিটে অবস্থিত উক্ত ভূমির বর্তমান খাজনাসমূহ একত্র করিয়া সর্বমোট অর্থকে ইউনিটের সর্বমোট পরিমাণসহ বণ্টন করিয়া হিসাব করা হইবে।

ব্যাখ্যা।—এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্যে "ভূমি" অর্থে ইহার উপরে অবস্থিত ইমারত বা স্থাপনাকে অন্তর্ভুক্ত হইবে না।

১০১। খাজনার হারের সারণি প্রাথমিক এবং চূড়ান্তভাবে প্রকাশ এবং নির্ধারিত উর্ধ্বতন রাজস্ব কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইহার অনুমোদন।―(১) যখন রাজস্ব কর্মকর্তা খাজনার হারের কোনো সারণি প্রস্তুত করেন, তখন তিনি ইহার সহিত সম্পর্কিত এলাকা বা গ্রামে নির্ধারিত পদ্ধতিতে ইহার একটি খসড়া নির্ধারিত সময়ের জন্য প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(২) খাজনা-হারের সারণিতে কোনো অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে আপত্তিকারী ব্যক্তি উপ-ধারা (১) অনুযায়ী প্রথম প্রকাশের দিন হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে রাজস্ব কর্মকর্তার নিকট আবেদন করিতে পারিবেন এবং রাজস্ব কর্মকর্তা উক্তরূপ কোনো আপত্তি বিবেচনা করিবেন ও সারণি পরিবর্তন বা সংশোধন করিতে পারিবেন।

(৩) উক্ত সময়ের মধ্যে যদি কোনো আপত্তি উত্থাপন করা না হয় অথবা যেখানে আপত্তি উত্থাপন করা হয়, তাহা হইলে উহা নিষ্পত্তির পর রাজস্ব কর্মকর্তা তাহার প্রস্তাবের কারণসমূহের পূর্ণ বিবরণ প্রয়োজনীয় তথ্যাদি ও প্রত্যেক শ্রেণির ভূমির বর্তমান খাজনার হার এবং প্রাপ্ত আপত্তিসমূহের সংক্ষিপ্তসারসহ তাহার কার্যবিবরণী নির্ধারিত রাজস্ব কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিবেন।

(৪) উক্ত উর্ধ্বতন রাজস্ব কর্তৃপক্ষ উপ-ধারা (৩) এর অধীন দাখিলকৃত সারণি পরিবর্তন অথবা পরিবর্তন ব্যতীত অনুমোদন করিতে পারিবেন অথবা উহা পুনঃপরীক্ষণের জন্য ফেরত পাঠাইতে পারিবেন।

(৫) যেক্ষেত্রে খাজনা হারের সারণি উক্ত উর্ধ্বতন রাজস্ব কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়, সেইক্ষেত্রে ইহা অনুমোদনের আদেশকে সারণি প্রস্তুতের কার্যক্রম এই আইন অনুযায়ী যথাযথভাবে সম্পন্ন হইবার চূড়ান্ত সাক্ষ্যরূপে গণ্য হইবে, এবং প্রতিটি শ্রেণির ভূমির জন্য সারণিতে প্রদর্শিত হার প্রযোজ্য এলাকায় অবস্থিত উক্ত শ্রেণির জন্য যথাযথ ও ন্যায়সংগত হার মর্মে অনুমিত হইবে।

১০২। সারণিতে প্রদর্শিত হার সর্বোচ্চ হার হইবে।―ধারা ১০১ এর অধীন অনুমোদিত খাজনার হারের সারণিতে প্রদর্শিত কোনো শ্রেণির ভূমির জন্য খাজনার হার উক্তরূপ শ্রেণির ভূমির জন্য কোনো রায়ত বা অকৃষি প্রজার খাজনার সর্বোচ্চ হার হিসাবে নির্ধারণ করা হইবে।

১০৩। যে সকল তথ্য খতিয়ানের অংশ হইবে।―ধারা ১০০ এর উপ-ধারা (২) এবং (৪) এ উল্লিখিত কোনো ইউনিট এবং এই অধ্যায়ের অধীন উক্ত ইউনিটের অন্তর্গত বিভিন্ন শ্রেণির ভূমির জন্য নির্ধারিত খাজনার হারের তথ্যাদি এই ভাগের অধীন উক্ত ইউনিটের খতিয়ানের অংশ হইবে।

১০৪। খাজনা-হারের স্থায়িত্বকাল।―যেক্ষেত্রে কোনো জেলা, জেলার অংশ বা এলাকার কোনো ইউনিটের জন্য এই অধ্যায় অনুযায়ী খাজনার হার নির্ধারিত হয় এবং ধারা ১০১ এ অনুমোদিত খাজনা-হার একটি সারণিতে প্রদর্শিত হয়, সেইক্ষেত্রে উক্তরূপ অনুমোদনের তারিখ হইতে বিশ বৎসর সময়কাল অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত উহার পরিবর্তন হইবে না।

১০৫। খাজনা বৃদ্ধির কারণ এবং সীমাবদ্ধতা।―(১) কোনো ভূমির জন্য কোনো রায়ত অথবা অকৃষি প্রজা কর্তৃক প্রদেয় খাজনা এই কারণে বৃদ্ধি করা যাইবে যে তৎকর্তৃক প্রদেয় খাজনার পরিমাণ, যে ইউনিটে উক্ত ভূমি অবস্থিত সেই ইউনিটের সারণিভুক্ত অনুরূপ শ্রেণির ভূমির জন্য নিরূপিত এবং ধারা ১০১ অনুযায়ী অনুমোদিত খাজনার চাইতে, উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কম।

(২) যে সকল ক্ষেত্রে খাজনা বৃদ্ধি অব্যবহিত পূর্ববর্তী বৎসরের প্রদেয় খাজনার শতকরা পঞ্চাশ ভাগের অধিক হয়, এবং অন্যান্য যে সকল ক্ষেত্রে তিনি মনে করেন যে, তাৎক্ষণিক খাজনা বৃদ্ধি দুর্ভোগ সৃষ্টি করিবে, সেই সকল ক্ষেত্রে রাজস্ব কর্মকর্তা এতদ্বিষয়ে তৎকর্তৃক নির্ধারিত হারে বার্ষিক খাজনা বৃদ্ধির নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, ধারা ১১৩ অনুযায়ী যে বৎসর হইতে নূতন খাজনা কার্যকর হয় উহার অব্যবহিত পূর্ববর্তী নির্দিষ্ট বৎসরের খাজনা বৃদ্ধি উক্ত বৎসরের প্রদেয় খাজনার শতকরা পঞ্চাশ ভাগের অধিক হইবে।

১০৬। খাজনা হ্রাসের কারণ।—নিম্নরূপ এক বা একাধিক কারণে রায়ত কর্তৃক প্রদেয় কোনো জোতের খাজনা হ্রাস করা যাইবে, যথা:—

(ক) কোনো রায়ত কর্তৃক প্রদেয় খাজনা তাহার জোতের জমি যে ইউনিটে অবস্থিত এবং খাজনা-হারের সারণিতে অন্তর্ভুক্ত, সেই ইউনিটের অনুরূপ শ্রেণির ভূমির জন্য এই অধ্যায়ের অধীন নিরূপিত এবং ধারা ১০১ অধীন অনুমোদিত খাজনা অপেক্ষা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে অধিক হয়;

(খ) বালি সঞ্চিত হইবার ফলে অথবা অন্য কোনো আকস্মিক অথবা নিয়মিত প্রাকৃতিক কারণে জোতের ভূমি খারাপ বা অনুর্বর হয়; এবং

(গ) যদি শেষবার খাজনা নির্ধারণের সময় বিদ্যমান কোনো সেচ অথবা জল নিষ্কাশন ব্যবস্থা বা সেই সময় বিদ্যমান কোনো বাঁধ অথবা বেড়ি ভাঙ্গিয়া যায় এবং জোতের ভূমি খারাপ বা অনুর্বর হইয়া যায়।

[৪৩][**১০৬ক। খাজনা হ্রাসের কারণ।**—কোনো প্রজাস্বত্বের অকৃষি প্রজা কর্তৃক প্রদেয় খাজনা এই কারণে হ্রাস করা যাইতে পারে যে, তৎকর্তৃক প্রদেয় খাজনার পরিমাণ যে ইউনিটে উক্ত প্রজাস্বত্বের ভূমি অবস্থিত সেই ইউনিটের সারণিভুক্ত অনুরূপ শ্রেণির ভূমির জন্য নিরূপিত এবং ধারা ১০১ অনুযায়ী অনুমোদিত খাজনা হইতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে অধিক।]

১০৭। যথাযথ ও ন্যায়সংগত খাজনা নির্ধারণ।—(১) এই অধ্যায়ের অধীন খাজনার হারের কোনো সারণি প্রণয়ন ও অনুমোদনের পর রাজস্ব কর্মকর্তা পূর্ববর্তী ধারাসমূহের বিধানবলি অনুযায়ী খাজনা-হারের সারণি প্রযোজ্য হয় এইরূপ এলাকার প্রজাগণের যথাযথ ও ন্যায়সংগত খাজনা নির্ধারণের জন্য এবং ধারা ৯৯ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (খ) এর নির্দেশ অনুযায়ী খাজনা-বিবরণী প্রস্তুতের জন্য অগ্রসর হইবেন।

(২) রাজস্ব কর্মকর্তা যথাযথ ও ন্যায়সংগত খাজনা নির্ধারণ এবং খাজনা নির্ধারণ বিবরণী প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্যে উক্তরূপে প্রণীত এবং অনুমোদিত খাজনা-হারের সারণিতে অন্তর্ভুক্ত খাজনা-হার অনুসরণ করিবেন:

[৪৩] ধারা ১০৬ক রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব (সংশোধনী) অধ্যাদেশ , ১৯৬৭ (১৯৬৭ সনের পূর্ব পাকিস্তান অধ্যাদেশ নং ৮) এর ধারা ১৬ বলে সন্নিবেশিত।

তবে শর্ত থাকে যে রাজস্ব কর্মকর্তা যদি লিখিত কারণ সাপেক্ষে বিবেচনা করেন যে, বিশেষ ক্ষেত্রে বা বিশেষ এলাকায় উক্ত হারের প্রয়োগ অন্যায্য ও অন্যায় হইবে, তাহা হইলে তিনি উক্ত হার উক্তরূপ ক্ষেত্রে বা এলাকায় প্রয়োগ করিতে বাধ্য নহেন।

(৩) যেক্ষেত্রে অকৃষি জমি লইয়া গঠিত প্রজাস্বত্বে অকৃষি জমি ছাড়াও অন্য প্রকার ভূমি থাকে, অথবা যেক্ষেত্রে ভূমির শ্রেণি বিন্যাস আংশিকভাবে কৃষি হইতে অকৃষিতে পরিবর্তিত হয়, সেইক্ষেত্রে রাজস্ব কর্মকর্তা,—

(অ) অকৃষি ও কৃষি জমির জন্য পৃথক প্রজাস্বত্ব গঠন করিবার জন্য প্রজাস্বত্ব বিভক্ত করিবেন;

(আ) উক্তরূপ গঠিত প্রজাস্বত্বের মধ্যে বর্তমান খাজনা বণ্টন করিবেন;

(ই) এই অধ্যায়ের বিধানাবলি অনুযায়ী কৃষি এবং অকৃষি জমির জন্য যথাযথ এবং ন্যায়সংগত খাজনা হিসাব করিবেন; এবং

(ঈ) ভবিষ্যতে প্রয়োজন অনুযায়ী খতিয়ানে পরিবর্তন আনয়ন করিবেন।

১০৮। বিবরণীর প্রাথমিক প্রকাশনা ও সংশোধন।—(১) যেক্ষেত্রে খাজনা-বিবরণী প্রস্তুত করা হয়, সেইক্ষেত্রে রাজস্ব কর্মকর্তা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও সময়ের জন্য ইহার একটি খসড়া প্রকাশনার ব্যবস্থা করিবেন এবং উক্ত সময়ে উহাতে কোনো অন্তর্ভুক্তি লিপিবদ্ধ বা কোনো ভুক্তির বিচ্যুতির বিষয়ে আপত্তি গ্রহণ এবং বিবেচনা করিবেন এবং সরকার কর্তৃক প্রণীত বিধিমালা অনুযায়ী উক্ত আপত্তিসমূহের নিষ্পত্তি করিবেন।

(২) রাজস্ব কর্মকর্তা স্বীয় উদ্যোগে অথবা সংক্ষুব্ধ পক্ষের আবেদনক্রমে ধারা ১০৯ অনুযায়ী অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের নিকট খাজনা নির্ধারণ বিবরণী দাখিল করিবার পূর্বে যেকোনো সময় উহাতে অন্তর্ভুক্ত খাজনা সংশোধন করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, সংশ্লিষ্ট প্রজাকে হাজির হইবার এবং উক্ত বিষয়ে শুনানির জন্য যুক্তিসংগত নোটিশ প্রদান না করিয়া কোনো অন্তর্ভুক্তির সংশোধন করা যাইবে না।

১০৯। খাজনা নির্ধারণ বিবরণী চূড়ান্ত প্রকাশের অনুমতি এবং খতিয়ানে ইহার অন্তর্ভুক্তিকরণ।—(১) যেক্ষেত্রে ধারা ১০৮ এর অধীন সকল আপত্তির নিষ্পত্তি ঘটিয়াছে, সেইক্ষেত্রে রাজস্ব কর্মকর্তা তাহার প্রস্তাবের কারণসমূহের পূর্ণ বিবরণ এবং তৎকর্তৃক গৃহীত আপত্তিসমূহের (যদি থাকে) সংক্ষিপ্তসার সংবলিত খাজনা নির্ধারণ বিবরণী অনুমোদনের জন্য নির্ধারিত অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিবেন।

(২) অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ সংশোধনীসহ বা সংশোধনী ব্যতিরেকে খাজনা নির্ধারণ বিবরণী অনুমোদন করিতে পারিবেন অথবা রিভিশনের নিমিত্ত ফেরত পাঠাইতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, সংশ্লিষ্ট প্রজাকে হাজির হইবার এবং উক্ত বিষয়ে শুনানির জন্য যুক্তিসঙ্গাত নোটিশ প্রদান না করিয়া কোনো ভুক্তির সংশোধন অথবা বিচ্যুতি লিপিবদ্ধ করা যাইবে না।

(৩) অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের পর, রাজস্ব কর্মকর্তা চূড়ান্তরূপে খাজনা নির্ধারণ বিবরণী প্রস্তুত করিবেন এবং নির্ধারিত পদ্ধতিতে উহা প্রকাশ করিবেন এবং এই ভাগের অধীন রক্ষিত খাজনা নির্ধারণ বিবরণীর সহিত সম্পর্কিত এলাকার জন্য খতিয়ানে উহা অন্তর্ভুক্ত করিবেন; এবং উক্তরূপ প্রকাশনা এই অধ্যায় অনুযায়ী খাজনা নির্ধারণ বিবরণী যথাযথভাবে প্রস্তুত করা হইয়াছে মর্মে চূড়ান্ত সাক্ষ্য হিসাবে গণ্য হইবে।

১১০। উর্ধ্বতন রাজস্ব কর্মকর্তার নিকট আপিল ও তৎকর্তৃক রিভিশন।—(১) ধারা ১০৮ এর অধীন উত্থাপিত আপত্তির পরিপ্রেক্ষিতে রাজস্ব কর্মকর্তার প্রত্যেক আদেশের বিরুদ্ধে অথবা ধারা ১০৯ এর অধীন অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের কোনো আদেশের বিরুদ্ধে আদেশের তারিখ হইতে দুই মাসের মধ্যে আপিল দায়ের করা যাইবে।

(২) এই অধ্যায়ের অধীন [৪৪][ভূমি প্রশাসন বোর্ড] যেকোনো ক্ষেত্রে আবেদনের ভিত্তিতে বা স্বীয় উদ্যোগে ধারা ১০৯ এর উপ-ধারা (২) এর অধীন খাজনা নির্ধারণ বিবরণী অনুমোদনের আদেশের বা উপ-ধারা (১) অনুযায়ী উর্ধ্বতন রাজস্ব কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত আদেশের, যাহা পরে ঘটে, ছয় মাসের মধ্যে খাজনা নির্ধারণ বিবরণী অথবা উহার কোনো অংশ পরিমার্জনের নিমিত্ত নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন, কিন্তু ইহা বিশেষ বিচারক কর্তৃক ধারা ১১১ এর অধীন প্রদত্ত কোনো আদেশকে প্রভাবিত করিবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে হাজির হইবার এবং উক্ত বিষয়ে শুনানির জন্য যুক্তিসঙ্গত নোটিশ প্রদান না করিয়া উক্তরূপ নির্দেশ প্রদান করা যাইবে না।

১১১। বিশেষ বিচারকের নিকট আপিল।—(১) ধারা ১০৮ এর অধীন দায়েরকৃত আপত্তির পরিপ্রেক্ষিতে রাজস্ব কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ দ্বারা অথবা ধারা ১০৯ অনুযায়ী অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের আদেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ কোনো ব্যক্তি আপিলের সহিত সম্পর্কিত খাজনা নির্ধারণ বিবরণী চূড়ান্তভাবে প্রকাশের তিন মাসের মধ্যে নির্ধারিত পদ্ধতিতে ধারা ১১০ এর উপ-ধারা (১) অনুযায়ী নির্ধারিত উর্ধ্বতন রাজস্ব কর্তৃপক্ষের নিকট উক্ত বিষয়ে কোনো আপিল দাখিল করা হয় নাই এই শর্তে নির্ধারিত পদ্ধতিতে এতদুদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত বিশেষ বিচারকের নিকট আপিল দায়ের করিতে পারিবে।

(২) আপিলে রিভিশনাল এখতিয়ার প্রয়োগ করিয়া হাইকোর্টের জারীকৃত আদেশ সাপেক্ষে কোনো বিশেষ বিচারকের আদেশ চূড়ান্ত হইবে; এবং এই ধারায় বিশেষ বিচারকের আদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপিল করা যাইবে না।

(৩) এই ধারায় বিশেষ বিচারকের নিকট দায়েরকৃত সকল আপিলের ক্ষেত্রে দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮ এর বিধানসমূহ প্রযোজ্য হইবে।

---

[৪৪] "ভূমি প্রশাসন বোর্ড" শব্দগুচ্ছ আইন (সংশোধনী) অধ্যাদেশ, ১৯৮২ (১৯৮২ সনের ৪১ নং) এর ধারা ৪ ও তফসিল বলে "সরকার" শব্দটির স্থলে প্রতিস্থাপিত।

[৪৫][**১১১ক। ভুল শুদ্ধকরণ এবং খাজনা-বিবরণীতে পরিবর্তন।**—ধারা ১১০ এবং ১১১ এর অধীন প্রদত্ত আদেশ কার্যকর করিবার জন্য যেরূপ প্রয়োজন হইবে, ধারা ১০৯ এর উপ-ধারা (৩) এর অধীন চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত হইবার পূর্বে যে কোনো সময় রাজস্ব কর্মকর্তা খাজনা নির্ধারণ বিবরণীতে যেকোনো করণিক ভুল শুদ্ধ করিতে পারিবেন এবং উহাতে উক্তরূপ পরিবর্তন সাধন করিতে পারিবেন।]

১১২। এই অধ্যায়ের অধীন নির্ধারিত খাজনা সম্পর্কে অনুমান।—এই অধ্যায়ের অধীন নির্ধারিত সকল খাজনা সঠিকভাবে নির্ধারিত এবং যথাযথ ও ন্যায়সংগত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

১১৩। যে তারিখ হইতে বন্দোবস্ত কার্যকর হইবে।—যেক্ষেত্রে এই অধ্যায় অনুযায়ী কোনো এলাকার খাজনা রাজস্ব কর্মকর্তা কর্তৃক নির্ধারিত হয়, সেইক্ষেত্রে উহা ধারা ১১০ এবং ১১১ এর বিধানবলি সাপেক্ষে ধারা ১০৯ এর উপ-ধারা (৩) এর অধীন খাজনা নির্ধারণ বিবরণী, যাহাতে উক্ত খাজনা নির্ধারণ করা হয়, চূড়ান্তভাবে প্রকাশের তারিখের পরবর্তী কৃষি সনের সূচনা হইতে কার্যকর হইবে।

১১৪। নির্ধারিত খাজনা যে সময় পর্যন্ত অপরিবর্তিত থাকিবে।—যেক্ষেত্রে এই অধ্যায় অনুসারে কোনো প্রজার খাজনা নির্ধারিত হইয়াছে, সেইক্ষেত্রে বিশ বৎসরের মধ্যে ইহা বৃদ্ধি করা যাইবে না এবং ধারা ১০৬ এর অনুচ্ছেদ (খ) অথবা অনুচ্ছেদ (গ) এ বর্ণিত কারণ ব্যতীত উক্ত সময়ের মধ্যে খাজনা হ্রাস করা যাইবে না।

১১৫। দেওয়ানি আদালতের এখতিয়ারে বিধি-নিষেধ।—ধারা ১১১ এ বর্ণিত বিষয় ব্যতীত খাজনার হার নির্ধারণ অথবা কোনো খাজনা বন্দোবস্ত অথবা কোনো খাজনা-হার নির্ধারণে কোনো বিচ্যুতি অথবা উক্ত অধ্যায়ের অধীন খাজনার বন্দোবস্ত করিবার বিষয়ে দেওয়ানি আদালতে কোনো মামলা অথবা অন্য কোনো আইনগত কার্যধারা রুজু করা যাইবে না।

পঞ্চদশ অধ্যায়

জোতসমূহের সংযুক্তি, উপবিভাগ এবং একত্রীকরণ

১১৬। একই গ্রামে প্রজার জোতসমূহের সংযুক্তিকরণ।—যেক্ষেত্রে কোনো প্রজার ভূমির বিভিন্ন অংশ একই গ্রামের মধ্যে, এবং উক্ত ভূখণ্ডসমূহ বা উহার কতিপয় খণ্ড যদি পৃথক প্রজাস্বত্বের অধীন হয়, রাজস্ব কর্মকর্তার আদেশক্রমে উক্ত ভূখণ্ডসমূহ একই প্রজাস্বত্বে সংযুক্ত করা যাইবে।

১১৭। জোতের উপবিভাগ এবং উহাতে বিধি-নিষেধ।—(১) এই ভাগের অন্যত্র যাহা কিছুই থাকুক না কেন, রাজস্ব কর্মকর্তা-

(ক) ধারা ১১৬ অনুযায়ী প্রজাস্বত্বের সংযুক্তির উদ্দেশ্যে, স্ব-উদ্যোগে, অথবা উক্ত উদ্দেশ্যে এক বা একাধিক সহ-অংশীদার প্রজা কর্তৃক তাহার নিকট আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে; অথবা

---

[৪৫] ধারা ১১১ক রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব (সংশোধনী) অধ্যাদেশ, ১৯৬৭ (১৯৬৭ সনের পূর্ব পাকিস্তান অধ্যাদেশ নং ৮) এর ধারা ১৮ বলে সন্নিবেশিত।

(খ) ধারা ১১৯ অনুযায়ী মালিকের জোতসমূহের একত্রীকরণের উদ্দেশ্যে, স্ব-উদ্যোগে অথবা এতদুদ্দেশ্যে তাহার নিকট আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে;অথবা

(গ) খাজনা বণ্টনের জন্য যৌথ প্রজাস্বত্বের উপবিভাগের উদ্দেশ্যে এক বা একাধিক সহ-অংশীদার প্রজা কর্তৃক তাহার নিকট আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে, সহ-অংশীদার প্রজাদের মধ্যে যৌথ প্রজাস্বত্বের উপবিভাগের এবং উহার বকেয়া খাজনাসহ, যদি থাকে, তিনি যেরূপ যথাযথ ও ন্যায়সংগত বিবেচনা করিবেন, খাজনা বণ্টনের জন্য লিখিতভাবে সেইরূপ নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, সংশ্লিষ্ট পক্ষদিগকে উপস্থিত হইবার এবং এই বিষয়ে শুনানির জন্য যুক্তিসঙ্গাত নোটিশ প্রদান না করিয়া উক্তরূপ আদেশ প্রদান করা যাইবে না:

আরও শর্ত থাকে যে, যেক্ষেত্রে দফা (গ) অনুযায়ী আদেশ প্রদান করা হয় এবং ইহার কারণে খাজনার বণ্টনের ফলে প্রজাস্বত্বের কোনো অংশের খাজনা এক টাকার নিম্নে হয়, সেইক্ষেত্রে এক টাকার অংশ একটি পূর্ণ টাকায় পরিণত হইবে।

(২) রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব (সংশোধনী) অধ্যাদেশ, ১৯৬৭ (১৯৬৭ সনের পূর্ব পাকিস্তান অধ্যাদেশ নং ৮) এর ধারা ১৯ দ্বারা বিলুপ্ত।

(৩) উপ-ধারা (১) অনুযায়ী একটি যৌথ জোতকে উপবিভাগ করিয়া যখন আদেশ প্রদান করা হয়, তখন উক্ত উপবিভাগ মাঠে চিহ্নিত হইতে পারে এবং ক্যাডেস্ট্রাল সার্ভে ম্যাপেও প্রদর্শিত হইতে পারে।

১১৮। [ক্ষতিপূরণ প্রদানপূর্বক কোনো জোতের কোনো সহ-অংশীদারের স্বার্থ হস্তান্তর।— পূর্ববঙ্গ রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব (সংশোধন) আইন, ১৯৬৪ (১৯৬৪ সনের পূর্ব পাকিস্তান আইন নং ১৭) এর ধারা ৬ দ্বারা বিলুপ্ত।]

১১৯। জোতের একত্রীকরণের জন্য আবেদন করিবার অধিকারী ব্যক্তি।—(১) একই বা সংলগ্ন গ্রামে জমি রহিয়াছে এইরূপ দুই বা ততোধিক রায়ত তাহাদের জোতসমূহ একত্রীকরণের জন্য রাজস্ব কর্মকর্তার নিকট নির্ধারিত ফরমে উক্তরূপ একত্রীকরণের একটি রূপরেখাসহ আবেদন করিতে পারিবেন।

(২) কোনো এলাকার প্রতিবেশি কোনো গ্রাম বা গ্রামসমূহের দুই-তৃতীয়াংশের কম নহে এইরূপ সংখ্যক রায়ত যদি উক্তগ্রাম বা গ্রামসমূহের তিন-চতুর্থাংশের কম নহে এইরূপ কৃষি জমির মালিক হইয়া থাকেন, এবং তাহাদের জোতসমূহ একত্রীকরণের জন্য উপ-ধারা (১) এর বিধান অনুযায়ী আবেদন করেন, তাহা হইলে উক্ত আবেদন উক্ত গ্রাম বা গ্রামসমূহের সকল রায়তের পক্ষ হইতে করা হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে।

১২০। আবেদন গ্রহণ।—(১) ধারা ১১৯ অনুযায়ী একত্রীকরণের আবেদন প্রাপ্তির পর, রাজস্ব কর্মকর্তা নির্ধারিত পদ্ধতিতে উক্ত আবেদনের বিষয়ে অনুসন্ধান করিবেন এবং যদি অনুসন্ধান করিবার পর তিনি বিবেচনা করেন যে উক্ত আবেদন নাকচ করিবার জন্য অথবা একত্রীকরণ হইতে উক্ত যেকোনো ভূমি বাদ দেওয়ার জন্য যথাযথ এবং যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে, তাহা হইলে তিনি উক্ত আবেদন নাকচ করিবার আংশিক অথবা অনুমোদিত না হইবার কারণ প্রদর্শনপূর্বক সুপারিশসহ আবেদনটি নির্ধারিত উর্ধ্বতন রাজস্ব কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিবেন এবং উক্ত উর্ধ্বতন রাজস্ব কর্তৃপক্ষ, উক্তরূপ সুপারিশ প্রাপ্তির পর, যেইরূপ যথার্থ মনে করিবেন, সেইরূপ আদেশ প্রদান করিবেন।

(২) যদি রাজস্ব কর্মকর্তা উপ-ধারা (১) অনুযায়ী কোনো সুপারিশ না করেন অথবা যদি উক্ত উর্ধ্বতন রাজস্ব কর্তৃপক্ষ রাজস্ব কর্মকর্তার সুপারিশ প্রাপ্তির পর রাজস্ব কর্মকর্তাকে আবেদনটি সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে গ্রহণ করিতে নির্দেশ প্রদান করেন, তাহা হইলে রাজস্ব কর্মকর্তা উক্ত আবেদনটি সম্পূর্ণ বা, ক্ষেত্রমত, আংশিকভাবে গ্রহণ করিবেন এবং উক্ত বিষয়ে এই অধ্যায়ের বিধানাবলি এবং এই আইন অনুযায়ী সরকার কর্তৃক প্রণীত বিধিমালা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

১২১। একত্রীকরণের জন্য স্বীকৃত পরিকল্পনাসমূহ অনুমোদন।—যেক্ষেত্রে জোত একত্রীকরণের জন্য ধারা ১১৯ এর উপ-ধারা (১) অনুযায়ী আবেদন সহযোগে কোনো পরিকল্পনা দাখিল করা হয় এবং এক পক্ষ কর্তৃক অন্য পক্ষকে ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদানের শর্তাবলিসহ উক্ত পরিকল্পনা ক্ষতিগ্রস্ত রায়তগণ কর্তৃক স্বীকৃত হয়, সেইক্ষেত্রে রাজস্ব কর্মকর্তা ধারা ১২০ অনুযায়ী আবেদন সম্পূর্ণ বা আংশিকরূপে গ্রহণ করিবার পর উক্ত পরিকল্পনা পরীক্ষা করিবেন এবং উক্তরূপ পরীক্ষার পর সংশোধনীসহ বা সংশোধনী ব্যতীত পরিকল্পনাটি অনুমোদন করিবেন, অথবা রিভিশনের জন্য ফেরত পাঠাইতে পারিবেন এবং রিভিশনের পর অনুমোদন করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, রাজস্ব কর্মকর্তা উক্ত পরিকল্পনাটি অনুমোদন করিবেন না, যদি পরিকল্পনার অধীন সকল জোতের মোট খাজনার পরিমাণ ভূমি পুনঃবণ্টনের ফলে খাজনা বণ্টনের কারণে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়।

১২২। একত্রীকরণের জন্য পরিকল্পনা প্রস্তুতকরণ এবং উপদেষ্টা পর্ষদ নিয়োগ।—(১) নিম্নরূপ ক্ষেত্রসমূহে, যথা:—

(অ) যেক্ষেত্রে ধারা ১১৯ এর উপ-ধারা (১) অনুযায়ী আবেদনের সহিত জোতসমূহ একত্রীকরণের কোনো পরিকল্পনা দাখিল করা না হয়, বা আবেদনের সহিত উক্তরূপ পরিকল্পনা দাখিল করা হইয়াছে কিন্তু ইহার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত রায়তগণ কর্তৃক উহা স্বীকৃত হয় নাই; অথবা-

(আ) যেক্ষেত্রে উক্ত ধারার উপ-ধারা (২) অনুযায়ী আবেদন করা হইয়াছে; অথবা

(ই) যেক্ষেত্রে সরকার প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে আদেশ প্রদান করে যে, কোনো এলাকায় জোতের একত্রীকরণ সম্পন্ন হইবে এবং উক্ত এলাকার রায়তগণ উপ-ধারা (১ক) অনুযায়ী সর্বসম্মত পরিকল্পনা প্রস্তুত করিতে ব্যর্থ হন,

রাজস্ব কর্মকর্তা উক্ত সকল গ্রামে, বা ক্ষেত্রমত, এলাকায়, উক্ত সকল আবেদনের বা প্রত্যেক রায়তের জোতের একত্রীকরণের জন্য একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করিবেন এবং উক্তরূপ প্রত্যেকটি পরিকল্পনা এই আইনের বিধানাবলি ও এতদুদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক প্রণীত বিধিমালা অনুযায়ী প্রস্তুত করা হইবে।

[৪৬][(১ক) উপ-ধারা (১) এর দফা (ই) অনুযায়ী প্রজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার পর, রাজস্ব কর্মকর্তা প্রজ্ঞাপনের সহিত সম্পর্কিত এলাকার রায়তগণকে তৎকর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে, যাহা তিনি প্রয়োজনে বৃদ্ধি করিতে পারিবেন, জোতের একত্রীকরণের জন্য সর্বসম্মত পরিকল্পনা প্রস্তুতের জন্য আহবান জানাইবেন।]

---

[৪৬] উপ-ধারা (১ক) পূর্ব বঙ্গ রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব (তৃতীয় সংশোধনী) অধ্যাদেশ, ১৯৬১ (১৯৬১ সনের পূর্ব পাকিস্তান অধ্যাদেশ নং ১৫) এর ধারা ২১ বলে সন্নিবেশিত।

(২) কোনো এলাকায় উপ-ধারা (১) অনুযায়ী জোতের একত্রীকরণের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে তাহাকে সহযোগিতা করিবার জন্য অথবা উপ-ধারা (১ক) অনুযায়ী কোনো এলাকায় জোতের একত্রীকরণের জন্য স্বীকৃত পরিকল্পনা প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে রাজস্ব কর্মকর্তা এতদুদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক প্রণীত বিধিমালা সাপেক্ষে, উক্ত এলাকার জন্য একটি উপদেষ্টা পর্ষদ নিয়োগ করিবেন এবং উক্ত উপদেষ্টা পর্ষদকে তিনি যেরূপ মনে করেন সেইরূপ কারিগরি সহায়তা প্রদান করিবেন।

[৪৭][(২ক) যখন উপ-ধারা (১ক) অনুযায়ী একটি স্বীকৃত পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয় তখন রাজস্ব কর্মকর্তা ধারা ১২১ এ বর্ণিত পদ্ধতিতে উক্ত পরিকল্পনা পরিচালনা করিবেন।]

(৩) উপ-ধারা (১) অনুযায়ী জোতের একত্রীকরণের পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে রাজস্ব কর্মকর্তা, ইহার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষগণের মধ্যে, সর্বাধিক স্বীকৃতি সংবলিত একত্রীকরণের প্রস্তাবকে যথাযথভাবে বিবেচনায় আনিবেন এবং একত্রীকরণের উদ্দেশ্যে জমির পুনঃবণ্টনের ক্ষেত্রে তিনি দেখিবেন যাহাতে জোতের সর্বমোট এলাকা বা উহা হইতে উদ্ভূত সুবিধাদি যথাসম্ভব কম পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

(৪) যদি উপ-ধারা (১) অনুযায়ী জোতের একত্রীকরণের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে রাজস্ব কর্মকর্তার নিকট প্রতীয়মান হয় যে, জমির পুনঃবণ্টন তাহার জমির মূল অংশের বাজার মূল্য হইতে রায়তের নিকট বণ্টনকৃত জমির অংশের বাজার মূল্য কম হইবে, তাহা হইলে রাজস্ব কর্মকর্তা উক্ত পরিকল্পনার মধ্যে উক্ত রায়তকে অন্যান্য রায়ত বা রায়তগণের নিকট হইতে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করিবেন, যাহারা, রাজস্ব কর্মকর্তার মতানুসারে প্রথমোক্ত রায়তের অধিক মূল্যবান ভূমি বন্দোবস্ত দ্বারা লাভবান হইবে।

(৫) উপ-ধারা (১) অনুযায়ী জোত একত্রীকরণের জন্য পরিকল্পনা প্রস্তুতের ক্ষেত্রে রাজস্ব কর্মকর্তা, যেখানে জমি এইরূপ প্রকারের হয় যাহাতে বিভিন্ন এলাকার উৎপাদন-শক্তি বৎসর বৎসর পরিবর্তিত হইতে পারে, এই বিষয়টি যথেষ্ট গুরুত্বের সহিত দেখিবেন, যথাসম্ভব জোতের ভারসাম্য রক্ষার জন্য চেষ্টা করিবেন এবং যেখানে জমির দাগসমূহ বিভিন্ন সমতলে অবস্থিত সেখানে জোতকে আলাদা সমতলের দুই বা ততোধিক ব্লকে একত্র করিবেন।

(৬) ধারা ১২১ অথবা ১২৩ অনুযায়ী কোনো এলাকায় জোতের একত্রীকরণের পরিকল্পনা অনুমোদনের পূর্বে উক্ত এলাকায় অবস্থিত, জমিতে সংযুক্ত বন্ধকসহ, সকল দায় যথাসম্ভব নিরূপণ করিবেন এবং নির্ধারিত পদ্ধতিতে নোটিশ জারি করিয়া দায়ের সুবিধা প্রাপ্ত ব্যক্তিগণকে এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত তারিখের মধ্যে তাহাদের স্বার্থ সম্পর্কে ঘোষণা প্রদানের আহবান জানাইবেন এবং তখন যে ব্যক্তির অনুকূলে দায় সৃষ্টি হইয়াছে তাহার দায়িত্ব হইবে নোটিশে উল্লিখিত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে রাজস্ব কর্মকর্তার নিকট উক্ত দায় সম্পর্কে ঘোষণা প্রদান করা এবং যদি উক্ত ব্যক্তি উক্ত সময়ের মধ্যে উক্ত দায় সম্পর্কে ঘোষণা প্রদানে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে মূলত দায়বদ্ধ জমির সহিত সংযুক্ত দায়ের পরিসমাপ্তি ঘটিবে যাহা একত্রীকরণের পর আর মালিকের রহিল না।

---

[৪৭] উপ-ধারা (২ক) পূর্ব বঙ্গ রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব (তৃতীয় সংশোধনী) অধ্যাদেশ, ১৯৬১ (১৯৬১ সনের পূর্ব পাকিস্তান অধ্যাদেশ নং ১৫) এর ধারা ২১ বলে সন্নিবেশিত।

(৭) উপ-ধারা (১) অনুযায়ী জোতের একত্রীকরণের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে, রাজস্ব কর্মকর্তা দেখিবেন যাহাতে এই পরিকল্পনার অধীন সকল জোতের মোট খাজনা জমির পুনঃবণ্টনের ফলে খাজনা বণ্টনের দ্বারা হ্রাসপ্রাপ্ত না হয়।

(৮) যেখানে জোতের মূল্য উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তিত হইয়াছে, জোতের একত্রীকরণের জন্য কোনো কার্যক্রম পরিচালনা করিবার ক্ষেত্রে রাজস্ব কর্মকর্তা যুগপৎ এইরূপভাবে খাজনা বণ্টন করিবেন যাহাতে জোতের মালিকের উপর করভার পূর্বের মতই প্রত্যেক জোতের মূল্যের অনুপাতে থাকে।

(৯) প্রত্যেক একত্রীভূত জোতের একটিমাত্র খাজনা থাকিবে।

১২৩। পরিকল্পনার খসড়া প্রকাশ এবং আপত্তির শুনানি।—(১) যখন জোতের একত্রীকরণের পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়, তখন রাজস্ব কর্মকর্তা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও সময়ের জন্য পরিকল্পনার খসড়া প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন, এবং প্রকাশের সময় উহাতে কোনো অন্তর্ভুক্তি বা কোনো বিচ্যুতি সম্পর্কে আপত্তি গ্রহণ করিবেন এবং এতদুদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক প্রণীত বিধিমালা অনুযায়ী উক্ত সকল আপত্তির নিষ্পত্তি করিবেন।

(২) যদি উক্ত সময়ের মধ্যে কোনো আপত্তি উত্থাপন না করা হয় অথবা যেখানে আপত্তি উত্থাপন করা হইয়াছে এবং উক্ত আপত্তির নিষ্পত্তি করা হইয়াছে, তাহা হইলে রাজস্ব কর্মকর্তা, সংশোধনীসহ বা সংশোধনী ব্যতিরেকে, উক্ত পরিকল্পনা অনুমোদনের জন্য আদেশ প্রদান করিবেন।

(৩) পূর্ব বঙ্গ রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব (তৃতীয় সংশোধনী) অধ্যাদেশ, ১৯৬১ (১৯৬১ সনের ১৫ নং ই. পি. অধ্যাদেশ) দ্বারা বিলুপ্ত।

১২৪। আপিল।—(১) ধারা ১২১ অথবা ১২৩ এর উপ-ধারা (২) অনুযায়ী পরিকল্পনা অনুমোদনকারী রাজস্ব কর্মকর্তার আদেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্ধারিত উর্ধ্বতন রাজস্ব কর্তৃপক্ষের নিকট নির্ধারিত পদ্ধতিতে আপিল দায়ের করিতে পারিবেন এবং উক্ত আপিলে উক্ত উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত উপ-ধারা (২) এর শর্তসাপেক্ষে চূড়ান্ত মর্মে গণ্য হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এবং নির্ধারিত পদ্ধতিতে দাখিল করা হইলে উক্তরূপ উর্ধ্বতন রাজস্ব কর্তৃপক্ষের প্রত্যেক আপিল আদেশের বিরুদ্ধে [৪৮][ভূমি প্রশাসন বোর্ড] এর নিকট দ্বিতীয় আপিল করা যাইবে।

১২৫। পরিকল্পনা চূড়ান্ত অনুমোদন।—যখন ধারা ১২৪ এর উপ-ধারা (১) অনুযায়ী আপিল করিবার সময়ের পরিসমাপ্তি ঘটে এবং, যদি এইরূপ কোনো আপিল করা হয়, যখন উক্ত ধারার উপ-ধারা (২) অনুযায়ী দ্বিতীয় আপিল করিবার সময়েরও পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে, এবং উক্ত ধারার উপ-ধারা (১) ও (২) অনুযায়ী সকল আপিলের নিষ্পত্তি ঘটিয়াছে এবং উক্ত আপিলে পরিকল্পনা নাকচ করিয়া কোনো চূড়ান্ত আদেশ প্রদান করা হয় নাই, তখন রাজস্ব কর্মকর্তা প্রয়োজনে উক্ত ধারা অনুযায়ী আপিলের পরিপ্রেক্ষিতে প্রদত্ত আদেশ কার্যকর করিবার জন্য পরিকল্পনা সংশোধন করিবেন এবং অতঃপর উক্ত পরিকল্পনা চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করিয়া একটি আদেশ লিপিবদ্ধ করিবেন।

---

[৪৮] "ভূমি প্রশাসন বোর্ড" শব্দসমূহ আইন তফসিল (সংশোধনী) অধ্যাদেশ, ১৯৮২ (১৯৮২ সনের ৪১ নং) এর ধারা ৪ বলে "সরকার" শব্দটির স্থলে প্রতিস্থাপিত।

১২৬। পরিকল্পনা অনুমোদন হইবার পর গ্রামের খতিয়ান সংশোধন এবং পরিকল্পনা কার্যকর হইবার তারিখ।―(১) ধারা ১২৫ অনুযায়ী জোত একত্রীকরণের পরিকল্পনা চূড়ান্তভাবে অনুমোদন হইবার পর রাজস্ব কর্মকর্তা এই ভাগে রক্ষিত, উক্ত পরিকল্পনার সহিত সম্পর্কিত গ্রাম বা গ্রামসমূহের খতিয়ান চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত পরিকল্পনা অনুযায়ী সংশোধনের ব্যবস্থা করিবেন; এবং উক্ত পরিকল্পনার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত সকল প্রজা বিনামূল্যে রাজস্ব কর্মকর্তার নিকট হইতে উক্তরূপ সংশোধিত খতিয়ানে তাহার সহিত সম্পর্কিত ভুক্তির একটি অনুলিপি পাইবেন।

(২) ধারা ১২৫ অনুযায়ী জোত একত্রীকরণের পরিকল্পনা চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হইলে, উহা উক্ত পরিকল্পনার চূড়ান্ত অনুমোদনের তারিখের পরবর্তী কৃষি সনের সূচনা হইতে কার্যকর হইবে।

১২৭। জোতের সীমানা চিহ্নিতকরণ।―জোত একত্রীকরণ পরিকল্পনা কার্যকর হইবার পর যথাশীঘ্র সম্ভব, পরিকল্পনার আওতাধীন জোতের চৌহদ্দি নির্ধারণ করিবার জন্য অথবা জোতের অন্তর্ভুক্ত উক্তরূপে ক্ষতিগ্রস্ত জমির অবস্থান সরেজমিনে চিহ্নিত করিবার জন্য অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহণ করিবার, রাজস্ব কর্মকর্তা যাহা অনুমোদন করিতে পারেন, জন্য সার্ভেয়ার বা আমিন প্রেরণ করিবেন।

১২৮। একত্রীকরণের পরিকল্পনা চূড়ান্ত অনুমোদনের ফলাফল এবং উহার অধীন রায়তগণের অধিকার।―(১) ধারা ১২৫ অনুযায়ী পরিকল্পনা চূড়ান্ত অনুমোদনের পর উক্ত পরিকল্পনার সহিত সম্পর্কযুক্ত সকল রায়তের উপর উহা বাধ্যকর হইবে।

(২) [পূর্ববঙ্গ রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব (তৃতীয় সংশোধনী) অধ্যাদেশ, ১৯৬১ (১৯৬১ সনের ১৫ নং পূর্ব পাকিস্তান অধ্যাদেশ) এর ধারা ২৪ দ্বারা বিলুপ্ত।]

(৩) ধারা ১২৫ অনুযায়ী চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত জোতের একত্রীকরণের জন্য পরিকল্পনা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত প্রত্যেক রায়ত যেদিন উক্ত পরিকল্পনা কার্যকর হইবে সেইদিন হইতে বণ্টনকৃত জোতসমূহ দখলের অধিকারী হইবেন, এবং রাজস্ব কর্মকর্তা এতদুদ্দেশ্যে উক্ত রায়তের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্তরূপ বণ্টিত জোতে উক্ত রায়তকে দখল প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন।

(৪) কোনো রায়তের তাহার মূল জোতে একত্রীকরণের পূর্বে যেরূপ অধিকার ছিল, ধারা ১২৫ অনুযায়ী চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত জোতের একত্রীকরণের জন্য পরিকল্পনার অধীন তাহাকে বণ্টনকৃত জোতে সেইরূপ অধিকার থাকিবে।

১২৯। একত্রীকরণের জন্য পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত জমির দায়।―(১) আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে বা কোনো চুক্তিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যদি ধারা ১২৫ অনুযায়ী চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত জোতের একত্রীকরণের পরিকল্পনার আওতাভুক্ত রায়তের জোত উক্ত পরিকল্পনা কার্যকর হইবার তারিখের অব্যবহিত পূর্বে কোনো বন্ধক বা অন্যান্য দায়ের অধীন হয়, তাহা হইলে উক্ত বন্ধক বা অন্যান্য দায় উক্ত তারিখ হইতে উক্ত পরিকল্পনার অধীন উক্ত রায়তের নিকট বণ্টনকৃত জোতের বা পরিকল্পনার মধ্যে রাজস্ব কর্মকর্তা কর্তৃক নির্ধারিত উক্ত জোতের অংশ-বিশেষ হস্তান্তরিত বা সংযুক্ত হইয়াছে মর্মে গণ্য হইবে; এবং অতঃপর যে জমি বন্ধক বা অন্যান্য দায়ে হস্তান্তরিত হইয়াছে সেই জমিতে বন্ধকগ্রহীতা বা দায়প্রাপকের অধিকারের অবলুপ্তি ঘটিবে এবং উক্ত মূল জমিতে, যাহা হইতে উক্ত বন্ধক বা অন্যান্য দায় হস্তান্তরিত হইয়াছে, উহার যে অধিকার ছিল উহা বণ্টনকৃত জমি বা উহার অংশ-বিশেষেও বিদ্যমান থাকিবে।

(২) ধারা ১২৮ এর উপ-ধারা (৩) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, রাজস্ব কর্মকর্তা, উপ-ধারা (১) অনুযায়ী বন্ধক বা দায় হস্তান্তরিত হইয়াছে এইরূপ জোত বা উহার অংশ-বিশেষ দখলের অধিকারী বন্ধক-গ্রহীতা বা অন্যান্য দায়-প্রাপক কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত জোতে বা উহার অংশ-বিশেষে বন্ধক-গ্রহীতা বা দায়-প্রাপককে দখল গ্রহণের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন।

১৩০। হস্তান্তর কার্যকর করিবার জন্য দলিলের অপ্রয়োজনীয়তা।—সাময়িকভাবে কার্যকর অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, জোতের একত্রীকরণের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য হস্তান্তর কার্যকর করিতে লিখিত কোনো দলিলের প্রয়োজন হইবে না।

১৩১। একত্রীকরণের কার্যক্রম বিচারাধীন থাকা অবস্থায় জোত হস্তান্তর।—(১) এই অধ্যায় অনুযায়ী কোনো কার্যক্রম বিচারাধীন থাকা অবস্থায় কোনো ব্যক্তি রাজস্ব কর্মকর্তার পূর্বানুমতি ব্যতীত, উক্ত কার্যক্রমের সহিত সম্পর্কযুক্ত কোনো জমি হস্তান্তর করিতে পারিবেন না, এবং যেক্ষেত্রে এইরূপ অনুমতি গ্রহণ করিয়া উক্ত জমি হস্তান্তরিত হয় সেইক্ষেত্রে হস্তান্তরগ্রহীতা উক্ত কার্যক্রমে একটি পক্ষ হইবে মর্মে গণ্য হইবে এবং উক্ত জমি হস্তান্তরকারীর স্থলাবর্তী হইবে।

(২) ধারা ১২৫ অনুযায়ী জোত একত্রীকরণের পরিকল্পনার চূড়ান্ত অনুমোদনের তারিখে এবং তারিখ হইতে কোনো সহ-অংশীদার অন্যান্য সহ-অংশীদারগণকে ব্যতীত জোতের অংশ-বিশেষে ধারাবাহিক দখলের মাধ্যমে মালিকানা অর্জন করিতে পারিবেন না।

১৩২। একত্রীকরণ কার্যক্রমের খরচ আদায়।—ধারা ১২৫ অনুসারে একত্রীকরণ পরিকল্পনা চূড়ান্ত অনুমোদনের পর এই অধ্যায়ের অধীন জোতসমূহের একত্রীকরণ কার্যক্রমের খরচ, নির্ধারিত পদ্ধতিতে এবং এতদুদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক প্রণীত বিধিমালা সাপেক্ষে, নির্ধারণ করিতে হইবে এবং অনুরূপ পরিকল্পনা দ্বারা প্রভাবিত জোতসমূহের রায়তগণের নিকট হইতে উহা আদায় করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, যেক্ষেত্রে আবেদনকারীগণ তাহাদের জোত একত্রীকরণের জন্য একটি সম্মত পরিকল্পনা দাখিল করিয়াছেন, সেইক্ষেত্রে ধারা ১১৯ এর উপ-ধারা (১) অনুযায়ী আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ভূত কার্যক্রমের ক্ষেত্রে অথবা ধারা ১২২ এর উপ-ধারা (১ক) অনুযায়ী প্রস্তুত সম্মত পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ভূত কার্যক্রমের ক্ষেত্রে কোনো খরচ আদায় করা হইবে না।

(২) উপরে উল্লিখিত খরচের অংশ যাহা কোনো রায়ত প্রদান করিতে দায়বদ্ধ, উক্ত পরিকল্পনা দ্বারা প্রভাবিত রায়তের জোতের ক্ষেত্রে বকেয়া খাজনা হিসাবে সরকার কর্তৃক আদায়যোগ্য হইবে।

১৩৩। বকেয়া সরকারি পাওনা হিসাবে ক্ষতিপূরণ আদায়।—ধারা ১২৫ অনুযায়ী চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত পরিকল্পনার ক্ষতিপূরণ হিসাবে নির্ধারিত কোনো অর্থ সরকারি পাওনা হিসাবে আদায় করা যাইবে।

১৩৪। দেওয়ানি আদালতের এখতিয়ারে বাধা।—কোনো দেওয়ানি আদালত এই অধ্যায়ে বর্ণিত রায়তগণের জোতের একত্রীকরণ বিষয়ে কোনো আবেদন বা মামলা গ্রহণ করিবে না।

[৪৯][**১৩৪ক। দিনাজপুর জেলার জন্য বিশেষ বিধান।**—এই অধ্যায়ের পূর্ববর্তী ধারাসমূহে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই অধ্যায়ের বিধানাবলি অনুযায়ী দিনাজপুর জেলার দেবীগঞ্জ ও বোদা থানা এলাকায় জোতের একত্রীকরণ পরিকল্পনা কার্যকর হইয়া থাকিলে উহা প্রথম হইতেই বাতিল মর্মে গণ্য হইবে এবং একত্রীকরণের অব্যবহিত পূর্বে পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত ভূমিসমূহে প্রজাদের বিদ্যমান অধিকার ও স্বার্থসমূহ অক্ষুণ্ন থাকিবে, যেন কখনই উক্তরূপ একত্রীকরণ সম্পন্ন হয় নাই।]

---

[৪৯] ধারা ১৩৪ক পূর্ব বঙ্গ রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব (সংশোধনী) অধ্যাদেশ, ১৯৬৪ (১৯৬৪ সনের পূর্ব পাকিস্তান অধ্যাদেশ নং ১৭) এর ধারা ৮ বলে সন্নিবেশিত।

ষষ্ঠদশ অধ্যায়

খাজনা এবং খাজনা আদায় সংক্রান্ত বিধানাবলি

১৩৫। খাজনার কিস্তি।—(১) চুক্তি অথবা প্রতিষ্ঠিত রীতি সাপেক্ষে, কোনো রায়ত কর্তৃক প্রদেয় খাজনা দুইটি সমান কিস্তিতে নির্ধারিত তারিখে পরিশোধ করিতে হইবে।

(২) চুক্তি সাপেক্ষে, অকৃষি প্রজা কর্তৃক প্রদেয় খাজনা বার্ষিক এক কিস্তিতে কৃষি বৎসরের শেষ দিনে পরিশোধ করিতে হইবে।

১৩৬। খাজনা প্রদানের সময় ও স্থান।—(১) প্রত্যেক রায়ত প্রত্যেক কিস্তির খাজনা প্রদান করিবেন বা প্রদানের প্রস্তাব পেশ করিবেন এবং প্রত্যেক অকৃষি প্রজা যেদিন খাজনা প্রদেয় হইবে সেইদিন সূর্যাস্তের পূর্বে উহা পরিশোধ করিবেন বা পরিশোধের প্রস্তাব পেশ করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো রায়ত বা অকৃষি প্রজা খাজনা পরিশোধের জন্য নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই যেকোনো সময় উক্ত বৎসরের জন্য প্রদেয় খাজনা প্রদান বা প্রদানের প্রস্তাব পেশ করিতে পারিবেন।

(২) খাজনা পরিশোধ বা পরিশোধের প্রস্তাব পেশ করা যাইবে—

(ক) গ্রাম্য তহসিল অফিস অথবা এতদুদ্দেশ্যে কালেক্টর কর্তৃক নির্ধারিত সুবিধাজনক স্থানে; বা

(খ) নির্ধারিত পদ্ধতিতে ডাকযোগে মানি অর্ডারের মাধ্যমে।

(৩) যেক্ষেত্রে নির্ধারিত পদ্ধতিতে ডাকযোগে মানি অর্ডারের মাধ্যমে খাজনা প্রেরণ করা হয়, সেইক্ষেত্রে বিপরীত কিছু প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত মনে করা হইবে যে উহা পরিশোধের প্রস্তাব পেশ করা হইয়াছে।

(৪) যেক্ষেত্রে ডাকযোগে মানি অর্ডারের মাধ্যমে প্রেরিত খাজনা গ্রহণ করা হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত গ্রহণের ঘটনাকে কোনোভাবেই ডাক মানি অর্ডার ফরমে উল্লিখিত তথ্যাদির শুদ্ধতার সাক্ষ্য হিসাবে ব্যবহার করা যাইবে না।

(৫) কোনো খাজনা অথবা কোনো কিস্তি বা কিস্তির অংশ পরিশোধের তারিখে বা তৎপূর্বে যথাযথভাবে প্রদান করা না হইলে উহা বকেয়া খাজনা হিসাবে গণ্য করা হইবে।

১৩৭। প্রদেয় অর্থ বণ্টন।—(১) যেক্ষেত্রে একজন রায়ত বা অকৃষি প্রজা খাজনা বাবদ কোনো অর্থ প্রদান করেন, সেইক্ষেত্রে তিনি ঘোষণা করিতে পারিবেন যে, উহা কোন্ বৎসর বা বৎসরসমূহে এবং কিস্তি বা কিস্তিসমূহের প্রেক্ষিতে জমা হইবে, এবং উক্ত অর্থ সেই অনুযায়ী জমা হইবে।

(২) তিনি যদি উক্তরূপ কোনো ঘোষণা প্রদান না করেন, তাহা হইলে তাহার জমাকৃত অর্থ দ্বারা বকেয়া, যদি থাকে, মিটানো হইবে এবং বকেয়া মিটাইবার পর কোনো অতিরিক্ত অর্থ, যদি থাকে, এবং কোনো বকেয়া না থাকিলে, সম্পূর্ণ অর্থ চলতি বৎসরের খাজনা হিসাবে জমা হইবে।

১৩৮। রায়ত তাহার খাজনা প্রদান করিলে রসিদ পাইবার অধিকারী।—প্রত্যেক রায়ত অথবা অকৃষি প্রজা খাজনার জন্য অর্থ প্রদান করিলে প্রদত্ত অর্থের জন্য তৎক্ষণাৎ কালেক্টর কর্তৃক লিখিতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট হইতে নির্ধারিত ফরমে একটি লিখিত রসিদ পাইবার অধিকারী হইবেন যাহা উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইবে।

১৩৯। বকেয়ার দায়ে জোত বিক্রয়।—কোনো রায়তের জোত বা কোনো অকৃষি প্রজার প্রজাস্বত্ব উহার খাজনার দায়ে বেঙ্গল পাবলিক ডিমান্ডস্ রিকোভারি অ্যাক্ট, ১৯১৩ অনুযায়ী স্বাক্ষরকৃত কোনো সার্টিফিকেট জারিমূলে বিক্রয়যোগ্য হইবে এবং খাজনাই উহার উপর প্রথম চার্জ হইবে।

১৪০। বকেয়াসমূহের উপর সুদ।—কোনো বকেয়া খাজনা যে বৎসরের জন্য বাকি ছিল সেই বৎসর অতিক্রান্ত হইবার দিন হইতে পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত অথবা বেঙ্গল পাবলিক ডিমান্ডস্ রিকোভারি অ্যাক্ট, ১৯১৩ অনুযায়ী সার্টিফিকেট মামলা দায়েরের তারিখ পর্যন্ত, যাহা পূর্বে ঘটে, সময়ের নিমিত্ত খাজনা বা, ক্ষেত্রমত, উহার কিস্তির উপর, শতকরা সোয়া ছয় টাকা হারে সাধারণ সুদ প্রদান করিতে হইবে।

১৪১। বেঙ্গল পাবলিক ডিমান্ডস্ রিকোভারি অ্যাক্ট, ১৯১৩ অনুযায়ী বকেয়া খাজনা আদায়।— সকল প্রকার বকেয়া খাজনা কেবল বেঙ্গল পাবলিক ডিমান্ডস্ রিকোভারি অ্যাক্ট, ১৯১৩ অনুযায়ী এতদুদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক প্রণীত বিধিমালা সাপেক্ষে, আদায় করা হইবে, অন্য উপায়ে নহে:

তবে শর্ত থাকে যে, বকেয়া খাজনা আদায়ের জন্য উক্ত আইনের অধীন স্বাক্ষরিত উক্ত সার্টিফিকেট-দেনাদারকে গ্রেফতার এবং তাহাকে দেওয়ানি কারাগারে আটক করিয়া কার্যকর করা যাইবে না।

[[৫০]**১৪১ক। কতিপয় ক্ষেত্রে বিক্রয় বন্ধ করিবার জন্য আদালতে বন্ধকের দেনা হিসাবে অর্থ প্রদান।**—যেক্ষেত্রে কোনো সহ-অংশীদার প্রজা যাহার কোনো জোত বা প্রজাস্বত্বের অধিকার পাবলিক ডিমান্ডস রিকোভারি অ্যাক্ট, ১৯১৩ অনুযায়ী পরিশোধনীয় দাবি আদায়ের জন্য স্বাক্ষরিত সার্টিফিকেট জারির উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত বিক্রয়ের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, এবং বিক্রয় বন্ধ করিবার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ আদালতে জমা দেন, সেইক্ষেত্রে—

(ক) তৎকর্তৃক প্রদত্ত অর্থ শতকরা বার্ষিক সোয়া ছয় টাকা হারে সুদসহ ধার হিসাবে গণ্য হইবে এবং উক্ত জোত অথবা প্রজাস্বত্ব তাহার নিকট বন্ধক দ্বারা নিশ্চয়তাপ্রাপ্ত হইবে; এবং

(খ) তাহার বন্ধক উক্ত জোত অথবা প্রজাস্বত্বে বকেয়া খাজনার দায় ব্যতীত অন্য প্রত্যেক দায় হইতে অগ্রাধিকার পাইবে।

(২) এই ধারার কোনো কিছুই উক্ত সহ-অংশীদারের অন্য কোনো প্রতিকারের অধিকারকে ক্ষুণ্ন করিবে না।]

১৪২। তামাদি।—বকেয়া খাজনা আদায়ের জন্য তামাদির মেয়াদ যে বৎসরের খাজনা বকেয়া হইয়াছে সেই বৎসরের শেষ দিন হইতে শুরু করিয়া তিন বৎসর কাল হইবে।

---

[৫০] ধারা ১৪১ক পূর্ব বঙ্গ রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব (সংশোধনী) অধ্যাদেশ, ১৯৬৭ (১৯৬৭ সনের পূর্ব পাকিস্তান অধ্যাদেশ নং ২০) এর ধারা ২১ বলে সন্নিবেশিত।

সপ্তদশ অধ্যায়

খতিয়ান সংরক্ষণ ও রিভিশন

১৪৩। খতিয়ান সংরক্ষণ।—কালেক্টর করণিক ভুলসমূহ শুদ্ধ করিয়া এবং উহাতে নিম্নরূপ কারণে পরিবর্তন আনয়ন করিয়া এই আইনের চতুর্থ ভাগ অথবা এই ভাগ অনুযায়ী প্রস্তুতকৃত অথবা রিভিশনকৃত খতিয়ান নির্ধারিত পদ্ধতিতে হালনাগাদ সংরক্ষণ করিবেন, যথা:-

(ক) হস্তান্তর অথবা উত্তরাধিকারের ভিত্তিতে নামজারি;

(খ) জোতের উপবিভাগ, একত্রীকরণ বা সংযুক্তি;

(গ) সরকার কর্তৃক ক্রীত ভূমি অথবা জোতের নূতন বন্দোবস্ত; এবং

(ঘ) ভূমি পরিত্যাগ অথবা সিকস্তি বা অধিগ্রহণজনিত কারণে খাজনা মওকুফ।

১৪৩ক। রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব (সংশোধনী) অধ্যাদেশ, ১৯৭৫ (১৯৭৫ সনের ৪৪ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ২ বলে বিলুপ্ত।

[৫১][**১৪৩খ। উত্তরাধিকারের ভিত্তিতে খতিয়ান সংশোধন।**—(১) স্ব স্ব ব্যক্তিগত আইন অনুযায়ী উত্তরাধিকারের ভিত্তিতে স্থাবর সম্পত্তি অর্জনকারী ব্যক্তিগণ মূল ব্যক্তির মৃত্যুর পর তাহাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্মতিতে সম্পত্তি বণ্টনের ব্যবস্থা করিবেন। উক্ত বণ্টনের পর সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের স্বাক্ষরসহ বণ্টনের একটি দলিল প্রস্তুত করিয়া নিবন্ধন আইন, ১৯০৮ এর অধীন নিবন্ধন করিতে হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রণীত, স্বাক্ষরিত ও নিবন্ধিত বণ্টন দলিল উপস্থাপনের পর রাজস্ব কর্মকর্তা তদনুযায়ী খতিয়ান সংশোধন করিবেন।

১৪৩গ। খতিয়ান সংশোধনের পদ্ধতি।—(১) ধারা ৮৯ এর অধীন নোটিশ প্রাপ্তির পর, রাজস্ব কর্মকর্তা খতিয়ানে নামজারির জন্য একটি নথি খুলিবেন এবং নামজারির জন্য জোতের সহ-অংশীদারগণের প্রতি নোটিশ জারি করিবেন।

(২) এই উদ্দেশ্যে রাজস্ব কর্মকর্তা আপত্তির, যদি থাকে, তারিখ নির্ধারণ করিবেন। যদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোনো আপত্তি উত্থাপিত না হয়, তাহা হইলে রাজস্ব কর্মকর্তা যথারীতি খতিয়ান সংশোধন করিবেন।

(৩) যদি জোতের কোনো সহ-অংশীদার কর্তৃক কোনো আপত্তি দাখিল করা হয়, তাহা হইলে রাজস্ব-কর্মকর্তা উভয় পক্ষের শুনানির জন্য একটি তারিখ নির্ধারণ করিবেন, এবং শুনানির পর রাজস্ব কর্মকর্তা ইহার কারণ উল্লেখপূর্বক একটি আদেশ প্রদান করিবেন এবং তদানুযায়ী খতিয়ান সংশোধন করা হইবে।]

---

[৫১] ধারা ১৪৩খ এবং ১৪৩গ রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব (সংশোধনী) আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৩৯ নং আইন) এর ধারা ৩ বলে সংযুক্ত।

১৪৪। খতিয়ান রিভিশন।—(১) সরকার কোনো ক্ষেত্রে উপযুক্ত মনে করিলে কোনো জেলা, জেলার অংশ অথবা স্থানীয় এলাকায় এতদুদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক প্রণীত বিধিমালা অনুযায়ী রাজস্ব কর্মকর্তা কর্তৃক খতিয়ান প্রস্তুত অথবা রিভিশন করিবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) সরকার বিশেষভাবে এবং উপরিউল্লিখিত ক্ষমতার সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ন না করিয়া, নিম্নরূপ যেকোনো বিষয়ে আদেশ প্রদান করিতে পারিবে, যথা:—

(ক) যেক্ষেত্রে সর্বমোট প্রজার অর্ধেকের কম নহে এইরূপ সংখ্যক প্রজা উক্তরূপ আদেশের নিমিত্ত আবেদন করেন;

(খ) যেক্ষেত্রে প্রজাগণের মধ্যে বিদ্যমান অথবা উদ্ভূত হইতে পারে এইরূপ গুরুতর বিরোধ এড়াইবার জন্য উক্তরূপে খতিয়ান প্রস্তুত বা রিভিশনের চিন্তা করা হয়; এবং

(গ) যেক্ষেত্রে কোনো জেলা অথবা জেলার অংশ অথবা স্থানীয় এলাকার ক্ষেত্রে খাজনা নির্ধারণ করা হইতেছে বা হইবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত কোনো আদেশ সরকারি গেজেটে প্রকাশিত হইলে উক্ত প্রজ্ঞাপন উক্ত আদেশ যথাযথভাবে প্রদানের চূড়ান্ত সাক্ষ্য হিসাবে গণ্য হইবে।

(৪) যেক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো আদেশ প্রদান করা হয়, সেইক্ষেত্রে রাজস্ব-কর্মকর্তা উক্ত আদেশ অনুযায়ী প্রস্তুত অথবা সংশোধিতব্য খতিয়ানে নির্ধারিত বিবরণসমূহ অন্তর্ভুক্ত করিবেন।

[৫২][(৪ক) (অ) এই আইনের অন্যত্র যাহা কিছুই থাকুক না কেন, রাজস্ব কর্মকর্তা নিম্নরূপ ক্ষেত্রে ভূমির খাজনা নির্ধারণ অথবা পুনঃনির্ধারণ করিবেন, যথা:—

(ক) যেক্ষেত্রে রায়ত অথবা অকৃষি প্রজা কর্তৃক অধিকৃত ভূমির খাজনা চতুর্থ অধ্যায় অথবা ধারা ৯৮(ক) এর অধীন নির্ধারণ করা হয় নাই, বা ধারা ১০৭ এর অধীন উক্ত ভূমির খাজনা নির্ধারণ করা হয় নাই, অথবা

(খ) যেক্ষেত্রে দফা (ক) এ উল্লিখিত শর্ত অনুযায়ী কৃষিজমি হিসাবে কোনো ভূমির খাজনা নির্ধারণ করা হয় এবং পরবর্তীতে উক্ত ভূমি অকৃষি উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয় অথবা বিপরীতক্রমে।

রাজস্ব কর্মকর্তা এই উপ-ধারার অধীন কোনো খাজনা নির্ধারণ ও পুনঃনির্ধারণের ক্ষেত্রে ধারা ২৬ এ উল্লিখিত বিধানসমূহ মানিয়া চলিবেন।

(আ) যেক্ষেত্রে কোনো জোতের একটি অংশ অকৃষি উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়, রাজস্ব-কর্মকর্তা ধারা ৯৮(ক) এর উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত বিধানানুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

[৫২] উপ-ধারা (৪ক) ১৯৭১ সনের পূর্ব পাকিস্তান অধ্যাদেশ নং ১ এর ধারা ৭ বলে সংযুক্ত।

(৫) যেক্ষেত্রে উপ-ধারা (৪) এ উল্লিখিত তথ্যাদি ধারণ অথবা অন্তর্ভুক্তির জন্য খতিয়ান প্রস্তুত অথবা রিভিশন করা হয় [৫৩][এবং উপ-ধারা (৪ক) এর অধীন খাজনা নির্ধারণ অথবা পুনঃনির্ধারণ করা হয়], সেইক্ষেত্রে রাজস্ব কর্মকর্তা নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রস্তুতকৃত অথবা রিভিশনকৃত খতিয়ানের খসড়া নির্ধারিত সময়ের জন্য প্রকাশ করিবেন এবং উক্ত প্রকাশের সময় কোনো কিছুর অন্তর্ভুক্তি বা বিচ্যুতি বিষয়ে আপত্তিসমূহ গ্রহণ ও বিবেচনা করিবেন।

(৬) উপ-ধারা (৫) এর অধীন দায়েরকৃত আপত্তির বিষয়ে রাজস্ব কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ কোনো ব্যক্তি সহকারী সেটেলমেন্ট কর্মকর্তা পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এইরূপ নির্ধারিত রাজস্ব কর্তৃপক্ষের নিকট নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে নির্ধারিত পদ্ধতিতে আপিল দায়ের করিতে পারিবেন।

(৭) যেক্ষেত্রে উক্তরূপ সকল আপত্তি এবং আপিল এতদুদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক প্রণীত বিধিমালা অনুযায়ী বিবেচনা এবং নিষ্পত্তি করা হয়, সেইক্ষেত্রে রাজস্ব কর্মকর্তা চূড়ান্তভাবে রেকর্ড প্রস্তুত করিবেন ও নির্ধারিত পদ্ধতিতে উহা চূড়ান্তভাবে প্রকাশের ব্যবস্থা করিবেন এবং উক্ত প্রকাশনা এই ধারার অধীন রেকর্ড সঠিকভাবে প্রস্তুত এবং রিভিশন করা হইয়াছে মর্মে চূড়ান্ত সাক্ষ্য হিসাবে গণ্য হইবে।

(৮) যেক্ষেত্রে কোনো খতিয়ান উপ-ধারা (৭) এ চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত হইয়াছে, সেইক্ষেত্রে রাজস্ব কর্মকর্তা এতদুদ্দেশ্যে [৫৪][ভূমি রেকর্ড ও জরিপ এর পরিচালক] কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উক্ত চূড়ান্ত প্রকাশ এবং উহার তারিখের বিষয় উল্লেখ করিয়া একটি সার্টিফিকেট প্রদান করিবেন এবং উহাতে তাহার নাম ও অফিসের পদবি এবং তারিখসহ স্বাক্ষর করিবেন।

[৫৫]**[১৪৪ক। খতিয়ানের শুদ্ধতার অনুমান।**—ধারা ১৪৪ এর অধীন প্রস্তুতকৃত বা রিভিশনকৃত খতিয়ানের প্রতিটি ভুক্তি উহাতে বর্ণিত বিষয়ের এইরূপ ভুক্তিতে সাক্ষ্য হিসাবে গণ্য হইবে এবং সাক্ষ্য দ্বারা অশুদ্ধ বলিয়া প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত শুদ্ধ বলিয়া অনুমান করিতে হইবে।

১৪৪খ। দেওয়ানি আদালতের এখতিয়ারে বিধি-নিষেধ।—(১) যেক্ষেত্রে ধারা ১৪৪ এর উপ-ধারা (১) এর বিধান অনুযায়ী কোনো এলাকার খতিয়ান প্রস্তুত বা রিভিশনের নির্দেশ প্রদান করা হয়, সেইক্ষেত্রে ধারা ১১১ এর বিধান সাপেক্ষে, কোনো দেওয়ানি আদালত খাজনা পরিবর্তন বা প্রজাস্বত্বের কোনো বিষয়ে প্রজার মর্যাদা নির্ধারণের জন্য কোনো মামলা বা আবেদন গ্রহণ করিবেন না এবং এইরূপ আদেশের তারিখে বা পরবর্তীতে যদি উক্ত এলাকা সম্পর্কিত কোনো মামলা বা আবেদন কোনো দেওয়ানি আদালতে বিচারাধীন থাকে, তাহা হইলে উহা আর চলিবে না এবং বাতিল হইবে এবং উক্ত তারিখের পর কোনো মামলায় কোনো রায়, ডিক্রি বা আদেশ প্রদান করা হইলে বা এইরূপ আবেদনের উপর কোনো আদেশ প্রদান করা হইলে উহা অকার্যকর হইবে এবং কোনো আইনগত ফলাফল থাকিবে না।

---

৫৩ "এবং (৪ক) উপ-ধারা অনুযায়ী খাজনা নির্ধারণ অথবা পুনঃনির্ধারণ করা হয়" শব্দ, ব্র্যাকেট, সংখ্যা এবং অক্ষর ১৯৭১ সনের পূর্ব পাকিস্তান অধ্যাদেশ নং ১ এর ধারা ৭ বলে সংযুক্ত।

৫৪ "ভূমি রেকর্ড ও জরিপ-এর পরিচালক" শব্দসমূহ বাংলাদেশ আইন (বাতিল ও সংশোধনী) আদেশ, ১৯৭৩ (১৯৭৩সনের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১২) এর ধারা ৩ এবং তফসিল বলে "রাজস্ব বোর্ড" শব্দদ্বয়ের স্থলে প্রতিস্থাপিত।

৫৫ ধারা ১৪৪ক এবং ১৪৪খ রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব (সংশোধনী)অধ্যাদেশ, ১৯৬৭(১৯৬৭ সনের পূর্ব পাকিস্তান অধ্যাদেশ নং ৮) এর ধারা ১৪ বলে সন্নিবেশিত।

(২) এই অধ্যায়ের অধীন খতিয়ান প্রস্তুত বা রিভিশনের কোনো নির্দেশ বা এইরূপ খতিয়ান বা উহার অংশ-বিশেষ প্রস্তুত, প্রকাশনা, স্বাক্ষর বা প্রত্যয়ন সম্পর্কে দেওয়ানি আদালতে কোনো মামলা বা আবেদন দাখিল করা যাইবে না এবং যদি এইরূপ কোনো মামলা বা আবেদন দেওয়ানি আদালতে বিচারাধীন থাকে, তাহা হইলে উহা আর চলিবে না, উহা বাতিল হইবে এবং এইরূপ কোনো মামলায় কোনো রায়, ডিক্রি বা আদেশ প্রদান করা হইলে বা এইরূপ আবেদনের উপর কোনো আদেশ প্রদান করা হইলে উহা অকার্যকর হইবে এবং কোনো আইনগত ফলাফল থাকিবে না।

১৪৫। খতিয়ান রিভিশনের খরচ আদায়।—(১) যেক্ষেত্রে এই অধ্যায়ের অধীন কোনো জেলা, জেলার অংশ-বিশেষ বা স্থানীয় এলাকায় খতিয়ান প্রস্তুত ও রিভিশনের নির্দেশ প্রদান করা হইয়াছে, উক্তরূপ প্রস্তুত ও রিভিশনের জন্য যাহা খরচ হইবে উহা রায়ত এবং ভূমির অন্যান্য দখলকারীদের নিকট হইতে উক্তরূপ অংশ এবং কিস্তিতে, যদি থাকে, আদায় করা হইবে, যাহা সরকার সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় নির্ধারণ করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, অধ্যায় ১৪ এর অধীন কোনো রায়তের যথাযথ ও ন্যায়সংগত খাজনা নির্ধারণের লক্ষ্যে যেক্ষেত্রে ধারা ১৪৪ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (গ) অনুযায়ী খতিয়ান প্রস্তুত ও রিভিশনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইলে খরচের কোনো অংশই রায়ত বা দখলদারগণের নিকট হইতে আদায় করা যাইবে না।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন খরচের কোনো অংশ কোনো ব্যক্তি প্রদান করিতে দায়বদ্ধ হইলে উহা উক্ত জেলা, জেলার অংশ-বিশেষ বা স্থানীয় এলাকার মধ্যে অবস্থিত উক্ত ব্যক্তির জোত বা অন্য কোনো স্বত্বের বকেয়া খাজনা হিসাবে, যাহাই হউক, সরকার আদায় করিতে পারিবে।

[৫৬][সপ্তদশ ক অধ্যায়]

ভূমি জরিপ ট্রাইব্যুনাল এবং ভূমি জরিপ আপিল ট্রাইব্যুনাল

১৪৫ক। ভূমি জরিপ ট্রাইব্যুনাল।—(১) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, ধারা ১৪৪ এর অধীন প্রণীত সর্বশেষ রিভিশনকৃত খতিয়ানসমূহের চূড়ান্ত প্রকাশনা হইতে উদ্ভূত মামলা নিষ্পত্তির জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভূমি জরিপ ট্রাইব্যুনাল গঠন করিতে পারিবে।

(২) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যেকোনো ভূমি জরিপ ট্রাইব্যুনালের আঞ্চলিক এখতিয়ারের সীমা নির্ধারণ ও পরিবর্তন করিতে পারিবে।

(৩) সরকার, সুপ্রীম কোর্টের সহিত পরামর্শক্রমে, যুগ্ম জেলা জজগণের মধ্য হইতে ভূমি জরিপ ট্রাইব্যুনালের বিচারক নিয়োগ করিবে।

(৪) ভূমি জরিপ ট্রাইব্যুনালে ধারা ১৪৪ এর অধীন সর্বশেষ রিভিশনকৃত খতিয়ানের চূড়ান্ত প্রকাশনা হইতে উদ্ভূত মামলা ব্যতীত অন্য কোনো মামলা দায়ের করা যাইবে না।

---

[৫৬] অধ্যায় ১৭ক রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব (সংশোধনী) আইন, ২০০৪ (২০০৪ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ২ বলে সন্নিবেশিত।

(৫) যদি এই ধারার অধীন ভূমি জরিপ ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠার পূর্বে সর্বশেষ রিভিশনকৃত খতিয়ানের চূড়ান্ত প্রকাশনা হইতে উদ্ভূত কোনো মামলা কোনো দেওয়ানি আদালতে রুজু হইয়া থাকে, তাহা হইলে ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে উক্ত মামলা উক্ত ট্রাইব্যুনালে স্থানান্তরিত হইবে।

(৬) উপ-ধারা (৭) এর বিধান সাপেক্ষে, ধারা ১৪৪ এর অধীন প্রস্তুতকৃত সর্বশেষ রিভিশনকৃত খতিয়ানের চূড়ান্ত প্রকাশনায় সংক্ষুব্ধ কোনো ব্যক্তি, উক্ত প্রকাশনার তারিখ অথবা ভূমি জরিপ ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠার তারিখ, যাহা পরে ঘটে, হইতে এক বৎসরের মধ্যে যেকোনো মামলা উক্ত ট্রাইব্যুনালে দায়ের করিতে পারিবেন।

(৭) কোনো মামলা, বাদী কর্তৃক প্রদর্শিত বিলম্বের কারণ বিষয়ে ভূমি জরিপ ট্রাইব্যুনাল সন্তুষ্ট হইলে, উপ-ধারা (৬) এ উল্লিখিত মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পরবর্তী এক বৎসরের মধ্যে দাখিল করা যাইবে।

(৮) ট্রাইব্যুনাল বিতর্কিত খতিয়ানকে অশুদ্ধ ঘোষণা করিতে পারিবে এবং ইহার সিদ্ধান্ত মোতাবেক খতিয়ান সংশোধনের জন্য সংশ্লিষ্ট কার্যালয়কে নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য আদেশও প্রদান করিতে পারিবে।

১৪৫খ। ভূমি জরিপ আপিল ট্রাইব্যুনাল।—(১) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, ভূমি জরিপ ট্রাইব্যুনালের রায়, ডিক্রি বা আদেশ হইতে উদ্ভূত আপিল শুনানির জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভূমি জরিপ আপিল ট্রাইব্যুনাল গঠন করিতে পারিবে।

(২) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যেকোনো ভূমি জরিপ আপিল ট্রাইব্যুনালের আঞ্চলিক এখতিয়ারের সীমা নির্ধারণ ও পরিবর্তন করিতে পারিবে।

(৩) সরকার সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিচারক ছিলেন বা আছেন এইরূপ ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে ভূমি জরিপ আপিল ট্রাইব্যুনালের বিচারক নিয়োগ করিবে।

(৪) ভূমি জরিপ ট্রাইব্যুনালের রায়, ডিক্রি বা আদেশ হইতে উদ্ভূত আপিল ব্যতীত, অন্য কোনো আপিল ভূমি জরিপ আপিল ট্রাইব্যুনালে চলিবে না।

(৫) উপ-ধারা (৬) এর বিধান সাপেক্ষে, ভূমি জরিপ ট্রাইব্যুনালের কোনো রায়, ডিক্রি বা আদেশের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ কোনো ব্যক্তি উক্তরূপ রায়, ডিক্রি বা আদেশের তিন মাসের মধ্যে ভূমি জরিপ আপিল ট্রাইব্যুনালে আপিল করিতে পারিবেন।

(৬) উপ-ধারা (৫) এ উল্লিখিত মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পরেও পরবর্তী তিন মাসের মধ্যে আপিল গৃহীত হইতে পারে, যদি ভূমি জরিপ আপিল ট্রাইব্যুনাল আপিলকারী কর্তৃক প্রদর্শিত বিলম্বের কারণ বিষয়ে সন্তুষ্ট হন।

১৪৫গ। আপিল বিভাগে আপিল।—কেবল আপিল বিভাগ আপিল করিবার অনুমতি প্রদান করিলে, ভূমি জরিপ আপিল ট্রাইব্যুনালের রায় বা আদেশের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগে কোনো আপিল দায়ের করা যাইবে।

১৪৫ঘ। ট্রাইব্যুনালের ক্ষমতা ও পদ্ধতি।—(১) মামলা বা আপিল নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে, কোনো ভূমি জরিপ ট্রাইব্যুনাল বা, ক্ষেত্রমত, ভূমি জরিপ আপিল ট্রাইব্যুনাল, নিম্নরূপ বিষয়সমূহে দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮ (১৯০৮ সনের ৫ নং আইন) এর অধীন ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্যপদ্ধতি অনুসরণ করিবেন, যতক্ষণ পর্যন্ত এই আইনের বিধানাবলি বা ইহার অধীন প্রণীত বিধিমালার সহিত অসঙ্গতিপূর্ণ না হয়, যথা:-

(ক) কোনো ব্যক্তির উপস্থিতি তলব ও কার্যকর করা এবং তাহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা;

(খ) কোনো দলিল অনুসন্ধান ও উপস্থাপনের আদেশ প্রদান;

(গ) হলফনামায় সাক্ষ্যের তলব করা;

(ঘ) কোনো দপ্তর হইতে কোনো সরকারি দলিলপত্র বা তাহার অনুলিপি সংগ্রহ করা;

(ঙ) সাক্ষী বা দলিলাদি পরীক্ষার জন্য কমিশন প্রস্তুত করা; এবং

(চ) বিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য বিষয়।

(২) দণ্ডবিধির (১৮৬০ সনের ৪৫ নং আইন) ধারা ১৯৩ এর অর্থ অনুযায়ী ভূমি জরিপ ট্রাইব্যুনাল বা ভূমি জরিপ আপিল ট্রাইব্যুনালের যেকোনো কার্যক্রম বিচার বিভাগীয় কার্যক্রম হিসাবে গণ্য হইবে।

(৩) ভূমি জরিপ ট্রাইব্যুনাল বা ভূমি জরিপ আপিল ট্রাইব্যুনাল সরকার কর্তৃক নির্ধারিত স্থান বা স্থানসমূহে বসিবে।

(৪) ভূমি জরিপ ট্রাইব্যুনাল বা ভূমি জরিপ আপিল ট্রাইব্যুনালের বিচারক যেরূপ প্রয়োজন বিবেচনা করিবেন, ভূমি জরিপ ট্রাইব্যুনাল বা, ক্ষেত্রমত, ভূমি জরিপ আপিল ট্রাইব্যুনালের কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য সেইরূপ প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(৫) ভূমি জরিপ আপিল ট্রাইব্যুনাল স্বীয় উদ্যোগে অথবা ইহার নিকট দাখিলকৃত আবেদনের ভিত্তিতে, যেকোনো মামলা বিচারের যেকোনো পর্যায়ে ইহার এখতিয়ারাধীন যেকোনো ভূমি জরিপ ট্রাইব্যুনাল হইতে অন্য ভূমি জরিপ ট্রাইব্যুনালে স্থানান্তরের লিখিত আদেশ জারি করিতে পারিবেন।

১৪৫ঙ। ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত ও আদেশের চূড়ান্ততা।—ভূমি জরিপ আপিল ট্রাইব্যুনাল এবং, ক্ষেত্রমত, সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগের সিদ্ধান্ত ও আদেশ সাপেক্ষে, ভূমি জরিপ ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত ও আদেশ চূড়ান্ত হইবে।

১৪৫চ। দেওয়ানি আদালতের এখতিয়ারে বিধি-নিষেধ।—ধারা ১৪৪ এর অধীন প্রণীত সর্বশেষ রিভিশনকৃত খতিয়ানের চূড়ান্ত প্রকাশনা হইতে উদ্ভূত কোনো মামলা ধারা ১৪৫ক এর অধীন প্রতিষ্ঠিত কোনো ভূমি জরিপ ট্রাইব্যুনালের আঞ্চলিক এখতিয়ারের মধ্যে অবস্থিত কোনো দেওয়ানি আদালতে দায়ের করা যাইবে না।

১৪৫ছ। ট্রাইব্যুনাল বিলুপ্তির ক্ষমতা, ইত্যাদি।—সরকার, যেকোনো সময় সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, ধারা ১৪৫ক এর অধীন প্রতিষ্ঠিত যেকোনো ভূমি জরিপ ট্রাইব্যুনাল এবং ১৪৫খ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত যেকোনো ভূমি জরিপ আপিল ট্রাইব্যুনাল বিলুপ্ত করিতে পারিবে, এবং উক্তরূপ বিলুপ্তির সময়, সরকার একই বিজ্ঞপ্তিতে কোনো আদালতকে নির্দিষ্ট করিয়া দিবে যেখানে বিলুপ্তির সময় উক্ত ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন মামলা, আপিল এবং অন্যান্য কার্যক্রম স্থানান্তর ও নিষ্পত্তি হইতে পারিবে।

১৪৫জ। প্রাধান্য।—এই আইন বা আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই অধ্যায়ের বিধানাবলি প্রাধান্য পাইবে।

১৪৫ঝ। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।—সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

অষ্টাদশ অধ্যায়

এখতিয়ার, আপিল, রিভিশন এবং রিভিউ

[৫৭][**১৪৬। রাজস্ব-কর্মকর্তাগণের উপর তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ।**—(১) রাজস্ব কর্মকর্তাগণের উপর সাধারণ তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ ভূমি প্রশাসন বোর্ডের উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং উক্ত সকল কর্মকর্তা [৫৮][ভূমি প্রশাসন বোর্ড] এর অধস্তন হইবেন।]

[৫৯][(২) উপ-ধারা (১) এর বিধান সাপেক্ষে, একজন বিভাগীয় কমিশনার তাহার বিভাগের অন্যান্য রাজস্ব কর্মকর্তার উপর নিয়ন্ত্রণ রাখিবেন।

(৩) উপরিউল্লিখিত বিধান এবং বিভাগীয় কমিশনারের নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষে, কালেক্টর তাহার জেলার অন্য সকল রাজস্ব কর্মকর্তার উপর নিয়ন্ত্রণ রাখিবেন।]

১৪৭। আপিল।—এই ভাগ বা এই আইনের অধীন প্রণীত বিধিমালাতে আপিলের বিশেষ বিধানসাপেক্ষে, এই ভাগের অধীন রাজস্ব কর্মকর্তার প্রত্যেক মূল বা আপিল আদেশের বিরুদ্ধে নিম্নরূপভাবে আপিল করা যাইবে, যথা:

(ক) কালেক্টরের অধস্তন রাজস্ব কর্মকর্তা কর্তৃক আদেশ প্রদান করা হইলে, কালেক্টরের নিকট;

---

৫৭ বাংলাদেশ আইন (বাতিল ও সংশোধনী) আদেশ, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১২) এর ধারা ৩ এবং তফসিল বলে ধারা ১৪৬ প্রতিস্থাপিত।

৫৮ ভূমি প্রশাসন বোর্ড” শব্দসমূহ আইন (সংশোধনী) অধ্যাদেশ, ১৯৮২ (১৯৮২ সনের ৪১ নং) এর ধারা ৪ এবং তফসিলবলে “সরকার” শব্দটির স্থলে প্রতিস্থাপিত।

৫৯ বাংলাদেশ আইন (সংশোধনী) অধ্যাদেশ, ১৯৭৬ (১৯৭৬ সনের ৯ অধ্যাদেশ) এর ধারা ২ এবং তফসিল বলে উপ-ধারা (২) ও (৩) প্রতিস্থাপিত।

[৬০][(কক) বিভাগের মধ্যে জেলার কালেক্টর কর্তৃক আদেশ প্রদান করা হইলে, বিভাগীয় কমিশনারের নিকট; এবং]

[৬১][***]

[৬২][(গ) [৬৩][বিভাগীয় কমিশনার] কর্তৃক আদেশ প্রদান করা হইলে, [৬৪][ভূমি প্রশাসন বোর্ড] এর নিকট,]।

১৪৮। আপিলের জন্য তামাদির মেয়াদ।—ধারা ১৪৭ অনুযায়ী আপিলের জন্য তামাদির মেয়াদ যে আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করা হয় সেই আদেশের তারিখ হইতে চলিতে থাকিবে এবং উহা নিম্নরূপ হইবে, অর্থাৎ-

(ক) কালেক্টরের নিকট আপিল.................. ত্রিশ দিন।

[৬৫][(খ) বিভাগীয় কমিশনারের নিকট আপিল............. .....ষাট দিন।

(খখ) [৬৬][ভূমি প্রশাসন বোর্ড] এর নিকট আপিল...............নব্বই দিন।

[৬৭][***]

---

৬০ বাংলাদেশ আইন (সংশোধনী) অধ্যাদেশ, ১৯৭৬ (১৯৭৬ সনের ৯ অধ্যাদেশ) এর ধারা ২ এবং তফসিল বলে দফা (কক) প্রতিস্থাপিত।

৬১ বাংলাদেশ আইন (বাতিল ও সংশোধনী) আদেশ, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১২) এর ধারা ৩ এবং তফসিল বলে দফা (খ) বিলুপ্ত।

৬২ বাংলাদেশ আইন (বাতিল ও সংশোধনী) আদেশ, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১২) এর ধারা ৩ এবং তফসিল বলে দফা (গ) প্রতিস্থাপিত।

৬৩ বাংলাদেশ আইন (সংশোধনী) অধ্যাদেশ, ১৯৭৬ (১৯৭৬ সনের ৯ অধ্যাদেশ) এর ধারা ২ এবং তফসিল বলে "বিভাগীয় কমিশনার" শব্দদ্বয় " জেলা কালেক্টর" শব্দদ্বয়ের স্থলে প্রতিস্থাপিত।

৬৪ ভূমি প্রশাসন বোর্ড" শব্দসমূহ আইন (সংশোধনী) অধ্যাদেশ, ১৯৮২ (১৯৮২ সনের ৪১ নং) এর ধারা ৪ এবং তফসিল বলে "সরকার" শব্দটির স্থলে প্রতিস্থাপিত।

৬৫ বাংলাদেশ আইন (সংশোধনী) অধ্যাদেশ, ১৯৭৬ (১৯৭৬ সনের ৯ অধ্যাদেশ) এর ধারা ২ এবং তফসিল বলে দফা (খ) প্রতিস্থাপিত।

৬৬ ভূমি প্রশাসন বোর্ড" শব্দসমূহ আইন (সংশোধনী) অধ্যাদেশ, ১৯৮২ (১৯৮২ সনের ৪১ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ৪ এবং তফসিল বলে "সরকার" শব্দটির স্থলে প্রতিস্থাপিত।

৬৭ বাংলাদেশ আইন (বাতিল ও সংশোধনী) আদেশ, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১২) এর ধারা ৩ এবং তফসিল বলে দফা (ঙ) বিলুপ্ত।

১৪৯। রিভিশন।—(১) এই ভাগের আওতায় রিভিশনের বিশেষ বিধান সাপেক্ষে, কালেক্টর স্বীয় উদ্যোগে তাহার অধস্তন কোনো রাজস্ব কর্মকর্তা কর্তৃক এই ভাগের অধীন প্রদত্ত কোনো আদেশের তারিখ হইতে এক মাসের মধ্যে বা এইরূপ আদেশের তারিখ হইতে এক মাসের মধ্যে দাখিলকৃত কোনো আবেদনের ভিত্তিতে এইরূপ আদেশ রিভিশন করিতে পারিবে।

[৬৮][(১ক) কোনো বিভাগীয় কমিশনার স্ব-উদ্যোগে তাহার বিভাগের মধ্যকার কোনো জেলার কালেক্টর কর্তৃক এই অংশের অধীন প্রদত্ত কোনো আদেশের তারিখ হইতে তিন মাসের মধ্যে অথবা উক্তরূপ আদেশের তারিখ হইতে তিন মাসের মধ্যে দাখিলকৃত কোনো আবেদনের ভিত্তিতে এইরূপ আদেশ রিভিশন করিতে পারিবে।]

[৬৯][* * *]

[৭০][(৩) [৭১][ভূমি প্রশাসন বোর্ড] স্বীয় উদ্যোগে এই অংশের অধীন কোনো বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক প্রদত্ত আদেশের তারিখ হইতে ছয় মাসের মধ্যে অথবা এইরূপ আদেশের তারিখ হইতে ছয় মাসের মধ্যে দাখিলকৃত কোনো আবেদনের ভিত্তিতে এইরূপ আদেশ রিভিশন করিতে পারিবে।]

[৭২][(৪) [৭৩][ভূমি প্রশাসন বোর্ড] সরল বিশ্বাসে কৃত ভুল রহিয়াছে মর্মে সন্তুষ্ট হইলে যেকোনো সময় এই ভাগের অধীন সংরক্ষিত খতিয়ানের যেকোনো ভুক্তি অথবা এই ভাগের অধীন প্রস্তুতকৃত এবং চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত সেটেলমেন্ট খাজনা-বিবরণীতে পুনঃআদেশ প্রদান করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করা হইয়া থাকিলে এই ধারার অধীন আদেশের রিভিশন করা যাইবে না:

---

৬৮ বাংলাদেশ আইন (সংশোধনী) অধ্যাদেশ, ১৯৭৬(১৯৭৬ সনের ৯ অধ্যাদেশ) এর ধারা ২ এবং তফসিল বলে উপ-ধারা (১ক) সন্নিবেশিত।

৬৯ বাংলাদেশ আইন (বাতিল ও সংশোধনী) আদেশ, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১২) এর ধারা ৩ এবং তফসিল বলে উপ-ধারা (২) বিলুপ্ত।

৭০ বাংলাদেশ আইন (সংশোধনী) অধ্যাদেশ, ১৯৭৬ (১৯৭৬ সনের ৯ অধ্যাদেশ) এর ২ ধারা এবং তফসিল বলে উপ-ধারা (৩) প্রতিস্থাপিত।

৭১ "ভূমি প্রশাসন বোর্ড" শব্দসমূহ আইন (সংশোধনী) অধ্যাদেশ, ১৯৮২ (১৯৮২ সনের ৪১ নং) এর ধারা ৪ এবং তফসিল বলে "সরকার" শব্দটির স্থলে প্রতিস্থাপিত।

৭২ বাংলাদেশ আইন (সংশোধনী) অধ্যাদেশ, ১৯৭৬ (১৯৭৬ সনের ৯ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ২ এবং তফসিল বলে উপ-ধারা (৪) প্রতিস্থাপিত।

৭৩ "ভূমি প্রশাসন বোর্ড" শব্দসমূহ আইন (সংশোধনী) অধ্যাদেশ, ১৯৮২ (১৯৮২ সনের ৪১ নং) এর ধারা ৪ এবং তফসিল বলে "সরকার" শব্দটির স্থলে প্রতিস্থাপিত।

আরও শর্ত থাকে যে, আপিলের সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে বিষয়টির উপর শুনানির জন্য যুক্তিসংগত নোটিশ প্রদান না করিয়া উপ-ধারা (৪) এর অধীন কোনো রিভিশনের আদেশ প্রদান করা যাইবে না।]

১৫০। রাজস্ব কর্মকর্তা কর্তৃক রিভিউ।—(১) এই ভাগের অধীন কোনো রাজস্ব কর্মকর্তা এতদুদ্দেশ্যে যেকোনো আগ্রহী পক্ষের আবেদনক্রমে অথবা স্বীয় উদ্যোগে তাহার স্বপ্রদত্ত অথবা তাহার পদের পূর্ববর্তী কোনো কর্মকর্তা কর্তৃক জারীকৃত যেকোনো আদেশ রিভিউ করিতে পারিবেন এবং কোনো আদেশ উক্তরূপ রিভিউ করিবার ক্ষেত্রে উক্তরূপ কোনো আদেশকে সংশোধন, পরিবর্তন বা বহাল রাখিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে—

(ক) কোনো আদেশ রিভিউ করিবার জন্য কোনো আবেদন গ্রহণ করা যাইবে না, যদিনা উক্তরূপ আদেশের তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে রিভিউ আবেদন করা হয় অথবা যখন উক্তরূপ আবেদন ত্রিশ দিন অতিবাহিত হইবার পর দাখিল করা হয়, আবেদনকারী উক্ত সময়ের মধ্যে আবেদন না করিবার যথেষ্ট কারণ ছিল মর্মে রাজস্ব কর্মকর্তাকে সন্তুষ্ট করিতে না পারেন;

(খ) কোনো আদেশ রিভিউ করা যাইবে না, যদি উক্তরূপ আদেশের বিরুদ্ধে কোনো আপিল করা হইয়া থাকে অথবা ঊর্ধ্বতন রাজস্ব কর্তৃপক্ষের নিকট উক্তরূপ আদেশ রিভিশনের জন্য আবেদন করা হইয়া থাকে; এবং

(গ) উক্ত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে শুনানির জন্য হাজির হইতে যুক্তিসংগত নোটিশ প্রদান না করা পর্যন্ত কোনো রিভিউতে কোনো আদেশ সংশোধন বা পরিবর্তন করা যাইবে না।

(২) রিভিউ এর আবেদন নাকচ করিয়া অথবা রিভিউতে পূর্ববর্তী কোনো আদেশ বহাল রাখিয়া আদেশ প্রদান করা হইলে তাহার বিরুদ্ধে কোনো আপিল চলিবে না।

১৫১। এই আইনের অধীন আপিল, রিভিশন ও রিভিউ আবেদনের ক্ষেত্রে তামাদির সময়সীমা গণনা।—(১) তামাদি আইন, ১৯০৮ এর ধারা ৬, ৭, ৮ ও ৯ এবং ধারা ২৯ এর উপ-ধারা (২) ব্যতীত, এই আইনের পঞ্চম ভাগের বিধানাবলি সাপেক্ষে, প্রথমোক্ত আইনের অবশিষ্ট বিধানাবলি যতদূর প্রয়োগযোগ্য, এই ভাগ হইতে উদ্ভূত সকল মামলা, আপিল এবং আবেদনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

(২) পঞ্চম ভাগে বর্ণিত সকল মামলা, আপিল ও আবেদন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দায়ের করিতে হইবে; এবং তামাদির নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে দায়ের করা না হইলে উক্তরূপ দায়েরকৃত মামলা, আপিল ও আবেদন তামাদির বিষয় দাখিল করা না হইলেও খারিজ হইয়া যাইবে।

[৭৪][অষ্টাদশ ক অধ্যায়]

খাজনা মওকুফের জন্য বিশেষ বিধান

১৫১ক। কতিপয় জমির ক্ষেত্রে খাজনা মওকুফ।—(১) এই আইনের অন্যত্র যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যেক্ষেত্রে স্বত্বাধিকারী বা অকৃষি প্রজা এইরূপ জমি অধিকারে রাখেন যাহা সাধারণত গণপ্রার্থনা বা ধর্মীয় উপাসনার স্থান, গণকবর বা শ্মশান হিসাবে ব্যবহৃত হয়, সেইক্ষেত্রে তিনি উক্ত জমির খাজনা মওকুফের জন্য নির্ধারিত ফরমে ডেপুটি কমিশনারের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন ।

(২) উক্তরূপ আবেদন প্রাপ্তির তারিখ হইতে তিন মাসের মধ্যে ডেপুটি কমিশনার যেইরূপ যথাযথ মনে করিবেন সেইরূপ অনুসন্ধান করিবার পর নিশ্চিত করিবেন যে আবেদনে বর্ণিত জমি উল্লিখিত উপায়ে ব্যবহৃত হয় কিনা।

(৩) যদি ডেপুটি কমিশনার সন্তুষ্ট হন যে, আবেদনে বর্ণিত জমি উল্লিখিত উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়, তাহা হইলে তিনি নির্ধারিত পদ্ধতিতে উক্তরূপে ব্যবহৃত জমির এলাকা চিহ্নিত করিয়া দিবেন এবং উক্ত এলাকার খাজনা মওকুফ করিয়া একটি আদেশ জারি করিবেন এবং যদি ডেপুটি কমিশনার সন্তুষ্ট না হন, তাহা হইলে তিনি উক্ত আবেদন প্রত্যাখ্যান করিয়া একটি আদেশ জারি করিবেন।

(৪) যদি উপ-ধারা (৩) এর অধীন নির্ধারিত এলাকা জোত বা প্রজাস্বত্বের অংশ হয়, তাহা হইলে ডেপুটি কমিশনার উক্ত এলাকাকে অবশিষ্ট জোত বা প্রজাস্বত্ব হইতে পৃথক করিবেন এবং উক্ত এলাকার জন্য একটি পৃথক নিষ্কর প্রজাস্বত্ব সৃষ্টি করিবেন।

(৫) যেক্ষেত্রে উপ-ধারা (৪) এর অধীন একটি পৃথক নিষ্কর প্রজাস্বত্বের সৃষ্টি হয়, সেইক্ষেত্রে ডেপুটি কমিশনার জোত বা প্রজাস্বত্ব যাহা হইতে নিষ্কর প্রজাস্বত্বের সৃষ্টি হইয়াছে, উহার প্রদেয় খাজনা উক্ত নিষ্কর প্রজাস্বত্বের এলাকার অনুপাতে হ্রাস করিবেন।

(৬) উপ-ধারা (৩) এর অধীন ডেপুটি কমিশনারের আদেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ কোনো ব্যক্তি উক্ত আদেশের তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে [৭৫][বিভাগীয় কশিনার] এর নিকট আপিল করিতে পারিবেন।

[৭৬][(৬ক) উপ-ধারা (৬) এর অধীন বিভাগীয় কমিশনারের আদেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ কোনো ব্যক্তি উক্ত আদেশের তারিখ হইতে ষাট দিনের মধ্যে [৭৭][ভূমি প্রশাসন বোর্ড] এর নিকট উক্তরূপ আদেশ রিভিশনের জন্য আবেদন করিতে পারিবেন।

---

[৭৪] অধ্যায় ১৮ক রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব (সংশোধনী) অধ্যাদেশ, ১৯৬৯ (১৯৬৯ সনের পূর্ব পাকিস্তান অধ্যাদেশ নং ২১) এর ধারা ৯ বলে সন্নিবেশিত।

[৭৫] "বিভাগীয় কমিশনার" শব্দদ্বয় বাংলাদেশ আইন (সংশোধনী) অধ্যাদেশ, ১৯৭৬ (১৯৭৬ সনের ৯ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ২ এবং তফসিল বলে "সরকার" শব্দটির স্থলে প্রতিস্থাপিত।

[৭৬] উপ-ধারা (৬ক) বাংলাদেশ আইন (সংশোধনী) অধ্যাদেশ, ১৯৭৬ (১৯৭৬ সনের ৯ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ২ এবং তফসিল বলে "সরকার" শব্দটির স্থলে প্রতিস্থাপিত।

[৭৮][* * *]

(৮) [৭৯][ভূমি প্রশাসন বোর্ড] যেকোনো সময় স্বীয় উদ্যোগে[৮০][বিভাগীয় কমিশনার অথবা] ডেপুটি কমিশনার কর্তৃক এই ধারা অনুযায়ী প্রদত্ত আদেশ সংশোধন করিতে পারিবে।

(৯) এই ধারা অনুযায়ী খাজনা মওকুফের আদেশ, উক্তরূপ আদেশের পরবর্তী কৃষি সনের সূচনা হইতে কার্যকর হইবে।

ব্যাখ্যা।- এই ধারায়-

(ক) 'গণপ্রার্থনা বা ধর্মীয় উপাসনার স্থান' বলিতে স্থায়ীভাবে সংরক্ষিত সুচিহ্নিত এবং নিয়মিতভাবে কোনো বিশেষ ধর্ম বা ধর্মানুসারীগণের দ্বারা প্রার্থনা বা উপাসনার উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে ব্যবহার্য একটি সর্বজনীন স্থানকে বুঝাইবে, যেমন মসজিদ, জামাতখানা, ঈদগাহ, মন্দির, চার্চ, মঠ, সিনাগগ, প্যাগোডা ইত্যাদি, এবং উক্ত উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সংলগ্ন এলাকাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে, কিন্তু আর্থিক মুনাফার জন্য ব্যবহৃত হয় এইরূপ কোনো স্থান ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না।

(খ) 'ডেপুটি কমিশনার' অর্থে অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার (রাজস্ব) ও অন্তর্ভুক্ত হইবে।

১৫১খ। ধারা ১৫১ক এর অধীন অব্যাহতিপ্রাপ্ত জমির খাজনা পুনঃনির্ধারণ।—(১) যেক্ষেত্রে ধারা ১৫১ক এর অধীন খাজনা প্রদান হইতে অব্যাহতিপ্রাপ্ত ভূমি যে উদ্দেশ্যে উক্তরূপ অব্যাহতি প্রদান করা হইয়াছিল সেই উদ্দেশ্যে আর ব্যবহৃত না হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত ভূমির খাজনা পুনঃনির্ধারণ করা হইবে এবং ডেপুটি কমিশনার একই গ্রামের বা সংলগ্ন গ্রামসমূহে একই রকমের এবং একই সুবিধা সংবলিত ভূমির জন্য সাধারণভাবে প্রদেয় খাজনার হার বিবেচনা করিয়া তিনি যাহা যথাযথ ও ন্যায়সঙ্গত মনে করিবেন সেইরূপভাবে উহা নির্ধারণ করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে উপস্থিত হইবার এবং উক্ত বিষয়ে শুনানির নিমিত্ত, পনের দিনের কম নহে, নোটিশ প্রদান না করিয়া উহা পুনঃনির্ধারণ করা যাইবে না।

---

[৭৭] ভূমি প্রশাসন বোর্ড" শব্দসমূহ আইন (সংশোধনী) অধ্যাদেশ, ১৯৮২ (১৯৮২ সনের ৪১ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ৪ এবং তফসিল বলে "সরকার" শব্দটির স্থলে প্রতিস্থাপিত।

[৭৮] উপ-ধারা (৭) বাংলাদেশ আইন (বাতিল ও সংশোধনী) আদেশ, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১২) এর ধারা ৩ এবং তফসিল বলে বিলুপ্ত।

[৭৯] ভূমি প্রশাসন বোর্ড" শব্দসমূহ আইন (সংশোধনী) অধ্যাদেশ, ১৯৮২ (১৯৮২ সনের ৪১ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ৪ এবং তফসিল বলে "সরকার" শব্দটির স্থলে প্রতিস্থাপিত।

[৮০] "বিভাগীয় কমিশনার" শব্দদ্বয় বাংলাদেশ আইন (সংশোধনী) অধ্যাদেশ, ১৯৭৬ (১৯৭৬ সনের ৯ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ২ এবং তফসিল বলে সন্নিবেশিত।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন ডেপুটি কমিশনারের আদেশে সংক্ষুব্ধ কোনো ব্যক্তি উক্ত আদেশের তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে [৮১][বিভাগীয় কমিশনার] এর নিকট আপিল দায়ের করিতে পারিবেন।

[৮২][(২ক) উপ-ধারা (২) এর অধীন বিভাগীয় কমিশনারের আদেশে সংক্ষুব্ধ কোনো ব্যক্তি উক্ত আদেশ প্রদানের ষাট দিনের মধ্যে [৮৩][উক্ত আদেশ রিভিশন করিবার জন্য ভূমি প্রশাসন বোর্ডের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন এবং বোর্ডের আদেশ চূড়ান্ত হইবে।]

[৮৪][* * *]

(৪) এই ধারা অনুযায়ী উক্ত পুনঃনির্ধারিত খাজনা উক্ত পুনঃনির্ধারণের তারিখের পরের কৃষি সনের সূচনা হইতে কার্যকর হইবে।

[৮৫][অষ্টাদশ খ অধ্যায়]

কৃষি জমিতে ভূমি রাজস্ব অব্যাহতি সংক্রান্ত বিশেষ বিধানাবলি

১৫১গ। কতিপয় ক্ষেত্রে কৃষি জমিতে রাজস্ব মওকুফ।—এই আইনের অন্যত্র যাহা কিছুই থাকুক না কেন এবং এই অধ্যায়ের শর্তসাপেক্ষে, যেক্ষেত্রে কোনো পরিবার কর্তৃক বাংলাদেশে অধিকৃত মোট কৃষি জমির পরিমাণ পঁচিশ বিঘার অধিক না হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত পরিবার ১৩৭৯ বাংলা সনের পহেলা বৈশাখ হইতে অথবা, ক্ষেত্রমত, ধারা ১৫১ঝ এর অধীন উক্তরূপ মওকুফের অধিকারী হইবার তারিখ হইতে উক্ত পরিবার উক্ত জমির জন্য ভূমি রাজস্ব প্রদান হইতে অব্যাহিত পাইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, যেকোনো পরিবার ১৯৭১ সনের ১৬ ডিসেম্বর তারিখে পঁচিশ বিঘার অধিক পরিমাণ জমি অধিকারে রাখিলে, ১৯৭১ সনের ১৬ ডিসেম্বর হইতে ধারা ১৫১ঘ এর অধীন বিবরণী দাখিলের শেষ তারিখ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে হস্তান্তরের কারণে মোট জমির পরিমাণ হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া পঁচিশ বিঘা বা তাহার কম হইবার ফলে ভূমি রাজস্ব মওকুফ প্রাপ্তির অধিকারী হইবে না:

---

৮১ "বিভাগীয় কমিশনার" শব্দদ্বয় বাংলাদেশ আইন (সংশোধনী) অধ্যাদেশ, ১৯৭৬ (১৯৭৬ সনের ৯ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ২ এবং তফসিল বলে "সরকার" শব্দটির স্থলে প্রতিস্থাপিত।

৮২ উপ-ধারা (২) বাংলাদেশ আইন (সংশোধনী) অধ্যাদেশ, ১৯৭৬ (১৯৭৬ সনের ৯ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ২ বলে সন্নিবেশিত।

৮৩ "উক্ত আদেশ রিভিশন করিবার জন্য ভূমি প্রশাসন বোর্ডের নিকট আবেদন করিতে পারিবে এবং বোর্ডের আদেশ চূড়ান্ত হইবে" শব্দগুচ্ছ আইন (সংশোধনী) অধ্যাদেশ, ১৯৮২ (১৯৮২ সনের ৪১ নং) এর ধারা ৪ এবং তফসিল বলে "উক্ত আদেশ রিভিশন করিবার জন্য সরকার" শব্দসমূহের স্থলে প্রতিস্থাপিত।

৮৪ বাংলাদেশ আইন (বাতিল ও সংশোধনী) আদেশ, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১২) এর ধারা ৩ এবং তফসিল বলে উপ-ধারা (৩) বিলুপ্ত।

৮৫ অধ্যায় অষ্টাদশখ রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব (তৃতীয় সংশোধনী) আদেশ , ১৯৭২ (১৯৭২ সনের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ৯৬) এর ধারা ২ বলে সংযুক্ত।

আরও শর্ত থাকে যে, এই ধারা অথবা ধারা ১৫১ঝ এর অধীন ভূমি রাজস্ব মওকুফ কোনো ব্যক্তিকে অর্থ (তৃতীয়) অধ্যাদেশ, ১৯৫৮ (১৯৫৮ সনের ৮২ নংই. পি. অধ্যাদেশ) অনুযায়ী উন্নয়ন এবং ত্রাণ কর, অর্থ অধ্যাদেশ, ১৯৭০ (১৯৭০ সনের ১৬ নং ই. পি. অধ্যাদেশ) অনুযায়ী অতিরিক্ত উন্নয়ন এবং ত্রাণ কর, বঙ্গীয় (পল্লি) প্রাথমিক শিক্ষা আইন, ১৯৩০ (১৯৩০ সনের ৭ নং বঙ্গীয় আইন) অনুযায়ী শিক্ষা কর, মৌলিক গণতন্ত্র আদেশ, ১৯৫৯ (১৯৫৯ সনের পি. ও. নং ৮) এর অধীন স্থানীয় হার, যাহা ভূমি রাজস্বের উপর ভিত্তি করিয়া প্রদেয় এবং সাময়িকভাবে কার্যকর অন্য কোনো আইনে প্রদেয় অন্য কোনো খাজনা, কর, এবং করহার প্রদানের দায় হইতে অব্যাহতি প্রদান করিবে না।

১৫১ঘ। পঁচিশ বিঘার অতিরিক্ত কৃষি জমির অধিকারী পরিবার প্রধান কর্তৃক বাধ্যতামূলকভাবে বিবরণী দাখিল।—[৮৬][১৯৭৩ সনের ৩১শে জানুয়ারির মধ্যে], পরিবার প্রধানগণ, যাহারা ১৯৭১ সনের ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে অথবা বিবরণী দাখিলের তারিখে ব্যক্তিগতভাবে অথবা তাহাদের পরিবারের অন্যান্য সদস্যের সহিত বাংলাদেশে পঁচিশ বিঘার ঊর্ধ্বে কৃষি জমি অধিকারে রাখিয়াছিল, নির্ধারিত ফরমে ও পদ্ধতিতে, উক্ত সকল জমির একটি বিবরণী রাজস্ব কর্মকর্তার নিকট দাখিল করিবেন[৮৭][:

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার সকল ক্ষেত্রে অথবা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বা কোনো শ্রেণির ক্ষেত্রে বা কোনো এলাকার ক্ষেত্রে বিবরণী দাখিলের সময়সীমা, যতদিন বর্ধিত করা যথাযথ মনে করিবেন, ততদিন বর্ধিত করিতে পারিবেন।

১৫১ঙ। বিবরণী দাখিল না করা বা ইচ্ছাপূর্বক জমি গোপন করিবার দণ্ড।—কোনো পরিবার প্রধান যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ধারা ১৫১ঘ এর অধীন বিবরণী দাখিল করিতে ব্যর্থ হইলে, বা উক্ত ধারা অনুযায়ী তৎকর্তৃক দাখিলকৃত বিবরণীতে ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো কিছু বাদ দিলে বা অসত্য ঘোষণা প্রদান করিলে, তাহা হইলে তিনি অনধিক এক হাজার টাকা অর্থ দণ্ডে দন্ডিত হইবেন এবং যে জমির জন্য কোনো বিবরণী দাখিল করা হয় নাই বা বিবরণী হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে বা যাহা সম্পর্কে অসত্য ঘোষণা করা হইয়াছে, সেই জমি সরকারের অনুকূলে তৎক্ষণাৎ বাজেয়াপ্ত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, যেক্ষেত্রে বিবরণী দাখিলের ব্যর্থতা বা বিবরণীতে কোনো জমি বাদ বা অসত্য ঘোষণা এইরূপ জমি সম্পর্কে ঘটে যাহা ১৯৭১ সনের ১৬ই ডিসেম্বর বা উহার পরে উক্ত পরিবারের কোনো সদস্য কর্তৃক হস্তান্তরিত হইয়াছে সেই জমি বাজেয়াপ্ত হইবে না, কিন্তু উহার পরিবর্তে যে জমি উক্ত পরিবারের সদস্য বা সদস্যদের দখলে থাকা সমপরিমাণ জমি বাজেয়াপ্ত হইবে।

---

[৮৬] "১৯৭৩ সনের ৩১শে জানুয়ারির মধ্যে" শব্দ, সংখ্যা ও কমাসমূহ রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব (সপ্তম সংশোধনী) আদেশ, ১৯৭২(১৯৭২ সনের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১৫৭) এর ২ অনুচ্ছেদ বলে "রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব (তৃতীয় সংশোধনী) আদেশ, ১৯৭২ শুরুর নব্বই দিনের মধ্যে" শব্দ, ব্র্যাকেট, সংখ্যা ও কমাসমূহের স্থলে প্রতিস্থাপিত।

[৮৭] রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব (সংশোধনী) আদেশ, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ৫) এর বলে দাঁড়ি (।) এর স্থলে কোলন (:) প্রতিস্থাপিত।

১৫১চ। কতিপয় ক্ষেত্রে অব্যাহতিপ্রাপ্ত জোতের পুনঃনির্ধারণের জন্য দায়।—ধারা ১৫১গ এর অধীন ভূমি রাজস্ব হইতে নিষ্কৃতিপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি যদি পরবর্তীকালে উত্তরাধিকার, ক্রয়, দান, হেবা, বা অন্য কোনোভাবে কৃষি জমি অর্জন করে যাহা তৎকর্তৃক বা তাহার পরিবারের অন্যান্য সদস্য কর্তৃক ইতঃপূর্বে অর্জিত মোট কৃষি জমির সহিত সংযুক্ত হইয়া সর্বসাকুল্যে পঁচিশ বিঘা অতিক্রম করে, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি বা তাহার পরিবারের সদস্যগণ কর্তৃক অধিকৃত সকল কৃষিজমি নিম্নরূপ তারিখ হইতে ভূমি রাজস্ব প্রদানের জন্য দায়বদ্ধ হইবে, যথা :—

(অ) বাংলা সনের পহেলা কার্তিকের পূর্বে অর্জনের ক্ষেত্রে উক্ত সনের পহেলা কার্তিক হইতে কার্যকর হইবে; এবং

(আ) বাংলা সনের পহেলা কার্তিক বা পরে অর্জনের ক্ষেত্রে উক্ত অর্জনের তারিখের পরবর্তী বাংলা সনের প্রথম দিন হইতে কার্যকর হইবে।

১৫১ছ। কতিপয় ক্ষেত্রে অর্জিত জমির জন্য পরিবার প্রধান কর্তৃক বাধ্যতামূলকভাবে বিবরণী দাখিল।—কোনো পরিবার প্রধান অথবা তাহার পরিবারের কোনো সদস্য কৃষি জমি অর্জন করিবার ফলে, পরিবার কর্তৃক অর্জিত কৃষিজমির মোট পরিমাণ ধারা ১৫১চ অনুযায়ী ভূমি রাজস্ব প্রদানের জন্য দায়বদ্ধ হইলে, উক্ত অর্জনের তারিখ হইতে নব্বই দিনের মধ্যে নির্ধারিত ফরমে ও নির্ধারিত পদ্ধতিতে তৎকর্তৃক ও তাহার পরিবারের অন্যান্য সদস্য কর্তৃক অধিকৃত সকল কৃষি জমির একটি বিবরণী রাজস্ব কর্মকর্তার নিকট দাখিল করিবেন।

১৫১জ। বিবরণী দাখিল না করা বা ইচ্ছাকৃতভাবে জমি গোপন রাখিবার শাস্তি।—কোনো পরিবার প্রধান নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ধারা ১৫১ছ এর অধীন বিবরণী দাখিল করিতে ব্যর্থ হইলে অথবা উক্ত ধারা অনুযায়ী তৎকর্তৃক দাখিলকৃত বিবরণীতে ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো কিছু বাদ দিলে বা অসত্য ঘোষণা প্রদান করিলে, তাহা হইলে তিনি অনধিক এক হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন এবং যে জমির জন্য কোনো বিবরণী দাখিল করা হয় নাই বা যাহা বিবরণী হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে অথবা যাহার সম্পর্কে অসত্য ঘোষণা প্রদান করা হইয়াছে উক্ত জমি সরকারের অনুকূলে তৎক্ষণাৎ বাজেয়াপ্ত হইবে।

১৫১ঝ। জমির পরিমাণ হ্রাসপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে ভূমি রাজস্ব হইতে অব্যাহতি।—যেক্ষেত্রে কোনো পরিবার কর্তৃক ভূমি রাজস্ব প্রদানের জন্য দায়বদ্ধ মোট কৃষি জমির পরিমাণ ধারা ১৫১ঘ বা ১৫১জ এর অধীন বিবরণী দাখিলের পর উত্তরাধিকার বা প্রকৃত হস্তান্তরের কারণে হ্রাস পাইয়া পঁচিশ বিঘা বা উহার কম হইয়া যায়, সেইক্ষেত্রে উক্ত পরিবারের প্রধান নির্ধারিত ফরমে ভূমি রাজস্ব প্রদান করা হইতে অব্যাহতি চাহিয়া উক্ত হ্রাসপ্রাপ্তির তারিখ ও কারণ বর্ণনা করিয়া রাজস্ব কর্মকর্তার নিকট আবেদন করিতে পারিবেন এবং রাজস্ব কর্মকর্তা যথাযথ অনুসন্ধান করিবার পর আবেদনে বর্ণিত বিবরণী সম্পর্কে সন্তুষ্ট হইলে নিম্নরূপ তারিখ হইতে উক্ত অব্যাহতি অনুমোদন করিয়া আদেশ প্রদান করিবেন, যথা:

(অ) বাংলা বৎসরের পহেলা কার্তিকের পূর্বে আবেদনের ক্ষেত্রে উক্ত বৎসরের পহেলা কার্তিক হইতে কার্যকর হইবে; এবং

(আ) বাংলা বৎসরের পহেলা কার্তিক বা পহেলা কার্তিকের পরে আবেদনের ক্ষেত্রে উক্ত আবেদনের তারিখের পরবর্তী বাংলা বৎসরের প্রথম দিন হইতে কার্যকর হইবে।

[৮৮][**১৫১ঞ। পরিবার ও পরিবার প্রধানের সংজ্ঞা।**—এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে—

---

৮৮ রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব (চতুর্থ সংশোধনী) আদেশ, ১৯৭২(১৯৭২ সনের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১৩৫) এর ৩ অনুচ্ছেদ বলে ধারা ১৫১ঞ প্রতিস্থাপিত।

(ক) কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে, 'পরিবার' অর্থে উক্ত ব্যক্তি ও তাহার স্ত্রী, পুত্র, অবিবাহিত কন্যা, পুত্রবধু, পুত্রের পুত্র এবং পুত্রের অবিবাহিতা কন্যাকে অন্তর্ভুক্ত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো পূর্ণবয়স্ক ও বিবাহিত পুত্র, যে [৮৯][***] ১৯৭১ সনের ১৬ই ডিসেম্বরের পূর্ব হইতে ধারাবাহিকভাবে তাহার পিতামাতা হইতে স্বাধীনভাবে পৃথক অন্নে বসবাস করিয়া আসিতেছেন তিনি এবং তাহার স্ত্রী, পুত্র ও অবিবাহিতা কন্যা একটি পৃথক পরিবার গঠন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে:

আরও শর্ত থাকে যে, ওয়াকফ, ওয়াকফ-আল-আওলাদ, দেবোত্তর বা অন্য কোনো ট্রাস্টের অধীন সম্পত্তি যেখানে সুবিধাভোগীদের উক্তরূপ সম্পত্তি তাহাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে হস্তান্তর করিবার অধিকার থাকে না, উক্ত সম্পত্তি সম্পর্কিত উক্ত সকল সুবিধাভোগী একত্রে একটি পৃথক পরিবার গঠন করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে; এবং

(খ) "পরিবার প্রধান" অর্থ—

(অ) দফা (ক) এর দ্বিতীয় শর্তাংশে বর্ণিত ক্ষেত্র ব্যতীত, যে পুরুষ বা মহিলার বিষয়ে রাজস্ব কর্মকর্তা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিবার নির্ধারণ করেন; এবং

(আ) দফা (ক) এর দ্বিতীয় শর্তাংশে বর্ণিত ক্ষেত্রে মুতাওয়াল্লি, সেবায়েত বা, ক্ষেত্রমত, ট্রাস্টি।]

উনবিংশ অধ্যায়

বিধিমালা

১৫২। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।—(১) সরকার, এই ভাগের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, প্রাক-প্রকাশনার পর, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) বিশেষভাবে এবং উপরিউক্ত ক্ষমতার সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ন না করিয়া, উক্ত বিধিমালায় নিম্নরূপ বিষয়সমূহের সকল অথবা যেকোনো বিষয়ে বিধান করা যাইবে, যথা:—

(ক) ধারা ৮৬ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত আবেদনের ফরম ও উক্ত উপ-ধারায় উল্লিখিত মওকুফের পরিমাণ নির্ধারণ করিবার পদ্ধতি;

[৯০][***]

(গ) ধারা ৮৯ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) এবং উপ-ধারা (৪) এ উল্লিখিত নোটিশের ফরম ও উহাতে উল্লিখিত প্রসেস ফির পরিমাণ;

(ঘ) ধারা ৯০ এর উপ-ধারা (৩) ও (৪) এ উল্লিখিত রাজস্ব কর্তৃপক্ষ;

---

[৮৯] রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব (সপ্তম সংশোধনী) আদেশ, ১৯৭২(১৯৭২ সনের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১৫৭) এর ৩ অনুচ্ছেদ বলে "পাঁচ বৎসর" শব্দদ্বয় বিলুপ্ত।

[৯০] রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব (সংশোধনী) আদেশ, ১৯৭২ (১৯৭২ সনের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ৭২) এর ৪ অনুচ্ছেদ বলে দফা "খ" বিলুপ্ত।

(ঙ) ধারা ৯২ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (খ) এ উল্লিখিত নোটিশের ফরম এবং উক্ত নোটিশ প্রদানের পদ্ধতি ও সময় এবং উক্ত ধারার উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত নোটিশ প্রকাশের পদ্ধতি;

(চ) ধারা ৯৪ এর অধীন দায় হস্তান্তর করিবার জন্য রাজস্ব কর্মকর্তা কর্তৃক ভূমি নির্ধারণের পদ্ধতি;

(ছ) ধারা ৯৯ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) এ উল্লিখিত খাজনার হার নির্ধারণ করিবার জন্য রাজস্ব কর্মকর্তা কর্তৃক অনুসৃত পদ্ধতি ও প্রয়োগকৃত ক্ষমতা ও উক্ত দফার অধীন খাজনার হারের সারণি ফরম, উক্ত সারণি প্রস্তুতের পদ্ধতি এবং উহাতে বর্ণিত বিবরণাদি;

(জ) ধারা ৯৯ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (খ) এর অধীন খাজনার বন্দোবস্তকৃত খাজনা বিবরণীর ফরম, উহা প্রস্তুতের পদ্ধতি ও উহাতে বর্ণিত বিবরণাদি;

(ঝ) ধারা ১০০ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (খ) এবং উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত একর প্রতি সাধারণ উৎপাদনের গড় হার নির্ধারণের পদ্ধতি;

(ঞ) ধারা ১০০ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (চ) এবং উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত গড় খাজনা নির্ধারণের পদ্ধতি;

(ট) ধারা ১০১ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন খাজনার হারের খসড়া সারণি প্রকাশের পদ্ধতি ও সময় এবং উক্ত ধারার উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত রাজস্ব কর্তৃপক্ষ;

(ঠ) ধারা ১০৮ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন খসড়া বন্দোবস্তকৃত খাজনা বিবরণী প্রকাশের পদ্ধতি ও সময় এবং উক্ত উপ-ধারার অধীন আপত্তিসমূহের নিষ্পত্তি;

(ড) ধারা ১০৯ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ এবং উক্ত ধারার উপ-ধারা (৩) এর অধীন বন্দোবস্তকৃত খাজনা বিবরণী চূড়ান্ত প্রকাশের পদ্ধতি;

(ঢ) ধারা ১১০ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত ঊর্ধ্বতন রাজস্ব কর্তৃপক্ষ;

(ণ) ধারা ১১১ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত আপিল দায়েরের পদ্ধতি;

[৯১][***]

(থ) ধারা ১১৯ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত আবেদনের ফরম;

(দ) ধারা ১২০ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত অনুসন্ধান করিবার পদ্ধতি, ঊর্ধ্বতন রাজস্ব কর্তৃপক্ষ যাহার নিকট রাজস্ব কর্মকর্তা উক্ত উপ-ধারায় উল্লিখিত আবেদন দায়ের করিবেন এবং উক্ত ধারার উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত আবেদনসমূহের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুসৃত পদ্ধতি;

---

[৯১] দফা (ত) রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব (সংশোধনী) আইন, ১৯৬৪ (১৯৬৪ সনের পূর্ব পাকিস্তান আইন নং ১৭) এর ধারা ৭ বলে বিলুপ্ত।

(ধ) ধারা ১২২ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত জোতসমূহের সংযুক্তিকরণ পরিকল্পনা প্রস্তুতের পদ্ধতি এবং উক্ত ধারার উপ-ধারা(২) এ উল্লিখিত উপদেষ্টা পরিষদের নিয়োগ ও গঠন;

(ন) ধারা ১২৩ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন জোতসমূহের সংযুক্তিকরণের খসড়া প্রকল্প প্রকাশের পদ্ধতিও সময় এবং উক্ত উপ-ধারার অধীন আপত্তি নিষ্পত্তি;

(প) ধারা ১২৪ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন আপিল দায়েরের সময় ও পদ্ধতি এবং উক্ত ধারার উপ-ধারা (২) এর অধীন দ্বিতীয় আপিল দায়েরের সময় ও পদ্ধতি এবং উক্ত ধারায় উল্লিখিত উর্ধ্বতন রাজস্ব কর্তৃপক্ষ;

(ফ) ধারা ১৩২ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত জোতসমূহের সংযুক্তিকরণ কার্যক্রমের ব্যয় নির্ধারণের পদ্ধতি এবং উক্ত উপ-ধারার অধীন উক্তরূপ খরচ আদায়;

(ব) ধারা ১৩৫ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত খাজনার কিস্তি প্রদানের তারিখ;

(ভ) ধারা ১৩৬ এর অধীন খাজনা প্রদান অথবা ডাকযোগে মানি অর্ডারের মাধ্যমে প্রেরণের পদ্ধতি;

(ম) ধারা ১৩৮ এ উল্লিখিত লিখিত রসিদের ফরম;

(য) ধারা ১৪১ এর অধীন বকেয়া খাজনা আদায়ের জন্য অনুসৃত পদ্ধতি;

(যক) ধারা ১৪৩ এ উল্লিখিত খতিয়ান হালনাগাদ রাখিবার পদ্ধতি;

(যখ) ধারা ১৪৪ এর অধীন খতিয়ান রিভিশন করিবার ক্ষেত্রে রাজস্ব কর্মকর্তা কর্তৃক অনুসৃত পদ্ধতি ও প্রয়োগকৃত ক্ষমতা।

তফসিল

রহিতকৃত আইনসমূহ

(ধারা ৮০ দ্রষ্টব্য)

বৎসর	নং	সংক্ষিপ্ত শিরোনাম	রহিতকরণের ব্যাপ্তি
১	২	৩	৪
		বেঙ্গাল রেগুলেশন সমূহ	
১৭৯৩	১	দ্য বেঙ্গাল পার্মানেন্ট সেটেলমেন্ট রেগুলেশন, ১৭৯৩	সম্পূর্ণ
১৭৯৩	২	দ্য বেঙ্গাল ল্যান্ড-রেভিনিউ রেগুলেশন, ১৭৯৩	যতটুকু রহিত করা হয় নাই
১৭৯৩	৮	দ্য বেঙ্গাল ডেসিনিয়াল সেটেলমেন্ট রেগুলেশন, ১৭৯৩	পূর্বোক্ত
১৭৯৩	১৯	দ্য বেঙ্গাল রেভিনিউ-ফ্রি ল্যান্ডস (নন বাদশাহি গ্র্যান্টস) রেগুলেশন, ১৭৯৩	পূর্বোক্ত
১৭৯৩	৩৭	দ্য বেঙ্গাল রেভিনিউ-ফ্রি ল্যান্ডস (বাদশাহি গ্র্যান্টস) রেগুলেশন, ১৭৯৩	পূর্বোক্ত
১৭৯৪	৩	দ্য বেঙ্গাল নেটিভ রেভিনিউ-অফিসার্স রেগুলেশন, ১৭৯৪	পূর্বোক্ত

বৎসর	নং	সংক্ষিপ্ত শিরোনাম	রহিতকরণের ব্যাপ্তি
১	২	৩	৪
১৮০০	৮	দ্য বেঙ্গাল রেভিনিউ ফ্রি ল্যান্ডস রেগুলেশন, ১৮০০	পূর্বোক্ত
১৮০১	১	দ্য বেঙ্গাল ল্যান্ড-রেভিনিউ এ্যাসেসমেন্ট রেগুলেশন, ১৮০১	পূর্বোক্ত
১৮০৫	১২	দ্য কটক ল্যান্ড-রেভিনিউ রেগুলেশন, ১৮০৫	পূর্বোক্ত
১৮১২	৫	দ্য বেঙ্গাল ল্যান্ড-রেভিনিউ সেলস রেগুলেশন, ১৮১২	পূর্বোক্ত
১৮১২	১৮	দ্য বেঙ্গাল লিজেস অ্যান্ড ল্যান্ড রেভিনিউ রেগুলেশন, ১৮১২	পূর্বোক্ত
১৮১৪	২৯	দ্য ঘাটওয়ালি ল্যান্ডস রেগুলেশন, ১৮১৪	সকল অংশ
১৮১৬	৫	দ্য বেঙ্গাল কানুনগোস রেগুলেশন, ১৮১৬	পূর্বোক্ত
১৮১৭	১২	দ্য বেঙ্গাল পাটোয়ারিস রেগুলেশন, ১৮১৭	যতটুকু রহিত করা হয় নাই
১৮১৯	১	দ্য বেঙ্গাল কানুনগোস অ্যান্ড পাটোয়ারিস রেগুলেশন, ১৮১৯	পূর্বোক্ত
১৮১৯	২	দ্য বেঙ্গাল ল্যান্ড-রেভিনিউ অ্যাসেসমেন্ট (রেজিউমড ল্যান্ডস) রেগুলেশন, ১৮১৯	পূর্বোক্ত
১৮১৯	৮	দ্য বেঙ্গাল পাটনি তালুকস রেগুলেশনস, ১৮১৯	যতটুকু রহিত করা হয় নাই
১৮২০	১	দ্য বেঙ্গাল পাটনি তালুকস রেগুলেশনস, ১৮২০	সম্পূর্ণ
১৮২১	৪	দ্য বেঙ্গাল ল্যান্ড-রেভিনিউ (অ্যাসিসটেন্ট কালেক্টরস) রেগুলেশন, ১৮২১	যতটুকু রহিত করা হয় নাই
১৮২২	৭	দ্য বেঙ্গাল ল্যান্ড-রেভিনিউ সেটেলমেন্ট রেগুলেশন, ১৮২২	পূর্বোক্ত
১৮২৫	৯	দ্য বেঙ্গাল ল্যান্ড-রেভিনিউ সেটেলমেন্ট রেগুলেশন, ১৮২৫	পূর্বোক্ত
১৮২৫	১৩	দ্য বেঙ্গাল ল্যান্ড-রেভিনিউ সেটেলমেন্ট (রেজিউমড কানুনগোস এ্যান্ড রেভিনিউ-ফ্রি ল্যান্ড) রেগুলেশন, ১৮২৫	সম্পূর্ণ
১৮২৫	১৪	দ্য বেঙ্গাল রেভিনিউ-ফ্রিল্যান্ড রেগুলেশন, ১৮২৫	যতটুকু রহিত করা হয় নাই
১৮২৭	৫	দ্য বেঙ্গাল অ্যাটাচড এস্টেটস ম্যানেজমেন্ট রেগুলেশন, ১৮২৭	সকল অংশ
১৮২৮	৩	দ্য বেঙ্গাল ল্যান্ড-রেভিনিউ এ্যাসেসমেন্ট (রেজিউমড ল্যান্ডস) রেগুলেশন, ১৮২৮	যতটুকু রহিত করা হয় নাই
১৮২৮	৪	দ্য বেঙ্গাল ল্যান্ড-রেভিনিউ সেটেলমেন্ট রেগুলেশন, ১৮২৮	পূর্বোক্ত
		কেন্দ্রীয় আইন	
১৮৪৮	২০	দ্য বেঙ্গাল ল্যান্ডহোল্ডারস অ্যাটেনডেন্স অ্যাক্ট, ১৮৪৮	সম্পূর্ণ
১৮৫৩	৬	দ্য রেন্ট রিকোভারি অ্যাক্ট, ১৮৫৩	যতটুকু রহিত করা হয় নাই
১৮৫৯	৫	দ্য বেঙ্গাল ঘাটওয়ালিল্যান্ডস অ্যাক্ট, ১৮৫৯	সকল অংশ
১৮৮৫	৮	দ্য বেঙ্গাল টেন্যান্সি অ্যাক্ট, ১৮৮৫	যতটুকু রহিত করা হয় নাই

বৎসর	নং	সংক্ষিপ্ত শিরোনাম	রহিতকরণের ব্যাপ্তি
১	২	৩	৪
		বেঙ্গাল আইন	
১৮৫৯	১১	দ্য বেঙ্গাল ল্যান্ড-রেভিনিউ অ্যান্ড সেলস অ্যাক্ট, ১৮৫৯	সকল অংশ
১৮৬২	৭	দ্য বেঙ্গাল ল্যান্ড-রেভিনিউ রেজাম্পশন অ্যাক্ট, ১৮৬২	যতটুকু রহিত করা হয় নাই
১৮৬৫	৮	দ্য বেঙ্গাল রেন্ট রিকোভারি (আন্ডার টেনিউরস) অ্যাক্ট, ১৮৬৫	যতটুকু রহিত করা হয় নাই
১৮৬৮	৩	দ্য বেঙ্গাল ল্যান্ড-রেভিনিউ সেটেলমেন্ট অ্যাক্ট, ১৮৬৮	পূর্বোক্ত
১৮৬৮	৭	দ্য বেঙ্গাল ল্যান্ড-রেভিনিউ সেলস অ্যাক্ট, ১৮৬৮	সম্পূর্ণ
১৮৭৬	৭	দ্য ল্যান্ড রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট, ১৮৭৬	পূর্বোক্ত
১৮৭৯	৮	দ্য বেঙ্গাল ল্যান্ড রেন্ট সেটেলমেন্ট অ্যাক্ট, ১৮৭৯	পূর্বোক্ত
১৮৯৭	৫	দ্য এস্টেটস পার্টিশন অ্যাক্ট, ১৮৯৭	পূর্বোক্ত
১৯০৪	৩	দ্য বেঙ্গাল সেটেলড এস্টেটস অ্যাক্ট, ১৯০৪	পূর্বোক্ত
		আসাম রেগুলেশন	
১৮৮৬	১	দ্য আসাম ল্যান্ড অ্যান্ড রেভিনিউ রেগুলেশন, ১৮৮৬	সম্পূর্ণ
		আসাম আইন	
১৯৩৬	১১	দ্য সিলেট টেন্যান্সি অ্যাক্ট, ১৯৩৬	সকল অংশ

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, পিএএ
সচিব।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
হাছিনা বেগম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd